মৃত্যুদূত

মৃত্যুদূত

(Thy Soul Shall Bear Witness)

সেল্‌মা লাগর্‌লফ

অনুবাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ঈষ্টার্ণ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ
৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম দুই টাকা

৯ ভাদ্র ১৩৫১

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে মূল লেখিকা সেল্‌মা লাগর্‌লফ (Selma Lagerlöf) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

সেল্‌মা লাগর্‌লফ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর পৃথিবী-বিখ্যাত হন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার স্বদেশ সুইডেনে এবং ইউরোপের কন্টিনেণ্টে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় "ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতা" ও চরম কল্পনাশ্রিত আদর্শবাদের সংমিশ্রণে রচিত এক ধরনের বিচিত্র কথা-সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবত পুরস্কারদাতা আলফ্রেড নোবেলের স্বদেশবাসিনী বলিয়া তাঁহার এই সম্মানিত পুরস্কার লাভে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। পুরস্কারে প্রদত্ত মেডেলে তাঁহার পুরস্কার-প্রাপ্তির কারণ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা খোদিত ছিল—

The prize of 1909 has been awarded :

Lagerlöf, Selma, born 1858 : "because of the noble idealism, the wealth of fancy and the spiritual quality that characterize her works."

অর্থাৎ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পুরস্কার দেওয়া হইল :

সেল্‌মা লাগর্‌লফকে, জন্ম ১৮৫৮ : "তাঁহার রচনার বিশেষত্ব—উচ্চ আদর্শবাদ, কল্পনা-সম্পদ ও আত্মিক গুণের জন্য।"

বস্তুত এই তিনটি গুণেই সেল্‌মা লাগর্‌লফ অন্যান্য কথাশিল্পী হইতে স্বতন্ত্র। এই তিন গুণের একত্র সমাবেশ অন্যত্র মেলে না। মানব-মনের বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচনায় তিনি সর্ব্বত্র সদ্‌ভাবেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন—পাপ মানুষকে সাময়িকভাবে মোহাবিষ্ট রাখিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রভাব চিরস্থায়ী নয়; প্রীতি মৈত্রী

প্রেম সত্য ও সৌন্দর্য্যই চিরন্তন। মানুষের উজ্জ্বল দিকটি এমনভাবে আর কেহ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ।

সেল্‌মা লাগর্‌লফ সুইডেনের অন্তর্গত ভার্মল্যাণ্ডের মারবাক্কা এস্টেটে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। স্টক্‌হল্‌মের উইমেন'স সুপিরিয়র কলেজে শিক্ষা-লাভ করিয়া ইনি ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ল্যাণ্ড্‌স্‌ক্রোনা উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিন্নেউস জুবিলিতে উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর-উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি অনেকগুলি উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিয়াছেন। কয়েকটির নাম এই—ঝেটা ব্যারলিং (১৮৯৫), ইন্‌ভিজিব্‌ল লিঙ্ক্‌স্ (১৮৯৪), মিরাক্‌ল্‌স অব অ্যান্টিক্রাইস্ট (১৮৯৭), ফ্রম এ সোয়েডিশ হোম্‌স্‌টেড (১৮৯৯), জেরুসালেম (১) (১৯০৬), লেজেণ্ড্‌স্ অব ক্রাইস্ট (১৯০৪), দি ওয়াণ্ডারফুল অ্যাডভেন্‌চার অব নিল্‌স্ (১৯০৬), দি গার্ল ফ্রম দি মার্শ (১৯০৮), জেরুসালেম্ (২) (১৯১৬), দি আউটকাস্ট (১৯১৮) প্রভৃতি। তাঁহার এই 'আউটকাস্ট' বা 'জাতিচ্যুত' উপন্যাসখানিই আমাদের দেশে সমধিক পরিচিত। ইনি বিদেশে বহু ভ্রমণ করিয়াছেন; ঈজিপ্ট ও প্যালেস্টাইনে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত 'মারবাক্কা' পুস্তকখানি তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালের আত্মজীবনী হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মিসেস ভেল্‌মা সোয়ানস্টন হাওয়ার্ড সেল্‌মা লাগর্‌লফের বইগুলির চমৎকার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বহিঃপৃথিবীতে তাঁহাকে পরিচিত করিয়াছেন। ইঁহার মতে 'দি এম্পারার অব পর্টুগালিয়া' উপন্যাসখানিই সেল্‌মা লাগর্‌লফের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইনি চিরকুমারী।

'মৃত্যুদূত' বইখানির ইংরেজী অনুবাদ 'দাই সোল শ্যাল বেয়ার উইট্‌নেস' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূক চলচ্চিত্রের যুগে এই পুস্তকের চিত্ররূপ দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। 'লণ্ডন টাইম্‌স্'

লেখিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 'মৃত্যুদূতে'র পাঠকেরাও তাহা সমর্থন করিবেন—

She is an idealist pure and simple in a world given over to realism, yet such is the perfection of her style and the witchery of her fancy that a generation of realists worship her.

তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃততর সংবাদ যাঁহারা চান তাঁহাদিগকে হ্যারি ই. মল (Harry E. Maule) প্রণীত ও গার্ডেন সিটি, নিউইয়র্ক হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Selma Logerlöf : The Woman ; Her work, Her Message' পুস্তকখানি পড়িতে বলি।

এই অনুবাদে "সিস্টার", "ক্যাপ্টেন" প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। সালভেশন আর্মি (মুক্তিফৌজ) আমাদের দেশেও সুপরিচিত। ইঁহারা প্রভূত অধ্যবসায় ও দৈহিক ক্লেশের মধ্য দিয়া সমাজপরিত্যক্ত দুর্ব্বৃত্ত নরনারীদের সংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই সেবাব্রতধারিণীদের সিস্টার নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিয়া হতভাগ্য বিপথগামীদের সমাজে ফিরাইতে চেষ্টা করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে স্লাম-সিস্টারও বলা হয়। "ক্যাপ্টেন" বলিতে মুক্তি-ফৌজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নায়িকা বুঝিতে হইবে।

এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবতা বা অলৌকিকতা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিষয় নহে। ইহা অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বের ইতিহাস—আত্মার অনন্ত মুক্তি ও পুণ্যের জয়ের ইতিহাস, সুতরাং সাধারণ বিচারবুদ্ধির নিক্তিতে ইহার পরিমাপ চলে না। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের মত সুইডেন-বাসীরাও যথেষ্ট কুসংস্কারপরায়ণ।

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে কথোপকথনেও স্থানে স্থানে অনুবাদে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

Mr Sojimkanta Das.

Mårbacka, Sunne July 2nd 1926.

Sir

I have read your letter about translation of my books into Bengali with great interest, and as I have no objection I can give you the p[illegible] to [illegible] all in your language.

My terms are that you send me two exemplars of every volume and some part of what you will earn by the [illegible]cation of your Bengali-version.

You can send me what you please.

Yours truly
Selma Lagerlöf



সেল্‌মা লাগর্‌লফ



প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত

সিস্টার ঈডিথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহার ক্ষুদ্র দেহখানিতে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, চারিদিকে দারিদ্র্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভীষণ ক্ষয়রোগের আক্রমণে বৎসর-কালের মধ্যেই তাহার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। সে এই দুর্দ্দান্ত দানবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে বসিয়াছে। তবু এই রোগাক্রান্ত শরীরে যতক্ষণ শক্তি ছিল, সে তাহার আরব্ধ কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। শরীর যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, তখন নিরুপায় হইয়া সে এক সাধারণ স্বাস্থ্যাগারে আশ্রয় লইয়াছিল। কয়েক মাসের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় কোনই ফল হয় নাই। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে সকল চিকিৎসার অতীত, তখন চিরপরিচিত মাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। শহরের বাহিরে মায়ের ক্ষুদ্র কুটীরের একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে তাহারই আপন শয্যায় শুইয়া সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ঘরেই তাহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, আজ বুঝি জীবনও অতিবাহিত হইতে চলিল।

শয্যাপার্শ্বে ব্যথিত ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া তাহার মা বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয়-নিংড়ানো যত্ন ও সেবা দিয়া মেয়েকে বাঁচাইয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি এত ব্যস্ত যে, কাঁদিবার অবসর পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। রোগিণীর সেবাকার্য্যে সহযোগিনী একজন সিস্টারও শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সপ্রেম দৃষ্টি রোগিণীর মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল;—অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিলেই তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করিয়া লইতেছিলেন। একটু দূরে একটি ভগ্ন জীর্ণ

চেয়ারে এক স্থূলকায় নারী উপবিষ্ট। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কণ্ঠদেশে সম্ভ্রান্ত পদবীসূচক একটি চিহ্ন অঙ্কিত। যে চেয়ারখানিতে তিনি বসিয়া আছেন, সেটি রোগিণীর পরম আদরের সামগ্রী এবং একমাত্র ওই বস্তু-টিকেই সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। মহিলাটিকে অন্য একটি আসনে বসিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সেই জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া যেন মুমূর্ষুর স্মৃতিকে সম্মান করিতেছিলেন।

সেটি একটি বিশেষ পর্ব্বদিন—নববর্ষের জন্ম-উৎসব। বাহিরে আকাশ ধূম্রাভ ও মেঘভারাক্রান্ত; গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মনে হইতেছিল, বাহিরে প্রকৃতি উদ্দাম—বাতাস তুষার-শীতল। কিন্তু বাহিরে আসিলেই মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণের প্রলেপ শরীর ও মন পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। সুকৃষ্ণ ধরণী-গাত্রে তুষারপাতের চিহ্নমাত্র নাই; কদাচিৎ দুই-এক কণা তুষার পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছে, যেন ঝঞ্ঝা ও তুষার প্রাচীন বৎসরকে উত্যক্ত না করিয়া আসন্ন বর্ষকে অভিনন্দন করিবার জন্য বলসঞ্চয় করিতেছে।

বাহিরের উদাস প্রকৃতির মত মানুষের মনেও কেমন একটা অবসাদ আসিয়াছে; কিছু করিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। রাস্তায় লোক-চলাচলের চিহ্ন নাই—ভিতরে লোকের হাতে যথেষ্ট অবকাশ।

মুমূর্ষুর ঘরের ঠিক সম্মুখের খোলা জমিতে একটি নূতন অট্টালিকার ভিত্তির জন্য খুঁটি পোঁতা হইতেছিল। সকালে গুটি-কয়েক মজুর আসিয়া খুঁটি-পোঁতার বিরাট যন্ত্রটিকে যথারীতি সশব্দে তুলিয়া ও ফেলিয়া অল্প-ক্ষণেই ক্লান্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

চারিদিক কেমন-একটা অবসন্নতার আবেশে মূর্চ্ছাপন্ন। মেয়ে ঝুড়ি লইয়া ছুটির দিনের হাট-বাজার করিয়া বহুক্ষণ বাড়ি ফিরিয়াছে পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ছেলেরা রাস্তায় খেলা ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরিবার লোভে বাড়ি আসিয়াছে, আর বাহিরে

হইতে পারে নাই। গাড়ির ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দূর শহরতলীর আস্তাবলে বিশ্রামের জন্য পাঠানো হইয়াছে। রৌদ্র যতই পড়িয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে সমস্তই কেমন যেন শান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই নীরব শান্তি এই গুমটের পক্ষে বেশ আরামপ্রদ মনে হইতেছে।

এতক্ষণ সকলেই নীরবে রোগীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। জানালার বাহিরে উদাসভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মা বলিলেন, "এমনই একটা ছুটির দিনে ঈডিথকে কোলে তুলে নিয়ে ভগবান ভালই করছেন। বাইরে সব গোলমাল থেমে আসছে। ঈডিথ পরম শান্তিতে যেতে পারবে।"

প্রাতঃকাল হইতেই রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু একেবারে অসাড় সংজ্ঞাশূন্য নহে। বৈকালের দিকে তাহার মুখের ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহার অন্তরে নিদারুণ দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে। নানা ভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কখনও কিছু দেখিয়া সে বিষম আশ্চর্য্য হইতেছিল; কখনও মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, মিনতিকাতর অথবা অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর, সম্প্রতি তাহার মুখে চরম বিরক্তি ও প্রত্যাখ্যানের ভাব সুস্পষ্ট। এই ভাবান্তরে রোগীর স্বাভাবিক কমনীয়তা না নষ্ট হইয়া তাহাকে এক অপরূপ উগ্র সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

ঈডিথের মুখের এই অস্বাভাবিক জ্যোতি ও উগ্রতা দেখিয়া সিস্টার মরী উপবিষ্টা মহিলাটির কানে কানে বলিলেন, "দেখুন ক্যাপ্টেন, সিস্টার ঈডিথকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক রাণীর মতন দীপ্তিময়ী!"

স্থূলকায়া মহিলাটি রোগিণীকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঈডিথের নম্র ও আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রীই বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন। এমন-কি, দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার সে সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই আজিকার এই পরিবর্ত্তনে তিনি এমনই আশ্চর্য্য হইলেন যে, পুনরায় আসনপরিগ্রহ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি যেন এক অধীর আবেগে রোগিণী বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক অবর্ণনীয় বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত। ওষ্ঠাধরে কম্পন ছিল না বটে, কিন্তু মনে হইতেছিল, যেন সে কাহাকেও অনুযোগ করিতেছে।

মহিলা দুইটিকে আশ্চর্য্য হইতে দেখিয়া ঈডিথের মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "অন্য দিনেও আমি ঈডিথের এই অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করেছি। ঠিক এই সময়েই না সে তার পতিতোদ্ধারের কাজে বের হ'ত!"

সিস্টার মেরী পাশের টেবিলের উপরকার ঘড়িটির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এই সময়েই সে হতভাগ্য পতিতদের পাড়ায় তাদের সাহায্য করতে যেত।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; তিনি রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। ঈডিথের আসন্নমৃত্যু তাঁহাকে এমনই ব্যথিত করিয়াছিল যে, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই কান্নায় তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল।

কন্যার একটি অসাড় হাত আপনার মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মা ধীরে ধীরে তাহাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বোধ করি এই হতভাগাদের নোংরা বস্তি পরিষ্কার ক'রে দিতে ও তাদের বদ্ অভ্যাস ছাড়াতে তাকে খুবই বেগ পেতে হ'ত। এমনধারা কঠিন কাজে লোকে যখন হাত দেয়, তখন তার ভাবনাও তার কাজকে সর্ব্বক্ষণ অনুসরণ ক'রে ফেরে। ঈডিথ বোধ হয় ভাবছে যে, ও সেই নোংরা পল্লীতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।" তাঁহার নিজের মুখও ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ক্যাপ্টেন শান্তভাবে বলিলেন, "যে কাজকে লোকে ভালবাসে, তার জন্যে এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

হঠাৎ তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, রোগিণীর নিশ্বাস অতি ঘন ঘন পড়িতেছে, ভ্রূ দ্রুত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে, কপালের রেখাগুলি

সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠ ঘৃণায় কম্পিত হইতেছে। বোধ হইল যেন সে এখনই চক্ষুরুন্মীলন করিবে ও তাহা দিয়া অগ্নিজ্বালা নির্গত হইবে।

স্থূলকায় মহিলাটি আবেগকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঈডিথকে ঠিক রোষদীপ্ত দেবীর মত দেখাচ্ছে।"

"ঈডিথের মন এখন বস্তির বীভৎসতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না জানি সেখানে কি দেখে সে এমন করছে!"—বলিয়া সিস্টার মেরী অন্য দুইটি নারীকে সরাইয়া দিয়া মুমূর্ষুর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঈডিথ, বোন, তুমি কেন ওদের জন্যে এত ভাবছ? তুমি তো চেষ্টার ক্রটি কর নি।"

এ কথায় যেন কাজ হইল। রোগিণীর মনের মেঘ ক্রমশ যেন কাটিয়া গেল; রোষদীপ্ত ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল। তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তা ও মাধুর্য্য ফিরিয়া আসিল।

সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। মেরীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার একটি ক্ষীণ হাত তাঁহার কাঁধে ফেলিয়া তাঁহাকে আরও কাছে টানিয়া লইল।

ঈডিথের মিনতিকাতর দৃষ্টি দেখিয়া সিস্টার মেরী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তাহার কপালে সস্নেহ করস্পর্শ করিয়া আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈডিথ, কেমন আছ?"

ঈডিথ অতি মৃদুস্বরে তাঁহার কানে কানে শুধু বলিল, "ডেভিড হল্‌ম্‌।"

ভুল শুনিয়াছেন ভাবিয়া সিস্টার মেরী মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

রোগিণী পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর আবার অতি কষ্টে থামিয়া থামিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "ডেভিড হল্‌ম্‌কে ডেকে দিতে বলুন না।"

সে সিস্টার মেরীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যখন বুঝিতে

পারিল যে, সিস্টার মেরী তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সে আশ্বাসে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; অন্তরের ঘাতপ্রতিঘাতে মুখে আবার সেই ভাবান্তর হইতে লাগিল। ক্রোধ ঘৃণা প্রভৃতির দ্বন্দ্বে তাহার আত্মা পীড়িত হইতে লাগিল।

কি যেন এক মানসিক আন্দোলনে সিস্টার মেরীর কান্না থামিয়া গেল; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্যাপ্টেনের সম্মুখে গিয়া তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "ঈডিথ ডেভিড হল্‌মের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ঈডিথ যেন সাংঘাতিক কিছু করিতে বলিতেছে, বিপুলকায় মহিলাটি বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

"ডেভিড হল্‌ম্! সে যে একেবারে অসম্ভব; মুমূর্ষু রোগীর কাছে ডেভিড হল্‌ম্‌কে তো কিছুতেই আসতে দেওয়া হতে পারে না।"

কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মা এতক্ষণ তাহার মুখের ভাববিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিচলিতা মহিলা দুইটির দিকে চাহিলেন।

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ঈডিথ ডেভিড হল্‌ম্‌কে ডাকতে বলছে। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না সেটা ঠিক হবে কি না!"

ঈডিথের মা তবুও কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডেভিড হল্‌ম্? কে সে?"

"সে এক হতভাগ্য জীব—তাকে শোধরাবার জন্যে ঈডিথ কি চেষ্টাটাই না করেছে! কিন্তু ভগবান তাকে সফলকাম করলেন না; তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।"

মেরী দ্বিধাজড়িতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যাপ্টেন, ভগবান বোধ করি এই শেষ মুহূর্ত্তে ঈডিথকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।"

রোগিণীর মা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "যতদিন আমার মেয়ে বেঁচে ছিল, ততদিন আপনারা তাকে নিয়ে যা খুশি করেছেন। আজ সে মরতে বসেছে—এখন আমাকে তার সম্বন্ধে কি করতে না-করতে হবে বিচার করতে দিন।"

ইহা শুনিয়া অপর দুইজনে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেরী রোগীর পায়ের দিকে বিছানার উপর বসিলেন; ক্যাপ্টেন সেই জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই-চারিটি কথামাত্র স্পষ্ট বোঝা গেল;—ঈডিথের আত্মা শান্তিতে বাহির হইয়া যাক—কর্ম্মজীবনের দুঃখ যন্ত্রণা ও চিন্তা দ্বারা এই মৃত্যুকালে যেন তাহা পীড়িত না হয়।

মেরী তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতেই তিনি চোখ খুলিলেন।

রোগিণীর আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বের মত কাতর ও বিনীত ভাব নাই; ক্রোধোজ্জ্বল উদ্দীপ্তমুখে যেন আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস।

মেরী ঈডিথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। ঈডিথ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "সিস্টার মেরী, ডেভিড হল্‌মকে কি ডাকতে পাঠান নি?"

খুব সম্ভব অপর দুইজনের ঈডিথকে যাহোক-কিছু বলিয়া শান্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মেরী ঈডিথের চোখে এমন-কিছু দেখিলেন, যাহাতে মিথ্যা প্রবোধবাক্য তাঁহার মুখে জোগাইল না। বলিলেন, "ঈডিথ, আমি তাকে যেমন ক'রে পারি ডেকে আনছি।" ঈডিথের মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাপ করুন, আমি জীবনে ঈডিথের কোনও কথাই ঠেলতে পারি নি, আজ তা কেমন ক'রে করব?"

ঈডিথ আশ্বস্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। মেরী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঘরে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মুমূর্ষু অতি কষ্টে

নিশ্বাস লইতেছে দেখিয়া মা বিছানার নিকটে সরিয়া বসিলেন, যেন কন্যাকে বক্ষপুটে নিবিড় করিয়া ধরিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

কিছুক্ষণ পরে ঈডিথ চোখ খুলিল; তাহার চোখে সেই অধীর চাঞ্চল্য। মেরীর আসন শূন্য দেখিয়া তাহার মুখভাব শান্ত হইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তখন তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে—ঘুমের ভাবটাও কাটিয়া গিয়াছে।

বাহিরে একটি দরজা খুলিবার শব্দ হইল। রোগী চকিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিঃশব্দে সেই ঘরের দরজা খুলিয়া সিস্টার মেরী ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন, দয়া ক'রে এখানে একবারে আসুন। আমি ঘরের ভিতর ঢুকব না। বাইরের হাওয়ায় আমার জামা কাপড় ভিজে গেছে। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।" রোগিণীর দিকে চোখ পড়িতেই দেখিলেন, সে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঈডিথ, আমি এখনও তাকে খুঁজে বের করতে পারি নি; তবে গুস্তাভাস্তনের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আর আমাদের দলের আরও দুজন যেমন ক'রে পারে ডেভিডকে খুঁজে আনবে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঈডিথের চক্ষু বুজিয়া আসিল; সে আবার সেই দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল। মেরী ঈডিথের এই তন্দ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঈডিথ বিকারের ঘোরে নিশ্চয়ই হল্‌ম্‌কে দেখতে পাচ্ছে। দেখছেন না, তার দৃষ্টি কেমন অভিমানক্ষুব্ধ! শান্তি, শান্তি—তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে চলিয়া গেলেন; ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সেই ঘরের মাঝখানে একটি নারী দাঁড়াইয়া ছিল। বয়স ত্রিশের বেশি হইবে না। রং ফ্যাকাশে ও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে; মাথার

চুল অধিকাংশ উঠিয়া গিয়াছে ; গায়ের চামড়া কুঞ্চিত ; বৃদ্ধাদের শরীরও এত ভাঙিয়া পড়ে না। তাহার পরিধেয় বস্ত্র এমনই জীর্ণ ও সামান্য যে, মনে হয় সে ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত ভিক্ষা পাইবার লোভে বাছিয়া বাছিয়া এই বস্ত্র পরিয়াছে।

ক্যাপ্টেন সভয়ে মেয়েটির দিকে চাহিলেন। তাহার জীর্ণ বেশ ও নষ্ট-স্বাস্থ্যই যে ভয়াবহ তাহা নহে ; মনে হইতেছিল যেন তাহার দেহ জমাট বাঁধিয়া পাষাণ হইয়া গিয়াছে—সজীবতার লেশমাত্র নাই। সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ; কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে জানে না। সম্ভবত সে প্রাণে নিদারুণ আঘাত পাইয়া সকল বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বদ্ধ উন্মাদ হইতে বুঝি আর বাকি নাই। মেরী বলিলেন, "ও ডেভিড হল্‌মের স্ত্রী। ডেভিড হল্‌মের বাড়িতে গিয়ে দেখি, সে নিরুদ্দেশ ; এই বেচারা মূঢ়ের মত ব'সে আছে। আমি যা জিজ্ঞেস করি কিছুই বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। ওকে সেখানে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আসতে প্রবৃত্তি হ'ল না।"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ডেভিড হল্‌মের স্ত্রী! আমি যেন ওকে আগে কোথায় দেখেছি। ওর কি হয়েছে? এমনধারা হ'ল কেন?"

হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া সিস্টার মেরী উত্তর করিলেন, "আজ কন? স্বামী দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত হ'লে যা হয় ওর তাই হয়েছে। সে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওর এই অবস্থা করেছে নিশ্চয়ই।"

ক্যাপ্টেন মেয়েটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চায় ; চোখের তারা স্থির, নিশ্চল। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ, মাঝে মাঝে একটা অন্তর্গূঢ় বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ক্যাপ্টেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "না জানি কি বিষম অত্যাচারে ওর এমন অবস্থা হয়েছে।"

মেরী বলিলেন, "কি জানি। ও আমার কোনও কথারই জবাব দিতে পারলে না, কেবল থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। শুনলাম ওর ছেলেরাও কোথায় গেছে; এমন কোনও লোক ছিল না যাকে জিজ্ঞেস ক'রে খবর কিছু জানতে পারি। হায়, ভগবান এমন দিনে কেন এর দুরবস্থা চোখে দেখালে! সিস্টার ঈডিথের আসন্ন অবস্থা; এই উন্মাদকে নিয়ে এখন করি কি!"

"সম্ভবত লোকটা একে মারধোর করেছে।"

"না, আরও সাংঘাতিক কিছু ঘ'টে থাকবে। আমি অনেক মেয়ে দেখেছি, যারা স্বামীর প্রহারে অভ্যস্ত, কিন্তু এমনটি ঘটতে দেখি নি। না, আরও ভয়ানক কিছু হবে। সিস্টার ঈডিথের মুখের ভাব দেখেও তাই মনে হচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "তাই ঠিক। এখন বুঝতে পারছি সিস্টার ঈডিথকে কিসে এত যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঈডিথ তোমাকে জোর ক'রে সেখানে পাঠালে, নইলে এই হতভাগিনীর কি দুর্দ্দশাই না হ'ত! ঈশ্বর ওর ওপর দয়া করছেন।"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন, ওকে নিয়ে এখন কি করব? আমার কথা বোঝে না বটে, কিন্তু ওর হাত ধরলেই আমার পিছু নিচ্ছে। ওর সমস্ত বোধশক্তি নষ্ট হতে বসেছে, ওকে জ্ঞান ফিরে দেওয়া যায় কি ক'রে? আমিও হতাশ হয়েছি। দেখুন, আপনি কিছু করতে পারেন কি না!"

স্থূলকায়া মহিলাটি পরম স্নেহে দুর্ভাগিনীর হাত ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন; সে কিছু বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না।

তাঁহার এই নিষ্ফল প্রয়াসের মধ্যে ঈডিথের মা ব্যস্তসমস্তভাবে দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ঈডিথ বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছে। আপনারা বরং ভিতরে আসুন।" উভয়েই অর্দ্ধোন্মাদ রমণীটির কথা

বিস্মিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঈডিথ ছটফট করিয়া শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিল; বোঝা যাইতেছিল তাহার যন্ত্রণা শারীরিক নহে, মানসিক। মেরী ও ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসনকে দেখিতে পাইয়া সে একটু শান্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ক্যাপ্টেন মেরীকে রোগিণীর কাছে থাকিতে বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় মুক্ত দ্বারপথে ডেভিড হল্মের স্ত্রী সেখানে প্রবেশ করিল।

সে ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার শরীর কাঁপিতেছিল—ভিতরের হাড়গুলিতে পর্য্যন্ত যেন কাঁপুনি ধরিয়াছে।

কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ; কিছু বুঝিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু ক্রমশ তাহার দৃষ্টি শান্ত হইয়া আসিল। সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে রোগীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

একটা কঠোর পৈশাচিক উগ্রতা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল; হাতের মুঠা খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিল। মেরী ও ক্যাপ্টেন সভয়ে ফাইয়া উঠিলেন—এই বুঝি সে ঈডিথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ঈডিথ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সেই ভীষণ অর্দ্ধোন্মাদ নারীকে সম্মুখে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া বসিল এবং দুর্দ্দমনীয় আবেগে সেই দুর্ভাগিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল এবং তাহার কপালে ওষ্ঠে ও গালে চুম্বন করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে তে লাগিল, "হায় দুর্ভাগিনী—হায় অভাগিনী!"

উন্মাদিনী প্রথমটা সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সহসা কি যেন ক অননুভূত আবেগে তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং হাঁটু গাড়িয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ঈডিথের ক মাথা রাখিল। তাহার চোখ হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

উভয়েই এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মেরী তাঁহার অশ্রুসিক্ত রুমালখানি দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "শুধু সিস্টার ঈডিথই এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সে চ'লে গেলে আমাদের গতি কি হবে ?"

ঈডিথের মায়ের এইসব উচ্ছ্বাস ভাল লাগিল না। তাঁহারা তাঁহার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া শান্ত হইলেন। ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ওর স্বামী ওকে নিয়ে যেতে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে। তা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। সিস্টার মেরী, তুমি ঈডিথের কাছে থাকো। আমি দেখি হল্মের স্ত্রীর কি ব্যবস্থা করতে পারি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নববর্ষের উদ্বোধন

সেই উৎসব-রজনীতে তিনটি লোক নগরের গির্জ্জার পাশে একটি ঝোপের ভিতর বসিয়া তাড়ি খাইতেছিল। রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিয়াছে; অন্ধকার নিবিড় হইয়াছে। গোটা কয়েক লেবুগাছ সেই ঝোপের উপর শাখা বিস্তার করিয়া স্থানটিকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। নীচের ঘাসগুলি শীতের প্রকোপে শুকাইয়া গিয়াছে। লেবুপাতার উপর শিশির জমিয়া সেই ক্ষীণ আলোকেও ঝকঝক করিতেছে। লোকগুলি সেই শীতের মধ্যেই বেশ আরাম করিয়া বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা তাড়িখানায় জমায়েত হইয়া বেশ একটুখানি মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার খানিক পরেই দোকান বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহারা নির্জ্জনে গির্জ্জার এই ঝোপের ভিতর আসিয়া বসিয়াছে। সেটি যে নববর্ষের পর্ব্বদিন, মদ খাইলেও সে জ্ঞানটুকু তাহাদের

ল। তাহারা রাত্রি বারোটা বাজিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। গির্জ্জার কাছাকাছি বসিলে নিশ্চয়ই গির্জ্জার ঘণ্টার আওয়াজ তাহারা শুনিতে পাইবে ও নববর্ষকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তিন জনে এক এক পাত্র করিয়া তাড়ি খাইবে।

তাহারা একেবারে অন্ধকারে ছিল না। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া পড়িতেছিল। ইহাদের মধ্যে দুই জনের বয়স হইয়াছে; কোমর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এই দুর্ভাগা জীব দুইটি শহরের বাহিরে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া ফেরে। আজ শহরে আসিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থে মদ খাইয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির বয়স ত্রিশের কিছু বেশি হইবে। অপর দুই জনের মত সেও কুৎসিত জীর্ণ বেশ পরিয়া আপনাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আসলে দীর্ঘকায় সুপুরুষ, তাহার শরীর সবল ও সুস্থ।

তাহাদের ভয় ছিল যে পুলিসে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে তাড়াইয়া দিবে; তাই তাহারা খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছিল। কমবয়স্ক লোকটি একাই বকিয়া যাইতেছিল। অন্য দুইজনে এমন গভীর মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতেছিল যে, বহুক্ষণ তাহারা মদের বোতল স্পর্শ করে নাই।

নানা রকমের হাসির গল্প বলিতে বলিতে সে হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল; যেন কোনও অপদেবতার কথা স্মরণ করিয়া সে ভয় পাইয়াছে। যেন তাহার গা ছমছম করিতে লাগিল; কিন্তু চোখের কোণে একটু দুষ্টামির হাসি। সে গম্ভীর ভাবে একটি নূতন গল্প শুরু করিল। 'আজ হঠাৎ আমার এক দোস্তের কথা মনে প'ড়ে গেল; সে আমার বহুদিনের প্রাণের বন্ধু। এই পরবের দিনে সে যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে যেত। সেদিন তার সারা বছরকার লাভ-লোকসান হিসেবনিকেশ খতিয়ে লোকসান দেখে যে সে গুম হয়ে পড়ত, তা নয়। সে কার

কাছ থেকে একটা ভয়ঙ্কর গ[illegible] ছিল আর তাই মনে ক'রে সেদিন তার সোয়াস্তি থাকত না। সেদিন তার ভাবটা হ'ত—কি জানি কি হয়! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত প্যাঁচার মত গুম হয়ে থাকত—কারু সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বলত না। অথচ অন্যদিন সে বেশ সাদাসিধে প্রাণ-খোলা ইয়ার লোক। কিন্তু এই পর্ব্বদিনে তাকে একটু ফুর্ত্তির জন্যে ঘরের বার করে কার সাধ্যি! এই তোমরা পুলিসের কর্ত্তাকে দেখলে যেমন জুজুবুড়িটি হয়ে পড়, সেই রকম সেও জুজু হয়ে ব'সে থাকত।

"তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ সে কিসের ভয়ে এমনটি করত! তার এই ভয়ের কথা সে কাউকেই বলত না; আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার তার কাছে থেকে কথাটা আদায় করেছিলাম। সে— না থাকগে বাপু, আজ রাত্রে আর সে কথা বলব না। জায়গাটা বড় ভাল নয়; এই গির্জ্জের আশেপাশে এই সব ঝোপঝাপের নীচেই তো আগে গোরস্থান ছিল। এখানে ওসব কথা বলা কি ভাল, তোমরা কি বল হে?"

অন্য লোক দুইটি নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বুক ঠুকিয়া বলিল, "আরে যাও, ওসব ভূত-টুতের আমরা তোয়াক্কা করি না। তুমি ব'লে যাও না।"

"আমি যার কথা বলছি, সে বেশ বড় ঘরের ছেলে। উপসালার কলেজে সে দস্তরমত লেখাপড়া শিখেছিল, আমাদের মত গো-মুখ্যু ছিল না। নতুন বছরের পর্ব্বদিনে সে এক ফোঁটাও মাল টানত না, পাছে পেটে কিছু পড়লে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে কারু সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায় আর বেঘোরে মার-টার খেয়ে সেই রাত্রেই সে মারা যায় এই ছিল তার ভয়। অন্যদিনে সে পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ত আর যমকে একটুও তোয়াক্কা করত না। কিন্তু এই দিনে—সর্ব্বনাশ! কিছুতেই এ-দিনে মরা হতে পারে না, কারণ আজ ঠিক রাত বারোটার সময় মরলেই তাকে যমের মড়াঠেলা গাড়ির কোচোয়ান হতে হবে যে— অবিশ্যি আমি তারই বিশ্বাসের কথা বলছি।"

অন্য দুইজন তাহার আর একটু কাছ ঘেঁষিয়া সভয়ে চুপি চুপি বলিয়া উঠিল, "যমের গাড়ি !"

দীর্ঘকায় লোকটি অন্য দুইজনের কৌতূহল আর ভয় জাগাইয়া মনে মনে বেশ একটু মজা অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, "থাক, আর বলব না, তোমরা ভয় পাচ্ছ দেখছি।"

দুইজনে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "না না, কিছু না, তুমি বল।"

"আমার এই দোস্তটির বিশ্বাস ছিল যে, ময়লা-ফেলা গাড়ির মত যমেরও একটা ভাঙা পুরনো গাড়ি আছে। সে গাড়িটার যা বর্ণনা করত, তাতে ঘোড়াসুদ্ধ গাড়িটি বেশ অদ্ভুত ব'লেই মনে হয়। সেটার অবস্থা নাকি এমনই হয়েছে যে, শহরের রাস্তায় তাকে বের করাই চলে না। কাদা আর ধুলোতে এমনি ঢাকা যে, কি দিয়ে তৈরি বোঝবার জো নেই। তার জোয়াল হল-হল করছে, চাকাগুলো খ'সে পড়ল ব'লে। চাকায় বাপের জন্মে কখনও তেল পড়ে নি। দুপাক ঘুরলেই এমন বিশ্রী আওয়াজ হয় যে, শুনলে মানুষ ক্ষেপে যায়। গাড়ির তলা প'চে ধ'সে গেছে। কোচবাক্সের অবস্থা সাংঘাতিক। গাড়িটাতে একটা একচোখো মান্ধাতার আমলের ঘোড়া জোতা আছে—সেটা শুকিয়ে শুধু হাড় কখানায় ঠেকেছে; বেতো শক্ত পা। ছোট ছেলের হামাগুড়ি দেওয়ার মত ক'রে বহু কষ্টে চলে। ঘোড়ার সাজে শ্যাওলা পড়েছে আর অর্দ্ধেক সাজ তো নেই-ই। কোনও রকমে দড়ি বেঁধে তাড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। লাগামটি সব চাইতে চমৎকার —আগাগোড়া খালি গিঁট; একেবারে কাজের বাইরে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া মদের পাত্রটি টানিয়া লইল ও তাহার শ্রোতাদের ভাবিবার একটু অবসর দিল।

"তোমরা ভাবছ এ গল্পকথা। হবেও বা। কিন্তু সে বেচারা এটা খুব বিশ্বাস-করত। হ্যাঁ, গাড়ির কোচোয়ানের কথা তো বললাম না।

সে সেই ভাঙা কোচবাক্সে কুঁজো হয়ে ব'সে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালায়। তার ঠোঁট কালো হয়ে গেছে, গালে কালশিরে পড়েছে, চোখ দুটো আয়নার মত জলজলে। একটা ভীষণ মিশকালো বাঁদুরে আলখাল্লা গায়ে; মাথায় একটা মুখঢাকা টুপি। হাতে ভোঁতা মরচে-ধরা কাস্তে। সাজটা এমন হ'লে কি হয়, লোকটি সাধারণ নয়—যমের দূত, দিন নেই রাত নেই কর্ত্তার হুকুম তামিল ক'রেই ফিরছে। যেমনই কারু মরবার সময় হ'ল, তাকে হাজির থাকতেই হবে, ক্যাঁচরকোঁচর শব্দে তার কানা ঘোড়া আর ফুটো গাড়ি চালিয়ে সেখানে তাকে যেতেই হবে।"

সে তাহার সঙ্গীদের মুখের অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিল; তাহারা সভয় মনোযোগে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল।

"তোমরা নিশ্চয় কোথাও না কোথাও যমের ছবি দেখে থাকবে—সব জায়গায়ই তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন, কিন্তু এঁর দূত চলেন গাড়িতে। কর্ত্তা বোধ করি বেছে বেছে বড় বড় লোকের বাড়ি হোমরাচোমরা লোকের তদারকে ফেরেন, আর এই বেচারীকে যত সব বস্তাপচা রদ্দি মাল কুড়িয়ে ফিরতে হয়। সব চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কোচোয়ান বরাবর একজন নয়; শোনা যায় সেই মান্ধাতার গাড়িখানা আর ঘোড়া ঠিক আছে বটে, কিন্তু গাড়োয়ান বদলি হয়। কে কোচোয়ান হবে তাও ঠিক করা আছে। বছরের শেষদিন ঠিক রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে মারা যাবে, তাকেই যমের গাড়ির গাড়োয়ান হতে হবে তার লাস সব্বাইকার মত পুঁতে ফেলা হয়, কিন্তু তার পাতলা শরীর সেই বাঁদুরে পোশাক প'রে, কাস্তে হাতে লাগাম ধ'রে গাড়িতে বসে, আর লোকের দরজায় দরজায় মড়া কুড়িয়ে ফেরে। ফের নতুন বছরের রাত বারোটায় কেউ ম'রে যতক্ষণ না তাকে রেহাই দিচ্ছে, ততক্ষণ তাকে এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়।"

তাহার গল্প শেষ হইল। সে গম্ভীর হইয়া তাহার সঙ্গীদের অবস্থা

উপভোগ করিতে লাগিল ; তাহারা জড়সড় হইয়া ভয়ে ভয়ে গির্জ্জার ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

সে বলিল, "বারোটা বাজতে এখনও এক কোয়াটার বাকি আছে। [illegible] এস ব'সে! এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ আমার সেই [illegible] ছিলেই যেন আজ রাত বারোটায় ম'রে এই [illegible]—এই ছিল তার ভয়। সম্ভবত আজকের [illegible] ভাবত—যেন সে যমের সেই গাড়ির কঁ্যাচকোঁচ [illegible] মজার কথা—সে নাকি গত বছর

মরেছে।

"শুনেছি সে এই পর্ব্বদিনেই মরেছে, তবে ঠিক সময়টা জানি না। আমি কিন্তু না জানলেও বলতে পারতাম সে এই দিনই মরবে। সব সময় মনগুম্‌রে 'এখন মরব না এখন মরব না' ভাবলে ওই [illegible] হবে। সাবধান, এ রোগে যেন তোমাদেরও না পেয়ে বসে, তা হ'লে তোমাদেরও ওই দুর্গতি হবে।"

শ্রোতা দুইজন একসঙ্গে দুইটি বোতল তুলিয়া লইয়া এক ঢোকে অনেকখানি মদ গিলিয়া ফেলিয়া অল্পক্ষণেই বিষম মাতাল হইয়া পড়িল। তাহারা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই লম্বা লোকটি তাহাদের হাত ধরিয়া বলিল, "আরে, যাও কোথায়? রাত বারোটা না বাজতেই বেরিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?" সে দেখিল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে—দুইজনেই বেশ একটু ভয় পাইয়াছে। একটু হাসিয়া সে বলিল, "তোমরা এই ঠাকুমার গল্পে বিশ্বাস করলে নাকি? আমার সে বন্ধু ছিল ভারী রোগা, আমাদের মত জোয়ান নয়। এস, এস, ব'সে প'ড়ে আর একপাত্র ক'রে খাওয়া যাক।" সে দুইজনকেই টানিয়া বসাইয়া

দিয়া বলিল, "এখন আরও খানিকটা ব'সে থাকাই সুবিধাজনক। এখানে এসে সমস্ত দিনের পর একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। নইলে যেখানে গেছি মুক্তি-ফৌজের চর ব্যাটারা তো আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। সিস্টার ঈডিথ না কে মরতে বসেছে, আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে! কেন রে বাপু? আমি তো 'যাব না' ব'লেও রেহাই পায় নি। এমন ফুর্ত্তির সময়টা মরো-মরো রোগীর কাছে কে ধর্ম্মকথা শুনতে পারে! তোমরাই বল।" অন্য দুই জনের বুদ্ধি তখন মদের ঘোরে ঘুলাইয়া উঠিয়াছে। ঈডিথের নাম শুনিবামাত্র তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গরিব-দুঃখীদের ভালর জন্যে শহরে তাঁরই না একটা আখড়া আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক সেই বটে। সমস্ত বছর ধ'রে মাগী আমার ওপর কি করুণাটাই না ঢালছে! আশা করি সে তোমাদের বিশেষ বন্ধু নয়। তা হ'লে তার মরার খবরে তোমাদের খুব কষ্ট হবে হয়তো।"

খুব সম্ভব হতভাগ্য দুইজন ঈডিথের কোনও দয়ার কথা মনে রাখিয়াছিল। তাহারা জোর দিয়া বলিতে লাগিল যে, যদি সিস্টার ঈডিথ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে চান, সে যে কেহই হউক না কেন, তাঁহার কাছে তাহার অবিলম্বে যাওয়া উচিত।

"বটে, তোমাদেরও এই মত নাকি? আচ্ছা, আমি যাব, যদি তোমরা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তার কি পরমার্থটা লাভ হবে।"

লোক দুইটি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বার বার তাহাকে ঈডিথের নিকট যাইতে বলিল, সেও হাসিয়া তাহাদের কথা উড়াইয়া দিল এবং শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কদর্য্য গালি দিতে লাগিল। মাতাল দুইজনেও ততক্ষণে রাগিয়া আগুন হইয়াছে। তাহারা বলিল, সে নিজে হইতে এখনই সেখানে না গেলে তাহারা তাহাকে শিক্ষা দিবে। তাহারা আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

দীর্ঘকায় লোকটির বিশ্বাস ছিল, সে শহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তাহাদের ক্রোধ সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে লাগিল, বরং বেচারীদের উপর তাহার করুণা হইল। সে বলিল, "তোমরা এভাবে যদি ব্যাপারটার মীমাংসা করতে চাও, বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু মশাইরা, ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয় না কি? বিশেষ ক'রে এখনই যে গল্পটা শুনলে সেটার কথাও তো ভেবে দেখা উচিত। কিছু তো বলা যায় না।"

কিন্তু মাতাল তুইজনের তখন বিচারের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। তাহারা কেন মারামারি করিতে যাইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পাশব প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে—এখন তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব। প্রতিপক্ষের অসুর-শক্তির কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মুষ্টি দৃঢ় করিয়া তাহাদের সঙ্গীকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আক্রান্ত লোকটি ব্যস্ত না হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া বসিয়াই তাহাদের আঘাত প্রতিরোধ করিতে লাগিল—আত্মশক্তিতে তাহার এতই বিশ্বাস! তাহারা তাহার নিকট যেন এক জোড়া কুকুরছানা। কিন্তু তাহারাও নিরস্ত হইল না; কুকুরছানার মতই গোঁ ধরিয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে একজন অতর্কিতে উপবিষ্ট লোকটির বুকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। পরক্ষণেই তাহার চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল; মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন তপ্ত রক্তস্রোত বুক হইতে মুখে উঠিতেছে—বুঝি তাহার ফুস্‌ফুস ফাটিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে মূর্চ্ছাহতের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল; তাহার মুখ দিয়া অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

বেচারার তুর্ভাগ্য; তাহার অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইল যখন সম্বিত পাইয়া সে দেখিল, মাতাল তুইজন রক্ত দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া তাহাকে

একদম খুন করিয়াছে ভাবিয়া পলায়ন করিয়াছে, সে একাকী সেখানে পড়িয়া আছে। রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু নড়িলে চড়িলেই আবার তাহা দেখা দিতেছে।

সে রাত্রে বিশেষ শীত ছিল না, কিন্তু সেই ভিজা মাটিতে পড়িয়া থাকিয়া তাহার কেমন শীত-শীত করিতে লাগিল; হাত পা যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। তাহার ভয় হইল যদি কেহ সেদিকে আসিয়া তাহাকে সাহায্য না করে তবে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ সে শহরের একেবারে বুকের উপরে বসিয়া। উৎসব উপলক্ষ্যে দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে; তাহাদের পায়ের শব্দ তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে; তাহাদের হাস্য কৌতুকালাপ সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে। কিন্তু কেহ নিকটে আসিল না। হায়, সাহায্য এত কাছে থাকা সত্ত্বেও কি তাহাকে এমন ভাবে মরিতে হইবে! সেই ভয়াবহ অসহ্য চিন্তায় সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সে পরম আগ্রহে সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শীতের প্রকোপ ক্রমশ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এই দুর্ব্বল শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা বৃথা। সে প্রাণপণে বলসঞ্চয় করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপরে গির্জ্জার ঘড়িটি ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল—সে যেন মৃত্যুর আহ্বান। সে শিহরিয়া স্তব্ধ হইল।

সেই বিরাট ধাতুযন্ত্রের শব্দে তাহার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল, কেহই সাহায্য করিতে আসিল না। আবার শোণিতস্রাব শুরু হইল। যদি অবিলম্বে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে না আসে, তাহা হইলে বুঝি তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত এই ভাবে নিঃশেষিত হইবে।

সে ভাবিল, না, না, এ কখনই হইতে পারে না; এই বারোটার ঘণ্টা

বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে! অথচ তাহার দুর্ব্বল চিত্তে কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল সে বুঝি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত হইয়া আসিয়াছে।

সে হতাশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ঘড়ির শেষ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইল। বাহিরে তখন নূতন বৎসরকে অভিনন্দন করিবার জন্য আনন্দ ও কোলাহলের বান ডাকিয়াছে!



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-যান

গির্জ্জাচূড়ার ঘড়িটি বারো বার ঢং ঢং শব্দে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে না তুলিতেই আর একটি তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ শ্রুত হইল; তাহা যেন আকাশকে চিরিয়া ফেলিতেছিল।

শব্দটি ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল; অল্প একটু অবকাশের পর দ্বিগুণ তীব্র হইয়া কানে বাজিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন গাড়ির তৈল-হীন চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ; এত তীব্র ও এমন বীভৎস যে মনে হইতে-ছিল, এখনই গাড়িখানি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। ঠিক যেন ব্যথিতের তীব্র আর্ত্তনাদ। এ শব্দ কল্পনাতীত ব্যথা ও অনাগত যন্ত্রণার আশঙ্কা মনে জাগাইয়া দেয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই বিজাতীয় শব্দ সকলের কানে পৌঁছিল না; পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়া নূতন বৎসরকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যাহারা পথে-ঘাটে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কেহ এই শব্দ শুনিল না। যে আনন্দোন্মত্ত যুবকেরা পথে পথে, বাজারের ধারে কিংবা গির্জ্জার প্রাঙ্গণে কোলাহল করিয়া পরস্পরকে নূতন বৎসরের শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছিল,

এই শব্দ শুনিতে পাইলে তাহাদের আনন্দ-কলোচ্ছ্বাস বিষাদ-সম্ভাষণে পরিণত হইত ; নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনের সমূহ বিপদাশঙ্কায় তাহারা শিহরিয়া উঠিত।

গির্জ্জামণ্ডপে যে ধর্ম্মধ্বজীদল 'অহোরাত্রে' মাতিয়াছিল, ও এইমাত্র যাহারা ভগবানের প্রশংসায় ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নববর্ষের বন্দনা-গান আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা এই শব্দ শুনিতে পাইলে সভয়ে স্তব্ধ হইত ও ইহাকে নরকবাসীদের বীভৎস আর্ত্তনাদ ও ক্রূর পরিহাস মনে করিয়া চমকিয়া উঠিত।

নগরের আনন্দ-সম্মিলনে মদের পাত্র-হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া যে বক্তা নব বৎসরের উদ্বোধনে হর্ষধ্বনি করিয়া পাত্র ওষ্ঠে তুলিতেছিলেন, এই কদর্য্য শ্মশানধ্বনি কর্ণগোচর হইলে স্তব্ধ হইয়া তিনি সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিফলতা ও ভবিষ্যতের ভগ্নোদ্যমের চিত্র স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন ; গৃহে বসিয়া যাহারা নীরবে নববর্ষকে অভিনন্দিত করিয়া পুরাতন বৎসরের ন্যায়-অন্যায়-বিফলতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে-ছিল, তাহারা নিজেদের অসহায় অবস্থা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া বিদীর্ণ বক্ষে গভীর হতাশা অনুভব করিত।

সৌভাগ্যের বিষয় সেই শব্দ মাত্র একটি প্রাণীর কর্ণগোচর হইল ; বিবেকদংশন ও আত্মগ্লানিতে পীড়িত হইবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রচুর শোণিতক্ষয়ে লোকটি মৃতের মত পড়িয়া ছিল ও সজ্ঞানে আসিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। সহসা সে অনুভব করিল যেন কেহ তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে—যেন কোনও নিশাচর পাখী কিংবা ওই ধরনের কিছু তাহার মাথার উপরে উড়িয়া উড়িয়া চীৎকার করিতেছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—হয়তো ইহা স্বপ্নও হইতে পারে।

অল্পপরেই সে বুঝিতে পারিল সেই চীৎকার কোনও পাখীর নহে ;

তবে নিশ্চয়ই সেই যমের গাড়ি! ইহারই কথা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে ভিক্ষুক দুইজনের নিকট গল্প করিয়াছে। গাড়িটি খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহার চাকায় বীভৎস ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হইতেছিল। ডেভিডের ঘুম চটিয়া গেল।

অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় সে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিল—খুব সম্ভব তাহার নিজের গল্পই তাহার মনের মধ্যে স্বপ্ন হইয়া দেখা দিতেছে; যমের গাড়ি-টাড়ি নয়। সে নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই শব্দ! গাড়িখানি যে তাহার দিকেই আসিতেছে! তাহার বিশ্রামের আশা দূর হইল। এইবার তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, —বাস্তবিক গাড়ির শব্দই বটে—স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নহে। সেই শব্দ থামিবে বলিয়া বোধ হইতেছিল না, ডেভিড উঠিয়া বসা ছাড়া গত্যন্তর দেখিল না।

সে লক্ষ্য করিল, ঠিক সেই স্থানেই সেই লেবুগাছের তলায় সে পড়িয়া আছে। কেহ তাহার সাহায্য করিতে আসে নাই। যেমন ছিল সবই ঠিক তেমনই আছে; শুধু থাকিয়া থাকিয়া সেই বীভৎস আওয়াজ আসিতেছে। সম্ভবত শব্দটি বহুদূর হইতে আসিতেছিল। ডেভিড বুঝিতে পারিল এই সর্ব্বনাশা শব্দই তাহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

তাহার প্রথমে সন্দেহ হইল, বুঝি বা সে বহুক্ষণ অচৈতন্য ছিল; তাহার পরই বুঝিতে পারিল যে, রাত্রি বারোটার পর খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয় নাই; লোকেরা এখনও দল বাঁধিয়া চলাফেরা করিতেছে, এই মাত্র সে তাহাদিগকে পরস্পর নব বৎসরের শুভকামনা জ্ঞাপন করিতে শুনিয়াছে।

আবার সেই কর্কশ শব্দ! ডেভিড জোর আওয়াজ একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না। সে সেখান হইতে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া সেই শব্দের হাত এড়াইতে মনস্থ করিল,—চেষ্টা করিয়া দেখাই যাক না। ঘুমভাঙার

পর হইতেই সে নিজেকে বেশ সুস্থ মনে করিতেছিল। বুকের ভিতরে ক্ষতের মুখ সম্ভবত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহার শ্রান্তি কাটিয়া গিয়াছে। কন্‌কনে শীতের ভাবও আর নাই। সাধারণ সুস্থ লোকের মত দেহের অস্তিত্ব সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে তাহার ভারী হাল্কা মনে হইতেছিল।

সে একপাশ ফিরিয়া পড়িয়া ছিল; রক্তস্রাব আরম্ভ হইতেই এই ভাবে মাটিতে পড়িয়া যায়। সে প্রথমে পাশ ফিরিয়া চিত হইয়া শুইয়া নড়াচড়া করাটা বর্ত্তমান অবস্থায় ঠিক হইবে কি না পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! নিজেকে একটু তুলিয়া পাশ ফিরিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল; একটুও নড়িল না, তাহা যেন জড় পাষাণে পরিণত হইয়াছে।

হয়তো বা ঠাণ্ডায় পড়িয়া থাকিয়া তাহার শরীর বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? তাহা হইলে সে বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? এবং বাঁচিয়া যে আছে তাহাতে তাহার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সে সব কিছু দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছে। তা ছাড়া সে রাত্রে এমন কিছু বেশি শীত ছিল না; মাথার উপরের গাছের পাতা হইতে টুপটাপ করিয়া শিশিরবিন্দু গলিয়া পড়িতেছে।

যতক্ষণ অবাক হইয়া সে এই অদ্ভুত পক্ষাঘাতের কথা ভাবিতেছিল, ততক্ষণ সেই বীভৎস শব্দের কথা তাহার মনে ছিল না।

আবার তাহা কানে আসিল।

সে ভাবিল, "দূর ছাই, এই সঙ্গীতসুধা থেকে আত্মরক্ষা করার কোনও উপায়ই নেই দেখছি—সহ্য করতেই হবে।"

অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সুস্থ শরীরে 'বহালতবিয়তে' ঘুরিয়াছে ফিরিয়াছে, নির্ব্বিবাদে এমন জড়ের মত সে পড়িয়া থাকিতে পারে না।

া একটু নড়িবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু একটি আঙুল, এমন কি খের পাতা পর্য্যন্ত নড়ানো তাহার সাধ্যাতীত বোধ হইল। আগে কেমন রিয়া হাত পা নাড়িত ভাবিয়া সে অবাক হইল। সে অপূর্ব্ব কৌশলটি যমন করিয়াই হউক সে ভুলিয়া গিয়াছে।

শব্দ ক্রমশ কাছে আসিতে লাগিল। সে অনুভব করিল তাহা লং ীট দিয়া বাজারের দিকে আসিতেছে। গাড়িখানির যে জীর্ণ দশা, সে বষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন শুধু চাকার ক্যাঁচকোঁচ নয়, কাঠের ঠামোটির ঘটঘট শব্দও শোনা যাইতেছে; কাঠের রাস্তায় ঘোড়ার পিছলাইবার শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাইতেছে; যমের গাড়িখানির ও বুঝি ইহা অপেক্ষা কদর্য্য হইবে না। যমের গাড়ির কথা মনে ইতেই বন্ধু জর্জের ভয়ের কথা মনে পড়িল।

ডেভিড ভাবিল, "একটা পুলিসও আসে না ছাই! তাদের ওপর ামার খুব ভালবাসা নেই বটে, কিন্তু বাবাজীদের কেউ এসে যদি ই বিশ্রী শব্দটা বন্ধ ক'রে দেয়, তবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি।"

নিজের মনের জোরের উপর ডেভিডের খুব আস্থা ছিল, কিন্তু তাহার হইতে লাগিল, আজিকার রাত্রির ঘটনায়, বিশেষ করিয়া এই জঘন্য ব্দে, তাহার সমস্ত শক্তি ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় হাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া যদি কেহ মৃতদেহ-সন্দেহে তাহাকে ারস্থানে লইয়া গিয়া কবর দিয়া ফেলে! সে ভয়ে শিহরিয়া ল।

বাপ রে! তাহার দেহের চারিপাশে লোকে হা-হুতাশ করিবে, মন্ত্রতন্ত্র ঠ করিবে আর সে সজ্ঞানে তাহাই শুনিবে! এই চাকার আওয়াজের পেক্ষা তাহা বেশি মিষ্ট শুনাইবে না।

হঠাৎ তাহার সিস্টার ঈডিথের কথা মনে পড়িল। তাহার বিন্দুমাত্র াত্মগ্লানি হইল না, ঈডিথের উপর ভীষণ রাগ হইতে লাগিল; সেই

বেটাই তো তাহার এই দুরবস্থার কারণ; তাহারই জন্য তো তাহাকে এই ভাবে জব্দ হইতে হইতেছে।

আবার সেই বাতাস-চেরা কর্কশ শব্দ! তাহার কানে তালা লাগিয়া গেল। এই হতাশ অবস্থায়, জীবনে অন্যের প্রতি সে যত অন্যায় করিয়াছে তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করিল না। অন্যে তাহার প্রতি যত অন্যায় করিয়াছে সেই কথাই মনে করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন তিক্ততায় ভরিয়া গেল। সে মিনিটখানেক স্তব্ধ হইয়া মনোযোগসহকারে সেই শব্দ শুনিতে লাগিল! না, নিশ্চয়ই সে মরে নাই; গাড়িখানি লং স্ট্রীট ছাড়িয়া বাজারের দিকে তো যায় নাই; শান-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হইতেছে না; খোয়া-বিছানো রাস্তার উপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসিতেছে। তাই তো, তাহার দিকেই গাড়িখানি আসিতেছে—এই ঝোপের পথেই তাহা প্রবেশ করিল।

সাহায্য পাইবার আশায় খুশি হইয়া সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ পূর্ব্ববৎ অচল। শুধু তাহার চিন্তারই গতিশক্তি আছে, দেহ অসাড়। সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে সেই কালজীর্ণ গাড়িখানি নিকটে আসিতেছে। তৈলহীন চাকার কান্না, কাঠামোর কাঠগুলির আর্ত্তনাদ, ঘোড়ার সাজের খটখট ঝনঝন শব্দ, সমস্ত মিলিয়া গাড়িখানির এমন দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল যে, মনে হইল বুঝিবা তাহার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে।

গাড়িখানির গতি মৃদু। গাড়িটি তাহার নিকটে আসিতে আসলে যতখানি সময় লাগিল একা পড়িয়া থাকার দরুন মানসিক অসহিষ্ণুতায় ডেভিডের কাছে সময়টা তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না এই পর্ব্বদিনে গির্জ্জার ভিতরের

।কটা ঝোপের ধারে গাড়ি চালাইয়া আনার কি কারণ ঘটিতে পারে। কাচোয়ান নিশ্চয়ই মাতাল হইয়া থাকিবে, না হইলে এই বে-পথে সে ড়ি হাঁকাইত না। হায় হায়, মাতালের কাছে তো সাহায্যের প্রত্যাশা াই

সে নিজেকে নিজেই আশ্বস্ত করিতে লাগিল, "সম্ভবত এই চাকার কান্না শুনেই আমি এমন হতাশ হয়ে পড়ছি; গাড়িটা এদিকেই আসছে; সাহায্যও পাওয়া যাবে নিশ্চয়।"

গাড়িখানি তাহার কয়েক গজের মধ্যে আসিয়া পড়িল; চাকার শব্দে আবার তাহার মন খারাপ হইতে লাগিল, "আজ অদৃষ্টটা দেখছি ভারী খারাপ, গাড়িটা যেমন ভাবে আসছে—আমাকে দেখছি মাড়িয়েই যাবে, সেটা খুব সুখের হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

পরমুহূর্তে গাড়িখানি দৃষ্টিগোচর হইল—ভয়ে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল।

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মত তাহার চোখের তারাও নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—ঠিক সামনের জিনিস ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। গাড়িখানি পাশের দিক হইতে আসিতেছিল। প্রথমে তাহার একটিধার মাত্র দেখা গেল—একটি অতিবৃদ্ধ ঘোড়ার মুখ—কপালের চুলগুলি কটা হইয়া গিয়াছে; এক চোখ কাণা; তারপর দেখা গেল শুকনো নলার মত একখানি পা—গিঁঠের উপর গিঁঠ দেওয়া একটা লাগাম—অদ্ভুত জোড়াতাড়া দেওয়া ঘোড়ার সাজ!

ক্রমে ঘোড়াসমেত সমস্ত গাড়িখানি নজরে পড়িল; সেটিতে আর কোন পদার্থ নাই—চাকাগুলি ঢল-ঢল করিতেছে, ঠিক সাধারণ ময়লা-ফেলা গাড়ির মত। এত পুরানো ও জীর্ণ যে কোন ভদ্রলোক সেটিকে কাজে লাগাইতে পারে না।

কোচবাক্সে গাড়োয়ান বসিয়া ছিল। কিছুক্ষণ আগে সে নিজে

চালকের যে বর্ণনা দিয়াছে, মানুষটা হুবহু তাই ; গাড়িখানিও তাহার বর্ণনামাফিক। গাড়োয়ানের হাতে আপাদমস্তক গ্রন্থিবিশিষ্ট সেই লাগাম, মাথায় সেই বাঁদরে-টুপি। সে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে ; নিদারুণ ক্লান্তিতে মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অপর্য্যাপ্ত বিশ্রামেও তাহার বিশেষ কিছু উপকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পরই একবার তাহার মনে হইয়াছিল নির্ব্বাপিত দীপ-শিখার মত তাহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়াছে। এখন সে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা দেহের মধ্যে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে বলিয়া মনে হইতেছে না ; নাড়াচাড়া খাইয়া সব উলটপালট হইয়া গিয়াছে। মনের এমন অবস্থায় অদ্ভুত অলৌকিক কিছু দেখা বিচিত্র নয়—ডেভিডও এই ধরনের কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। তবে এই দুর্ব্বলতাকে বেশিক্ষণ সে আমল দেয় নাই। এখন নিজের বর্ণিত অপদেবতাকে স্বচক্ষে দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল, "আরে, আমি কি ক্ষেপে গেলুম নাকি ? দেখছি আমার শরীরটাই শুধু অসাড় হয় নি—মনের অবস্থাও তো ভাল নয় !"

চালকের মুখখানি তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেই ভয়ে সে আঁতকাইয়া উঠিল। ঠিক তাহার সামনে আসিয়া ঘোড়াটি থামিয়াছে। গাড়োয়ান যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। শীর্ণ হাত দিয়া মুখের আবরণ সরাইয়া সে কিসের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। চোখাচোখি হইতেই ডেভিড তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সে মনে মনে বলিল, "আরে, এ যে দেখছি জর্জ—সাজপোশাক অদ্ভুত হ'লেও—জর্জই বটে! আশ্চর্য্য—লোকটা আসছে কোত্থেকে ? বছর খানেকের ওপর ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বিদেশ ভ্রমণ ক'রে ফিরছে হয়তো! আমার মত স্ত্রী পুত্র পরিবার দিয়ে তো আর ওকে

বেঁধে রাখা হয় নি ; ওরা স্বাধীন লোক। উত্তর-মেরু থেকেই বেড়িয়ে ফিরছে বোধ করি ; দারুণ শীতে খুব শুকনো আর ফ্যাকাশে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

ডেভিড গভীর মনোযোগের সহিত জর্জকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার মুখে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাব ছিল। কিন্তু, এ তাহার দোস্ত জর্জ না হইয়াই যায় না! সেই বাঁধাকপির মত মাথা, খাঁড়ার মত নাক, সেই বিপুল গোঁফ! কিন্তু লোকটার মুখে এমন একটা জাঁদ্‌রেলী ভাব আছে যে, 'দোস্ত' বলিয়া ইহাকে সম্বোধন করিতেও ভয় হয়।

সহসা তাহার মনে হইল, পাগলের মত সে ভাবিতেছে কি? সে কি শোনে নাই, গত বৎসর ঠিক নববর্ষের পর্ব্বদিনে স্টকহল্‌মের হাসপাতালে জর্জ মারা পড়িয়াছে ; এই গাড়োয়ানটিও জর্জ ছাড়া কেহ নয় ; জীবনে জর্জকে চিনিতে এই প্রথম গোলমাল ঠেকিতেছে। আচ্ছা দেখাই যাক, লোকটা তো উঠিয়া দাঁড়াইল। না, আর কেহই নয়, সেই শীর্ণ ক্ষীণ শরীর, সেই মাথা, ওই সে কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া মাটিতে নামিল ; সেই শতছিদ্র পুরাতন আলখাল্লা—একেবারে গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা ; গলায় সেই আগের মত লাল রুমাল জড়ানো। ভিতরে শার্ট কিংবা ওয়েস্ট-কোট আছে বলিয়াও বোধ হইতেছে না ; এ একেবারে নির্ঘাত জর্জ।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডেভিড খুশি হইয়া উঠিল, যদি তাহার হাসিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার অদ্ভুতত্বে সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিত।

সে ভাবিল, "একবার এই ব্যারামটা থেকে সেরে উঠি, বাছাধনের এই রসিকতা করার মজাটা টের পাইয়ে দেব। বাপ রে, ওর লাখটাকার গাড়িখানার শব্দে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিল আর কি! ব্যাটা যেন গাড়ির তলায় ডিনামাইট নিয়ে বেরিয়েছে! ওই হতভাগা ছাড়া আর

কার এমন একখানি পক্ষীরাজের পেছনে অমন নবাবী গাড়ি জুতে রাতদুপুরে গির্জ্জার হাতায় হাওয়া খেতে আসার অদ্ভুত খেয়াল হ'ত না। ওকে কাবু করার সুবিধা কখনও পাই নি বটে, তবে এবার একবার দেখে নেব ; লোকটা কিন্তু ভারী চালাক।"

জর্জ ডেভিডের কাছে আসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল ; তাহার চেহারায় একটা কঠোর উগ্র ভাব। বোধ হইল যেন সে ডেভিডকে চিনিতে পারে নাই।

ডেভিড ভাবিল, "কিন্তু দুটো ব্যাপারে ভারী খট্‌কা লাগছে যে! লোকটা টের পেলে কি ক'রে যে আমি আমার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে এই জায়গাটাতেই ফুর্ত্তি করতে এসেছিলুম। আর যে যমের গাড়ির কোচোয়ানের গল্প শুনে নিজে অত ভয় পেত, সেই আবার ভূতের মত সাজপোশাক প'রেই এসেছে কেন?"

জর্জ ডেভিডের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি অদ্ভুত। ডেভিড ভাবিল, "বাছাধন যখন দেখবেন যে আমাকে চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তখন নিজের রসিকতার চেষ্টায় খুশি হবেন না নিশ্চয়ই।"

কাস্তেখানিতে ভর দিয়া জর্জ তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল ও সহসা যেন বন্ধুকে চিনিতে পারিল। সে আরও নত হইয়া মাথার আবরণটি সরাইয়া ফেলিয়া বিশেষ করিয়া ডেভিডকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই সে ব্যথিত আর্ত্তনাদের সহিত বলিয়া উঠিল, "হায় হায়, এ যে দেখছি ডেভিড হল্‌ম্! ও বেচারা যেন কখনও এই দুর্দ্দশায় না পড়ে, এইটেই আমি যে নিরন্তর কামনা করতুম।"

সে কাস্তেখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বন্ধুর পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর আবেগ ও বেদনা-কম্পিত স্বরে বলিল, "ডেভিড, এ কি

সত্যিই তুমি! সমস্ত গত বছরটা তোমাকে মাত্র একটি কথা বলবার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছি; কিন্তু তার সুবিধা হয় নি; এখন দেখছি বড্ড দেরি হয়ে গেল! একবার মাত্র আমি তোমার দেখা পেয়েছিলুম; কিন্তু তুমি আমাকে এড়িয়ে গিয়েছিলে। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে, তোমাকে সাবধান করার সময় উতরে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে; এবার তোমার বন্দীজীবন শুরু হবে।"

ডেভিড অবাক হইয়া জর্জের কথা শুনিতে লাগিল। "লোকটা ব'লে কি! ও যেন ভূত হয়ে কথা বলছে। ওই বা কখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে—আমিই বা কখন ওকে এড়িয়ে গেলুম!" সহসা সে এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইল যে, জর্জ নিজের ভূমিকায় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটার কেরামতি আছে।

আবেগকম্পিত স্বরে জর্জ বলিতে লাগিল, "আমি জানি ডেভিড যে, আমারই দোষে আজ তোমার এই দুর্দ্দশা। যদি কখনও আমার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হ'ত, তা হ'লে তুমি ভদ্র সাধু-জীবন যাপন করতে পারতে। তুমি ও তোমার স্ত্রী পরিশ্রম ক'রে কালে ধনীও হতে পারতে। তোমাদের দুজনেরই অল্প বয়স, শক্তি ও বুদ্ধি ছিল, তোমাদের উন্নতির কিছু বাধা ছিল না। ডেভিড, তুমি বিশ্বাস কর, যে গত বছর এমন একটি দিনও আমার কাটে নি যে দিন আমি গভীর অনুতাপের সঙ্গে তোমার কথা মনে না করেছি। আমার খালি মনে পড়ত যে, আমিই তোমাকে সৎপথ থেকে ভুলিয়ে বিপথে টেনে এনেছি। আমার কুৎসিত অভ্যাসগুলো তোমাকে শিখিয়েছি।"

তারপর ডেভিডের মুখে হাত বুলাইয়া জর্জ বলিল, "হায় বন্ধু, আমার ভয় হচ্ছে পাপের পথে তুমি আমার চাইতেও বেশি এগিয়ে গিয়েছিলে; তোমার মুখের শীর্ণতা ও কালিমা তারই সাক্ষী দিচ্ছে।"

রসিকতা হইতেছে ভাবিয়া এতক্ষণ ডেভিড নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু

ক্রমশ তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। সে বিরক্ত হইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল, "ঢের হয়েছে জর্জ, তোমার গাড়োয়ানী ইয়ারকি একটু রাখ দেখি বাপু। শিগগির ছুটে গিয়ে আর কাউকে ডেকে এনে তোমার গাড়িতে তুলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল।"

জর্জ বলিল, "ডেভিড, তুমি কি বুঝতে পারছ না সমস্ত বছরটা আমার কি পেশা ছিল; কি ধরনের গাড়ি আর ঘোড়ায় চেপে আমি এখানে এসেছি তা টের পাও নি কি? হায় বন্ধু, তোমাকেই এর পর কাস্তে আর লাগাম ধ'রে গাড়ী হাঁকাতে হবে। ডেভিড, বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে তোমাকে এই দুরবস্থায় ফেল্‌ছি না। গত বছর থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার কোনো স্বাধীনতা নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে তোমার কাছে আজ আমায় আস্‌তেই হ'ত, নিজে যে শাস্তি আমি পেয়েছি তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার উপায় থাক্‌লে আমি নিশ্চয়ই বাঁচাতুম!"

ডেভিড্ ঠিক করিল—জর্জের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, নতুবা এমন বক্তৃতায় সময় না কাটাইয়া সে তাহার মরণাপন্ন বন্ধুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত।

জর্জ ডেভিডের দিকে চাহিয়া দুঃখিত মনে বলিল, "ডেভিড হাঁসপাতালে যাবার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমি যখন কোনো রোগীর পাশে হাজির হই তখন অন্য ডাক্তার ডাকার সময় পার হয়ে গেছে।"

হল্‌ম্ ভাবিল, "আজ দেখছি সমস্ত ভূতপ্রেতগুলো ছাড়া পেয়ে চারদিকে তাণ্ডব নাচ্‌তে সুরু করেছে; নইলে, এমন একটা লোক কাছে এল যে আমার কিছু উপকার কর্‌তে পার্‌ত, অথচ পাগলামী ক'রেই হোক আর সয়তানী ক'রেই হোক কিছু চেষ্টাই সে কর্‌ছে না কেন? আমি মরি কি বাঁচি তাতে যেন ওর কিছু যায় আসে না।"

জর্জ বলিল, "শোন ডেভিড, গত গ্রীষ্মের সময়কার একটা কথা তোমায়

মনে করিয়ে দিচ্ছি ; সেদিন রবিবার, পাহাড়তলীর সদর রাস্তা দিয়ে তুমি চলেছিলে। চার দিকে বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত, চমৎকার বাড়ি আর বাগান। সেদিন ভারি গুমোট করেছিল। চলতে চলতে হঠাৎ তোমার খেয়াল হ'ল যে তুমি একা, আর কেউ কোথায়ও নেই, চারদিক মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে ; মাঠে গাছের ছায়ায় গরুগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঝিমচ্ছে, জনমানবের চিহ্ন নেই ; সেই দারুণ গরম থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সবাই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মনে পড়ছে কি ?"

ডেভিড বলিল, "হতে পারে, শীত গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য ক'রে এতবার আমি ঘরের বার হয়েছি যে সব কথা আমার মনে নেই।"

জর্জ বলিতে লাগিল, "চারদিক যখন খুব নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, তখন তোমার পেছনে ঠিক আজকের মত একটা একটানা কর্কশ আওয়াজ তুমি শুনতে পেয়েছিলে। পেছনে কেউ আসছে মনে ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে তুমি কাউকেই দেখতে পেলে না। তুমি অবাক হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে কি ভাবলে জানি না। শব্দটা তুমি শুনেছিলে ; সেটা এল কোত্থেকে ? চতুর্দ্দিক এমন নিস্তব্ধ ছিল যে ভুল শোনা অসম্ভব। কোন গাড়ি নেই, অথচ গাড়ির চাকার শব্দ ! অলৌকিক কিছু ঘটেছে ব'লে তুমি মনে মনে স্বীকার কর নি। সমস্ত ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে পথ চলতে লাগলে। তখন আমিই এই গাড়ি চালিয়ে তোমার পিছু নিয়েছিলুম। তোমার মন যদি এই শব্দের দিকে যেত তা হ'লে আমাকে দেখতে পেতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার, তা ঘটে নি।"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা ডেভিডের মনে পড়িয়া গেল। বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া, এমন কি খাদের নীচে পর্য্যন্ত তাকাইয়া সে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে ! শেষে সে ভয় পাইয়া উহা এড়াইবার জন্য এক গোলাবাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসে তখন শব্দও থামিয়াছে।

জর্জ বলিল, "সমস্ত বছরের মধ্যে সেই একবারমাত্র আমি তোমায় দেখেছিলুম, আমার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি চেষ্টার ক্রটি করি নি। তোমার আরও কাছে যাওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। তুমি অন্ধের মত আমার পাশে পাশেই চলেছিলে।"

ডেভিড ভাবিল, "সেই শব্দ যে আমি শুনেছিলুম এটা ঠিক। কিন্তু এ লোকটার মতলব কি? ওই আমার পেছনে অদৃশ্যভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছিল এটা বিশ্বাস করতে হবে, না, এমন হওয়াটা সম্ভব? গল্পটা হয়তো আমি কারও কাছে করেছি, কিন্তু এ সেটা জানলে কেমন ক'রে?"

জর্জ তাহার উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া পীড়িত শিশুকে লোকে যেমন মৃদু ভৎর্সনা করে, ঠিক তেমনই ভাবে বলিল, "দেখ ডেভিড, অমন অবুঝ হ'য়ো না। তখনকার ঘটনাটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিল সেটা তোমার না জানাই ভাল ছিল। কিন্তু আমি যে জীবিত লোক নই, এটা তুমি জেনেও অস্বীকার করছ কেন? এর আগে তুমি আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছ, অথচ তবুও তুমি অবিশ্বাসের ভাব দেখাচ্ছ! আর তা যদি না শুনেও থাক, এই সাংঘাতিক গাড়িখানি হাঁকিয়ে আসতেও তো দেখেছ আমাকে! এই গাড়িতে কোনও জীবিত ব্যক্তি কখনও স্থান পায় নি।"

পথমধ্যস্থিত জীর্ণ গাড়িখানির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, "গাড়িটার দিকে চাও আর তার পেছনের গাছগুলোও দেখ, বুঝতে পারবে।"

ডেভিড আর অমান্য করিতে সাহস করিল না। সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, সে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। রাস্তার অপর পার্শ্বের গাছগুলিকে সে গাড়ির ভিতর দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল—গাড়িখানি যেন একেবারে স্বচ্ছ।

জর্জ বলিল, "তুমি বহুবার আমার গলার স্বর শুনেছ—আমি যে এখন ভিন্ন স্বরে কথা বলছি এটাও তুমি লক্ষ্য ক'রে থাকবে।"

ডেভিডকে তাহাও স্বীকার করিতে হইল। জর্জের গলা ভারী মিষ্ট ছিল। অবশ্য এ কোচোয়ানের গলার স্বরও কর্কশ নয়, কিন্তু দুইজনের স্বরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহার স্বর যেন তীব্রতর, কথা বেশ স্পষ্ট নহে। একই যন্ত্রে যেন দুই বিভিন্ন পরদায় বাজানো হইতেছে।

জর্জ তাহার হস্ত প্রসারিত করিল, ডেভিড সভয়ে দেখিল যে উপরের লেবুগাছের শাখা হইতে এক ফোঁটা শিশির তাহার হাতের ভিতর দিয়া মাটিতে পড়িল, হাতে আটকাইল না।

রাস্তার উপর একটা ভাঙা ডাল পড়িয়া ছিল। জর্জ কাস্তেখানি নীচে হইতে ডালের ভিতর দিয়া সোজা উপরে তুলিল; ডালটি অবিকৃত রহিল, দ্বিখণ্ডিত হইল না।

জর্জ বলিল, "ডেভিড, এসব দেখে অবাক হ'য়ো না। তুমি হয়তো আমাকে দেখে সেই আগেকার জর্জ ব'লেই মনে করছ; কিন্তু আসলে আমি তা নই। কেবল মরণাপন্ন ও মৃত লোকেরাই আমাকে দেখতে পায়। রক্তে-মাংসে গড়া স্থূল দেহ এখন আর আমার নেই। আমার বাইরের আবরণ এখন শুধু আত্মার আশ্রয়; অবিশ্যি সকল মানুষের শরীরই তাই। আমার শরীরের এখন কোন ওজনও নেই; জীবিত জগতের সঙ্গে কারবার করার ক্ষমতাও নেই। এ যেন ঠিক আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবি—আয়না ছেড়ে বাইরে এসে পড়েছে; শুধু নড়তে চড়তে আর কথা বলতে পারে।"

ডেভিড হল্‌মের বিদ্রোহ-ভাব একেবারেই প্রশমিত হইল। সে সমস্ত ঘটনাটি পূর্ব্বাপর বুঝিয়া দেখিতে লাগিল—অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল না। সে কোনও মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার সহিত কথা বলিতেছে নিশ্চয়ই এবং সে নিজেও আর জীবিত নাই। মনে মনে এই

কথা স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ক্রোধ ও বিরক্তি আসিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি কিছুতেই মরব না। রক্তমাংসহীন শরীর নিয়ে আমি থাকতে পারব না।"

বিষম ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল; বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে পৈশাচিক রাগ শুধু আত্মনিগ্রহেরই কারণ হইল।

জর্জ শান্তভাবে বলিল, "আমাদের আগেকার বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে একটি কথা শুধু বুঝিয়ে বলতে চাই ডেভিড। তুমি জান যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তার স্থূল দেহ নষ্ট হয় অথবা এমন একটা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয় যে, দেহবাসী আত্মা দেহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এক অজানা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করার আগে আত্মা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে; ঠিক শিশুরা তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ দেখে জলে নামতে ভয় পেয়ে যেমন কাঁপে তেমনিই। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে তারা অজানা কারও কাছ থেকে যেন আশ্বাসবাণী শুনতে চায়—কেউ যেন বলবে, 'এস, ঝাঁপ দাও, কোনও ভয় নেই',—তারপরে সে জলে ডুব দেবে। মৃত্যুতীর্থ-পথের পথিকদের কাছে আমি গত বৎসর সেই অজানা আশ্বাসবাণী ছিলাম, ডেভিড, এই বছরে তোমাকে সেই আশ্বাস জোগাতে হবে। আমার একমাত্র অনুরোধ যে নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ক'রে শান্তভাবে তা মেনে নাও, না হ'লে তোমার দুঃখের অবধি থাকবে না। আমারও কষ্ট হবে।"

এই বলিয়া জর্জ নত হইয়া ডেভিডের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে দৃষ্টিতে নিদারুণ ক্রোধ ও বিদ্রোহ দেখিয়া সে ভয় পাইল।

সে আরও নম্রভাবে বলিল, "তুমি শত চেষ্টা করলেও এর থেকে আর নিষ্কৃতি পাবে না, এটা মনে রেখো। ইহলোকের পরপার-রাজ্যের

সমস্ত খবরাখবর আমি এখনও ঠিক জানি না, আমি সবে মাত্র দুই রাজ্যের সন্ধিস্থলে এসেছি। যতটুকু এখানকার সঙ্গে আমার পরিচয়, তাতে দেখছি এখানে দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ মমতা নেই—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এখানে তোমাকে তোমার অদৃষ্টের হুকুম মেনে চলতেই হবে।"

ডেভিডের চোখের দিকে চাহিয়া জর্জ তখনও অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখিল না। সে বলিল, "স্বীকার করছি যে, ওই গাড়িতে ব'সে লোকের বাড়ির দরজায় ঘোড়া হাঁকিয়ে ফেরার মত জঘন্য কাজ মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। এই দুর্ভাগ্য চালক যেখানে যাবে সেখানে চোখের জল আর হাহাকার তাকে অভ্যর্থনা করবে, তাকে অহরহ দেখতে হবে—রোগ-যন্ত্রণা, ধ্বংস, ক্ষত, রক্ত আর বীভৎসতা। এই পেশার মধ্যে এইটেই সব চাইতে কম ভয়ানক; চালকের অন্তরের মধ্যে যে বীভৎস ভাব তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না—ভবিষ্যতের গভীর বেদনা অনুতাপ আর ভয় নিরন্তর তাকে পীড়া দেবে। আমি বলেছি যে, মৃত্যুযানের চালক দুই রাজ্যের সন্ধিস্থলে আছে—সে মানুষের মত কেবল অবিচার, হতাশা, ভগ্নোদ্যম আর অরাজকতা দেখে। অন্ধকার পরলোক-রাজ্যের ততদূর সে দেখতে পায় না, যাতে সে ভগবানের কার্য্যের অর্থ জেনে তাঁর সুবিচার বুঝতে পারে। ক্বচিৎ কখনও হয়তো সে তার আভাস পায়, কিন্তু প্রায়ই তাকে অন্ধকার ও সন্দেহের ভিতর দিয়ে চলতে হয়; আরও মনে রেখো ডেভিড, মাত্র এক বৎসর তার এই মেয়াদ হ'লেও এখানে পৃথিবীর হিসেবে ঘণ্টামিনিট গোনা হয় না—নির্দ্দিষ্ট সমস্ত জায়গায় একে যেতে হয় ব'লে এর পক্ষে সময়ের অসীম বিস্তৃতি—মানুষের এক বছর এর কাছে সহস্র সহস্র বৎসরের সমান। গাড়োয়ানকে যদিও সমস্তই উপর-ওয়ালার আদেশ অনুসারে করতে হয়, তবু তার মনে মনে যে ঘৃণা ও যন্ত্রণা হয় তা বর্ণনাতীত—সে নিরন্তর এই কাজের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। আর সব চাইতে তার যন্ত্রণার কারণ হয় তখন, যখন কর্ত্তব্য সমাধা করতে

গিয়ে সে নিজের কৃত পাপের ফল প্রত্যক্ষ করে;—নিজের ঐহিক জীবনের অনুষ্ঠিত কাজের ফলকে সে এড়াতে পারে না।"

জর্জের স্বর অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, বেদনায় তাহার দেহও কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু ডেভিডের ভাবান্তর হইল না—সেই ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে সে এখনও জ্বলিতেছে। জর্জ যেন শীতার্ত্ত হইয়া তাহার মাথার আবরণ টানিয়া দিয়া বলিল, "ডেভিড, তোমার কপালে যত দুঃখই থাক, তুমি বিদ্রোহ ক'রো না, তাতে তোমার দুঃখের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না; আর আমাকেও তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে, তোমাকে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই; তোমাকে তোমার কাজ শেখানো আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে, আর আমার পক্ষে সেটা খুব সুখের কাজ নয়। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে এখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি আসছে বছরের নববর্ষের পর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখতে পার। তবে আমি ইচ্ছা করলে, কয়েদীর মত তোমাকে আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু তোমাকে তোমার কাজ ভাল মনে করতে না শেখানো পর্য্যন্ত আমার ছুটি নেই।"

জর্জ এতক্ষণ ডেভিডের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কথা বলিতেছিল এবং গভীর স্নেহের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিল। সেই অবস্থায় ক্ষণেক থামিয়া সে ডেভিডের মুখের উপর তাহার কথায় কোনও ভয়ের লক্ষণ ফুটিতেছিল কি না দেখিয়া লইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বতন বন্ধুর মুখে তাহাকে অবজ্ঞা করার ভাব ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পাইল না।

ডেভিড ভাবিতেছিল, "না হয় আমি ম'রেই গেছি, তাতে আমার কোনও হাত নেই, কিন্তু ওই গাড়ি আর ঘোড়ার সঙ্গে আমার বাপু কোনও কারবার নেই। কেন, আমাকে অন্য কোনও কাজ দিক না—এ কাজ আমি কিছুতেই করছি না।"

জর্জ সোজা হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া সে বলিল, "মনে রেখো বন্ধু, এতক্ষণ জর্জ তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু এখন মৃত্যুযানের চালকের সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবে। আর অনুরোধ উপরোধ নয়, তোমার ওপর দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, প্রহরীর আদেশ তোমাকে মানতে হবে।"

জর্জ কাস্তে হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্রস্বরে সে আদেশ করিল, "বন্দী, কারাগার থেকে বের হয়ে এস।" চক্ষের নিমেষে ডেভিড হল্‌ম উঠিয়া দাঁড়াইল; কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব হইল সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে টলিতে লাগিল, তাহার চারিদিকে সমস্তই—গাছপালা, গির্জ্জা দুলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সে স্থির হইল।

আবার আদেশ হইল, "ওই দেখ, ডেভিড হল্‌ম।" ডেভিড মূঢ়ের মত চাহিয়া দেখিল। তাহার সম্মুখে মাটির উপর জীর্ণসজ্জাপরিহিত একজন সবলকায় ব্যক্তির দেহ—ধূলি ও রক্তের মাঝে পড়িয়া আছে, আশেপাশে খালি বোতল। লোকটির মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—মুখাবয়ব দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। দূরের রাস্তার আলোর একটি ক্ষীণ রশ্মি তাহার চক্ষুতারকায় প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই দৃষ্টিতে এক কঠোর বীভৎস ভাব।

সেই ধূলিশায়ী দেহের সম্মুখে সে নিজে এখন দাঁড়াইয়া—দীর্ঘ সুন্দর দেহ, সেই জীর্ণ পরিচ্ছদ। নিজের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে যেন সে দাঁড়াইয়াছে—এক ডেভিড দুই জনে পরিণত হইয়াছে।

অথচ উভয়ে কি স্বতন্ত্র! দণ্ডায়মান ব্যক্তি ধূলি-শয়ান শরীরের ছায়া-মাত্র—যেন দর্পণ হইতে এইমাত্র বাহির হইয়া আসিল।

সে চমকিত হইয়া জর্জের দিকে চাহিল—সেও তাহার স্থূল দেহের ছায়া মাত্র।

জর্জ বলিল, "হে আত্মা, তুমি নববর্ষের রাত্রি বারোটা বাজবার

সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, তুমি আমাকে কাজ থেকে অবসর দেবে। এক বৎসর কাল তুমি মরণাপন্ন দেহ থেকে পীড়িত আত্মাকে মুক্তি দেবে।"

এই কথা শুনিয়া ডেভিডের নিদারুণ ক্রোধ ফিরিয়া আসিল। সে সবেগে জর্জের দিকে ধাবিত হইয়া তাহার কাস্তেখানি ভাঙিতে চাহিল, তাহার মস্তকাবরণ ছিঁড়িতে চাহিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাত অবশ হইয়া আসিল, তাহার পা দুইটিও অবশ চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল। কে যেন তাহার হাত দুইটি অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, পাও শৃঙ্খলিত করিয়াছে। তারপর তাহাকে অসাড় মৃতদেহের মত শূন্যে উঠাইয়া নির্ম্মম ভাবে কে যেন মৃত্যুযানের মধ্যে নিক্ষেপ করিল—সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই গাড়িখানি চলিতে শুরু করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

শহরের বাহিরে একখানি ছোট্ট বাড়ি; বাড়িখানিতে দুইটি কুঠরি—একটি একটু বড়, বেশ প্রশস্ত, ছাদও অনেকখানি উঁচু; অন্য ঘরখানি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় ঘরখানি বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়; ছোটটি শয়ন-ঘর। বড় ঘরটির মাঝখানে ছাদ হইতে ঝোলানো একটি আলো জ্বলিতেছিল। সেই মৃদু আলোকে ঘরখানি বেশ একটু তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল।

ঘরখানির পরিচ্ছন্নতা দেখিলে আগন্তুকের মন খুশি হইয়া উঠে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অধিবাসীরা গৃহখানিকে অতি যত্নে যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া

সাজাইয়াছে। সাজাইবার কৌশল ও আসবাবপত্রাদি দেখিলে মনে হয়, একটা পূরা সংসার সেখানে বাস করে।

বড় ঘরখানির দরজার পাশেই একটি স্টোভ ছিল; ইহার আশেপাশে রান্না-সংক্রান্ত আসবাব রক্ষিত, যেন এইখানেই বাড়ির রান্না-ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল—তাহার উপরেই খাওয়া-দাওয়া হয়; দুইটি ওক কাঠের চেয়ার; পাশের দেওয়ালে এক অতি পুরাতন ক্লক-ঘড়ি; চিনা মাটির বাসন ও গেলাস প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি তাক। এই স্থানটিকে বাড়ির খাবার-ঘর বলা চলে। আলোটি ঠিক গোল টেবিলটির উপরে ঝোলানো; ওই একটি আলোকেই ঘরের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত আলোকিত, এমন কি ভিতরের শয়ন-ঘরের মেহগনী কাঠের সোফা, কারুকার্য্যখচিত আস্তরণ-আচ্ছাদিত প্রসাধন-টেবিল, একটি চমৎকার চিনাপাত্রে সজ্জিত পামগাছ এবং দেওয়ালের গায়ের ফোটোচিত্রগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

এই বিচিত্র গৃহে সত্যই যদি কোন একটি পরিবার বাস করিত, তাহা হইলে সেখানে অতিথি-অভ্যাগত কেহ আসিলে যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিতেন; তাঁহাদিগকে ভিতরের শয়ন-ঘরে বসিতে বলিয়া একলা রাখার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া গৃহস্বামিনী হয়তো রন্ধনশালায় আসিতে বাধ্য হইতেন; আহারের সময়, স্টোভের অতি নিকটে ভোজন-টেবিল অবস্থিত হওয়াতে গরম হাওয়া গায়ে লাগিত; এবং একটির পর একটি ডিস শেষ হইলে কায়দা বজায় রাখিবার জন্য ঝিকে ডিস তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইবার কথা ভাবিয়া তাঁহার হাসি পাইত। কিংবা রান্নাঘরে যদি কোন ছেলে কাঁদিয়া উঠিত, পাশের খাবার ঘরে স্বামী যাহাতে তাহা না শুনিতে পান, তজ্জন্য তাহার মা তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন—এই দৃশ্য দেখিলেও হাসি সম্বরণ করা কঠিন হইত।

এই ঘর দুইখানি দেখিলে এই ধরনের হাস্যকর ছবি মনে জাগিয়া উঠা বিচিত্র নয়, কিন্তু নববর্ষের উৎসব-রজনীতে, রাত্রি বারোটার অল্প পরেই

যে দুইজন লোক সেখানে প্রবেশ করিল তাহাদের মনে কোন হালকা ভাব জাগিল না। লোক দুইটি এমন জীর্ণ শীর্ণ ও শতছিন্ন বেশ পরিহিত যে, যদি উহাদের মধ্যে একজনের ছিন্ন পরিচ্ছদের উপর একটি কালো আলখাল্লা ও এক হাতে মরিচা-ধরা একটি কাস্তে না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে নেহাৎ পথের ভিখারী ছাড়া কিছু মনে হইত না, কারণ ভিখারীর এই সজ্জা একটু অদ্ভুত বটে। আরও একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ইহারা বন্ধ দরজা উন্মুক্ত না করিয়াই যেন দরজা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় লোকটির সাজসজ্জায় ভয়াবহ কিছু ছিল না, কিন্তু সে যেন স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল না, তাহাকে তাহার সঙ্গী হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতেছিল; তাহার অদ্ভুত অস্বচ্ছন্দ গতির জন্য তাহাকে প্রথম জন অপেক্ষাও ভীষণ দেখাইতেছিল। সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘরে ঢুকিতেই তাহার সঙ্গী তাহাকে গভীর ঘৃণাভরে ঠেলিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল; সে সেখানে দুর্দ্দশা ও বীভৎসতার স্তূপের মত পড়িয়া রহিল, তাহার চক্ষু নিদারুণ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল, মুখাবয়বে একটা উগ্র পৈশাচিকতা ফুটিয়া উঠিল।

তাহারা যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরখানি নির্জ্জন ছিল না। গোল টেবিলের পাশে একটি রুগ্ন শীর্ণ যুবক বসিয়া ছিল, তাহার চোখে সরল বালকোচিত দৃষ্টি; তাহার পাশে একটি প্রৌঢ়া মহিলা, কমনীয়-দর্শন, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। যুবকটির কোটের উপর বড় বড় অক্ষরে 'মুক্তিফৌজ' কথাটি লেখা ছিল। মহিলাটি কালো পোশাক পরিহিত, মুক্তিফৌজের সিস্টারদের টুপি ব্যতীত আর কোন চিহ্ন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে ছিল না। টুপিটি টেবিলের উপর থাকিয়া তাঁহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছিল।

উভয়েরই মানসিক অবস্থা শোচনীয়; মহিলাটি নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন

এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত অস্থিরভাবে হস্তস্থিত অশ্রুসিক্ত রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন, যেন তাঁহার অপরিসীম ব্যথা তাঁহাকে বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ করিয়াছে। যুবকটির চক্ষুও রুদ্ধ বেদনায় রক্তাক্ত ; লজ্জায় সে অন্যের সম্মুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে পারিতেছিল না।

মাঝে মাঝে তাঁহারা দুই-একটি বাক্য-বিনিময় করিতেছিলেন। তাঁহাদের চিন্তা পাশের ঘরের এক রোগীকে লইয়া, রোগীর জননীকে কন্যার সহিত নির্জ্জনে থাকিবার অবসর দিয়া ক্ষণকালপূর্ব্বে রোগীর কক্ষ তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুমূর্ষুর চিন্তায় এরূপ মগ্ন ছিলেন যে, মনে হইল আগন্তুক দুইজনকে লক্ষ্যই করেন নাই। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়াছিল ; একজন দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইল, অন্যজন তাহার পদতলে অবশভাবে পড়িয়া রহিল। টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবক ও মহিলাটি গভীর রজনীতে বদ্ধ দ্বারপথে অভ্যাগত দুইজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, সন্দেহ নাই।

হস্তপদবদ্ধ আগন্তুক মেঝেয় পড়িয়া থাকিয়া অবাকবিস্ময়ে দেখিল যে, গৃহস্থিত দুইজনেই থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াও যে কারণেই হউক তাহাদের উপস্থিতি টের পাইতেছে না। সে নিজে সবই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। এমন কি, শহরের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে সে জীবিত দৃষ্টি লইয়া শহরটিকে যেমন দেখিত সকলই ঠিক তেমনই দেখিয়াছে, অথচ পথে কেহ তাহাকে যেন চিনিতে পারে নাই। এ অবস্থাতেও দুষ্টবুদ্ধিবশত সে বর্ত্তমান অদ্ভুত চেহারায় তাহার শত্রুদের দেখা দিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

এই ঘরে সে এই প্রথম পদার্পণ করিলেও উপবিষ্ট মহিলা ও যুবকটিকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না ; সে যে কোথায় আনীত হইয়াছে, সে বিষয়েও তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। কাল সমস্ত দিন ধরিয়া যেখানে

না আসিবার জন্য সে প্রাণপণ করিয়াছে, সেখানেই এখন সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনীত হইয়া সে রাগে গরগর করিতে লাগিল।

সহসা যুবকটি চেয়ারখানা একটু পিছনে ঠেলিয়া বলিল, "রাত বারোটা পার হয়ে গেছে ; তার স্ত্রী বলেছিল সে এই সময়ে বাড়ি ফিরবে ; আমি গিয়ে তাকে আসতে বলিগে।"

যুবকটি অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল ও চেয়ারের পশ্চাতে রক্ষিত কোটটি তুলিয়া লইল।

মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বহুকষ্টে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি গুস্তাভসন, ওই লোকটির পেছনে ছোটাছুটি করাটা তোমার মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না, কিন্তু মনে রেখো সিস্টার ঈডিথের এটি শেষ অনুরোধ।"

কোটের হাতায় হাত ঢুকাইতে ঢুকাইতে যুবকটি একটু থামিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, হয়তো সিস্টার ঈডিথের জন্য এইটিই আমার শেষ কাজ, কিন্তু তবু আমি আশা করছি যেন ডেভিড হল্‌ম বাড়িতে না থাকে, কিংবা থাকলেও যেন এখানে আসতে স্বীকার না পায়। ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন ও আপনার অনুরোধে আজ অনেকবার তার খোঁজে গিয়েছি ; তার সঙ্গে দু-একবার দেখাও হয়েছে এবং সে প্রত্যেকবার বেঁকে বসেছে ব'লে, কিংবা আমি কি আর কেউ তাকে আনতে পারি নি ব'লে আমি সুখীই হয়েছি।"

নিজের নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া ডেভিড হল্‌ম উঠিয়া বসিল ; তাহার মুখে একটা কদর্য্য বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সে বিড়বিড় করিয়া বলিল, "এ লোকটার তবু একটু বুদ্ধি আছে দেখছি।"

মহিলাটি যুবকের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, "গুস্তাভসন, আশা করি এবার তুমি তাকে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে ; তাকে সিস্টার ঈডিথের কথা এমন ভাবে বলবে যে, সে যেন বুঝতে পারে তাকে আসতেই হবে।"

যুবকটি বিশেষ অনিচ্ছার সহিত দরজার দিকে অগ্রসর হইল। দরজার

কাছ হইতে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে খুব মাতাল হ'য়ে থাকে, তা হ'লেও কি তাকে এখানে আনব ?"

"সে যেমন অবস্থাতেই থাক তাকে আনবে—এই আমার ইচ্ছা। যদি সে মাতাল হয় তো এখানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলেই তার নেশা কেটে যাবে। তাকে এখানে আনাই এখন সব চাইতে দরকার।"

যুবকটি দরজার হাতলে হাত দিয়া কি ভাবিয়া টেবিলের নিকট ফিরিয়া আসিল, রুদ্ধ আবেগে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ। সে বলিল, "আমার কিন্তু মোটেই পছন্দ নয় যে, ডেভিড হল্‌মের মত একটা লোক এখানে আসে। সিস্টার মেরী, আপনি তো বেশ ভাল ক'রেই জানেন, সে কি চরিত্রের লোক। আপনার কি মনে হয়, সে এখানে আসবার উপযুক্ত ?" ভিতরের শয়ন-ঘরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওকে ওই ঘরে প্রবেশ করতে দিলে কি ঘরটা বিষাক্ত হয়ে উঠবে না ?"

সিস্টার মেরী বলিতে গেলেন, "তুমি কি মনে কর— !" কিন্তু যুবকটি তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "সিস্টার মেরী, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ও এখানে এসে আমাদের কি ঠাট্টা-বিদ্রূপই না করবে ! সে বড়াই ক'রে বেড়াবে যে মুক্তিফৌজের একজন সিস্টার তাকে এমন ভালবাসত যে তাকে একবার শেষ না দেখে সে মরতে পর্য্যন্ত পারে নি।"

সিস্টার সহসা যুবকটির মুখের দিকে চাহিলেন। চট করিয়া একটা উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, কিন্তু তিনি সংযত হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

যুবক বলিল, "সিস্টার ঈডিথের যে ও কুৎসা গেয়ে ফিরবে, তা আমি কিছুতেই সইতে পারব না—বিশেষ ক'রে তাঁর মৃত্যুর পরে।"

গম্ভীরভাবে বিশেষ জোর দিয়া সিস্টার মেরী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, "গুস্তাভসন, তুমি কি জোর ক'রে বলতে পার যে, ডেভিড হল্‌ম যদি সে কথা ভাবে তা হ'লে সে মিথ্যা ভাববে ?"

ভূমিশায়িত বন্দী চমকিয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল। সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জর্জের দিকে চাহিয়া রহিল। জর্জ তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল কি না বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মৃত্যুযানের চালক নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ডেভিড হল্‌ম মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিল যে, এই সুখকর সংবাদটি জীবন থাকিতে পাইলেই ভাল হইত ; ইয়ার-বন্ধুদের কাছে তাহা হইলে বুক ফুলাইয়া বেশ একটা প্রেমের গল্প বলিয়া জমানো যাইত।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে যুবকটি মুহ্যমান হইয়া পড়িল, তাহার চতুর্দ্দিকে দেওয়াল-দরজা সমেত ঘরখানি যেন ঘুরিতে লাগিল। সে চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া কোনও রকমে সামলাইয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আপনি এমন ক'রে কথা বলছেন কেন ? আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন যে—"

সিস্টার মেরী অসহ্য বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিলেন, মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া সিক্ত রুমালখানি চাপিয়া ধরিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তাঁহার মুখ হইতে বন্যার মত কথা বাহির হইতে লাগিল, যেন লজ্জা আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই ব্যথার ইতিহাস শেষ করিতে চান।

"তার ভালবাসার পাত্র আর কে ছিল, বল ? গুস্তাভসন, আমরা দুজন এবং অন্যান্য যারা তার পরিচিত ছিল, প্রত্যেককেই সে প্রেমের দ্বারা জয় ক'রে তার পথে টেনে নিয়েছিল ; তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা তার কোনও কাজে বাধা দিই নি, তাকে কখনও সামান্য উপহাস মাত্র করি নি, আমাদের জন্যে ব্যথিত বা অনুতপ্ত হবার কারণও তার ঘটে নি এবং আজ যে ও ওই মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে ছটফট করছে, তার জন্যেও আমরা কেউ দায়ী নই।"

উচ্ছ্বাসের মুখে এই কথাগুলি বলিয়া সিস্টার মেরী শান্ত হইলেন

গুস্তাভসন আশ্বস্ত হইয়া বলিল; "আমি বুঝতে পারি নি সিস্টার যে, আপনি পাপীদের প্রতি প্রেমের কথা বলছিলেন।"

"আমি তো শুধু সে প্রেমের কথা বলি নি গুস্তাভসন।"

এই আশ্বাসবাক্যে আগন্তুকদের মধ্যে একজনের হৃদয় অবর্ণনীয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পাছে এই আনন্দের জন্য তাহার ক্রোধ ও বিদ্রোহ ভাবের কিছুমাত্র উপশম হয়, এই ভয়ে সে তাহার এই উচ্ছ্বাস দমন করিতে চেষ্টা করিল। এখানকার কথাবার্ত্তা তাহাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে কেবল কল্পনা করিয়াছে যে, তাহাকে শুধু ধর্ম্ম-বক্তৃতা শুনাইবার জন্যই ডাকা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আর এমন ভুল করা হইবে না।

সিস্টার মেরী তাঁহার উচ্ছ্বাস দমন করিবার জন্য দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন, সমস্ত ঘটনাটি আগাগোড়া গুস্তাভসনকে বুঝাইতে হইবে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "গুস্তাভসন, এই ব্যথিত প্রেমের ইতিহাস তোমাকে বলাটা আজ অন্যায় মনে করছি না; আজ সে বোধ হয় সবারই মায়া কাটিয়ে যাচ্ছে; তুমি যদি মিনিট কয়েক অপেক্ষা কর, আগের কথা তোমায় বলতে পারি।"

যুবকটি কোটটি খুলিয়া চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে সুন্দর শান্ত চোখ দুইটি সিস্টার মেরীর দিকে তুলিয়া তাঁহার কথার অপেক্ষায় রহিল।

সিস্টার মেরী বলিতে শুরু করিলেন, "গুস্তাভসন, বিগত বৎসরের উৎসব-রাত্রি আমরা দুজনে কেমন ক'রে কাটিয়েছিলাম, আমি গোড়াতেই সে কথা বলব। সে বৎসর শীতের আগে আমাদের বড় অফিসে এই সহরে একটা আতুরাশ্রম খোলার কথা হয়েছিল। আমাদের দুজনকে এই কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠানো হয়; আমাদের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না; স্থানীয় সহকর্ম্মীরাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। নতুন বছরের আগেই নতুন বাড়িতে আমাদের গৃহপ্রবেশ হ'ল। রান্নাঘর

ও বড় বড় শোবার ঘরগুলি তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের ভরসা ছিল, নতুন বছরের পর্ব্বদিনেই আমরা এই আতুর-আশ্রম খুলতে পারব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জীবাণু-প্রতিষেধক উনান ও ধোবাঘর তৈরি না হওয়াতে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।"

প্রথমটা কান্নায় সিস্টার মেরীর চক্ষু ভরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে গল্প বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ত্তমানের দুঃখ-যন্ত্রণাময় বাস্তবতা হইতে অতীতের আনন্দময় দিনগুলির মধ্যে যেন চলিয়া গেলেন। তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

"তুমি তখনও আমাদের দলে যোগ দাও নি। যদি দিতে, তা হ'লে বড় আনন্দেই আমাদের সঙ্গে পর্ব্বরাত্রি জাগতে পারতে, দূর থেকে ব্রাদার ও সিস্টারেরা অনেকেই আমাদের কাজ দেখতে এলেন; আমরা গৃহ-প্রবেশের ভোজ-স্বরূপ তাঁদের সকলকেই চা খেতে বললাম। তুমি কল্পনাও ক'রে উঠতে পারবে না যে, এইখানে আশ্রম তৈরি ক'রে সিস্টার ঈডিথের কি আনন্দ হয়েছিল; এই শহরটিই যেন তার নিজের মাতৃভূমি ছিল, এখানকার প্রত্যেক অধিবাসীকে সে চিনত; তাদের অভাব অভিযোগ ঠিক বুঝতে পারত। সিস্টার ঈডিথ মহানন্দে কুঠরিতে কুঠরিতে লেপ, বালিশ, তোষক, নতুন রঙ-করা দেওয়াল, তৈজসপত্র সব দেখে ফিরছিল; তার ছেলেমানুষি দেখে সবারই হাসি পেয়েছিল। সে যেন ঠিক আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। আর সিস্টার ঈডিথ আনন্দে থাকলে কারও মনেই বিষাদ থাকতে পারে না।"

যুবকটি বলিয়া উঠিল, "এ কথা যে কত সত্যি তা আমি জানি।"

সিস্টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বন্ধুরা যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ আমাদের আনন্দও অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁরা চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিস্টার ঈডিথের মন ব্যথায় ভ'রে গেল—এই পৃথিবীর সকল অন্যায় গ্লানি ও পাপের কথা চিন্তা ক'রে। সে আমাকে তার সঙ্গে ভগবানের

কাছে প্রার্থনা করতে বললে, যেন পাপের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা পরাস্ত না হই। আমরা দুজনে নতজানু হয়ে আমাদের আশ্রম, আমাদের নিজেদের আত্মা ও যাদের কল্যাণ-কামনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাদের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম। এমন সময় আমাদের সদর-দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

"বন্ধুরা এইমাত্র চলে গেছেন, আমরা ভাবলাম, হয়তো তাঁদেরই কেউ কিছু ফেলে গিয়ে থাকবেন তাই নেবার জন্যে ফিরে এসেছেন। আমরা দুজনে গিয়ে সদর-দরজা খুলে দাঁড়াতেই কোনও বন্ধুকে দেখলাম না— দেখলাম, তাদেরই একজনকে যাদের জন্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে তার বিরাট শরীর আর জীর্ণ বেশ নিয়ে দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল— এমন মাতাল হয়েছিল যে তার পা টলছিল। সে আমার দিকে এমন ভীষণ দৃষ্টিতে চাইলে যে আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে করলাম, আশ্রম তৈরি সম্পূর্ণ হয় নি—এই ওজুহাত দেখিয়ে ওকে বিদেয় ক'রে দি। কিন্তু সিস্টার ঈডিথ খুশি হয়ে বললে যে, ঈশ্বর আজকেই আশ্রমে এক অতিথি এনে দিয়ে আমাদের কাজে তাঁর অপার করুণাই প্রদর্শন করছেন। সে লোকটিকে ভেতরে নিয়ে এসে তাকে কিছু খাবার দিতে গেল। লোকটা তাকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিয়ে বললে সে খালি একটু শোবার জায়গা চায়। শোবার ঘরে গিয়ে জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা খাটের ওপর শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল।"

ডেভিড হল্‌ম খুশি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "মাগী কি শয়তান! আমাকে দেখে উনি ভয় পেয়েছিলেন!" সে ভাবিল, নিশ্চয়ই জর্জ তাহার কথা শুনিতে পাইবে ও ভাবিবে, ডেভিড হল্‌ম সেই আগেকার ডেভিডই আছে। "এখন যদি বেটীকে আমার চেহারাটা দেখাতে পারতাম, তা হ'লে ওর আত্মারাম নিশ্চয়ই খাঁচা-ছাড়া হ'ত।"

সিস্টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "সিস্টার ঈডিথ তার আশ্রমের

প্রথম অভ্যাগতকে দয়া ও করুণা দিয়ে ঢেকে ফেলতে চেয়েছিল, তাই লোকটাকে অত শিগগির ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই লোকটির কোটটা দেখতে পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুস্তাভসন, অমন ময়লা কদর্য্য শতচ্ছিন্ন জামা আমি আর কখনও দেখি নি। সেটা থেকে সস্তা মদের আর ময়লার এমন একটা উগ্র গন্ধ বের হচ্ছিল যে, তার কাছে যায় কার সাধ্যি। যখন দেখলাম সিস্টার সেটাকে হাতে নিয়ে নির্ব্বিকারচিত্তে সেলাই করতে বসল, তখন আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। তাকে বললাম, 'ওটা ফেলে রেখে দাও—বিশোধিত না ক'রে ও নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লোকটাকে গোড়া থেকেই সিস্টার ঈডিথ ভগবানের দান ব'লে মেনে নিয়েছিল। লোকটার জামা সেলাই ক'রে তার কিছু উপকার করাটা ঈডিথের কাছে এত আনন্দদায়ক হয়েছিল যে, আমি তাকে নিজে সাহায্যও করলাম না ওই কাজে। তা ছাড়া আমি ওই নোংরা জামাটা থেকে নানা রকম ছোঁয়াচে ব্যারামের ভয় করেছিলাম। সে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ক'রে সমস্ত কাজটা নিজে করতে লাগল। সিস্টার ঈডিথ ছিল আমার উপরওয়ালা—আমাকে ছোঁয়াচে ব্যারাম যাতে না ধরে, সে দিকে তার লক্ষ্য ছিল—নিজের অবস্থা যাই হোক না কেন। সমস্ত রাত্রিটা ধ'রে সে সেই জামাটা সেলাই করলে।"

টেবিলের অপর পার্শ্বে যুবকটি দয়া ও করুণার এই ইতিহাস শুনিয়া গভীর পরিতৃপ্তির সহিত হাত দুইটি তুলিয়া যুক্তকরে কাহাকে যেন নমস্কার করিয়া বলিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ—সিস্টার ঈডিথের মঙ্গল হোক।"

সিস্টার মেরীর মুখ অপার্থিব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি, শান্তি, ভগবানকে ধন্যবাদ। সিস্টার ঈডিথের মঙ্গল হোক—সুখে দুঃখে আমরা যেন এই প্রার্থনাই করতে পারি। তাঁকে ধন্যবাদ। আর সিস্টার ঈডিথও ধন্য যে, সে তার কর্ত্তব্য পালন

করেছে। সে সমস্ত রাত্রি জেগে সেই কদর্য্য কোটের উপর ঝুঁকে প'ড়ে এমন সগৌরব আনন্দের সঙ্গে তা সেলাই করতে লাগল, মনে হ'ল যেন সে রাজপরিচ্ছদ সেলাই করছে।"

সেই দিনের সেই হতভাগ্য অতিথিটি হস্তপদবদ্ধাবস্থায় ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া এক অদ্ভুত শান্তি ও সান্ত্বনা অনুভব করিল। সে কল্পনায় দেখিল, একটি সুন্দরী বালিকা নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী বসিয়া এক দরিদ্র ভিখারীর কদর্য্য শতচ্ছিন্ন কোট সেলাই করিতেছে। এতাবৎকাল যে বিরক্তি ও হতাশায় তাহার মন পীড়িত হইতেছিল, তাহাতে যেন এই চিন্তা শান্তি-প্রলেপের মত কাজ করিল। জর্জটা যদি না অমন হাঁড়িপানা মুখ লইয়া তাহার কাছে নিষ্ফল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে সে বহুক্ষণ ধরিয়া এই চমৎকার চিত্রটি উপভোগ করিত।

সিস্টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে সিস্টার ঈডিথ সমস্ত রাত্রি জেগে অতিথির জামার বোতাম বসিয়ে, ফুটোতে তালি লাগিয়ে ভোর চারটে পর্য্যন্ত এইভাবে ব'সে রইল, কোনও দুর্গন্ধের বা ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগার ভয় করলে না; পরে তার জন্যেও কখনও অনুতাপ করলে না। সেই দারুণ শীতের রাত্রে কন্‌কনে হাওয়ায় ঘরখানি যেন ঠিক বরফের ঘরের মত ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল—তাতে ভোর পর্য্যন্ত ব'সে থাকার জন্যেও কখনও তাকে অনুতাপ করতে দেখি নি—ভগবানের অশেষ করুণা।"

যুবকটি বলিল, "শান্তি, শান্তি।"

সিস্টার মেরী বলিলেন, "যখন তার কাজ শেষ হ'ল, তখন শীতে তার শরীর যেন জমাট বেঁধে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, সে বিছানায় অনেকক্ষণ ধ'রে ছটফট আর এপাশ-ওপাশ করছিল—কিছুতেই তার শরীর গরম হচ্ছিল না, ঘুমও আসছিল না। একটু তন্দ্রার ভাব আসার

পরই সে উঠে বসল দেখে আমি তাকে আরও খানিকক্ষণ ঘুমবা জন্যে অনুরোধ করলাম, বললাম যে, তার ঘুম ভাঙবার আগে অতি জেগে উঠলে আমিই তার তত্ত্বাবধান করব।

যুবক বলিল, "সিস্টার মেরী, আমি জানি আপনি বরাবরই সিস্টা ঈডিথের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।"

সিস্টার মেরীর মুখে একটু শীর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলে "আমি জানি, এতে সিস্টার ঈডিথ কতখানি ত্যাগ-স্বীকার করলে কিন্তু তবু সে আমাকে খুশি করবার জন্যে শুতে গেল। সে বেশিক্ষ ঘুমবার সুযোগ পায় নি। লোকটা সকালে উঠে কফি খাওয়া শে ক'রে তার কোটটা দেখে আমায় জিজ্ঞেস করলে, আমি তার কোটট সেলাই করেছি কি না! আমি 'না' বলাতে যে সেলাই করেছে, তাকে ডেকে দিতে বললে।

"তার নেশা তখন কেটে গেছে, সে শান্ত হয়ে ভদ্রভাবে কথাবার্ত বলছিল। আমি জানতাম তার কাছ থেকে ধন্যবাদ পেলে সিস্টা ঈডিথ সুখী হবে। তাই আমি তাকে ডেকে দিলাম। যখন সে এ তখন সমস্ত-রাত্রি-জাগরণের কোনও চিহ্ন তার মুখে বর্ত্তমান নেই—তা মুখখানি আশার আনন্দে উজ্জ্বল, গাল দুটি লজ্জায় লাল—তাকে এ সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, লোকটা প্রথমটা সে সৌন্দর্য্যে অভিভূত হ পড়ল। সে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। পরক্ষণেই তাহার মুখেচোখে এমন একটা বিশ্রী ভাব ফুটে উঠল যে, আমার ভয় হ'ল বুঝিবা সিস্টার ঈডিথকে মেরেই বসে। কিন্তু আবার মনে মনে ভাবলাম না, ভয় নেই। সিস্টার ঈডিথের গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে না।

যুবকটি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই।"

"লোকটা হঠাৎ ভারি গম্ভীর হয়ে গেল এবং সিস্টার ঈডিথ তা কাছে আসতেই সে তার কোটটা নিয়ে পটপট ক'রে বোতাম আ

তালিগুলো ছিঁড়তে লাগল; জামাটা সেলাইয়ের আগে যে জীর্ণদশায় ছিল, সেটাকে তার চাইতেও শতচ্ছিন্ন ক'রে সে ঠাট্টা ক'রে বললে, 'দেখ সুন্দরী, সেলাই-করা ভদ্র কোট পরা আমার অভ্যেস নেই—এই ছেঁড়া কোটেই আমাকে মানায় ভাল। সিস্টার ঈডিথ, আমি বিশেষ দুঃখিত যে তুমি মিছিমিছিই রাত জেগেছ, কিন্তু কি করব—ছেঁড়া না হ'লে জামাটা আমি পরতেই পারব না।' ”

মেঝের উপরে পড়িয়া থাকিয়া ডেভিড হল্‌ম কল্পনায় দেখিল, একটি সুন্দর আনন্দোচ্ছ্বসিত মুখ—বেদনার আঘাতে কালো হইয়া উঠিল। সে স্বীকার করিল যে, তাহার এই পশুর মতন ব্যবহার অত্যন্ত নির্দ্দয় ও অকৃতজ্ঞের ব্যবহার। জর্জের কথা তাহার মনে হইতেই সে ভাবিল, “ভালই হ'ল, জর্জ দেখুক, আমি কি ধরনের লোক—অবিশ্যি সে ইতিমধ্যেই হয়তো তা টের পেয়েছে। ঠিকই তো, গোড়াতেই কেঁদে গ'লে যাবার মতন লোক ডেভিড হল্‌ম নয়, সে শক্ত ও দুঁদে লোক; বোকা লোকের ন্যাকামি দেখে সে খুশি হয় না, বিরক্তই হয়।”

সিস্টার বলিতে লাগিলেন, “এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটার চেহারা কেমন—এ কথা আমার মনেই হয় নি; কিন্তু যখন সোজা দাঁড়িয়ে সে নিষ্ঠুরভাবে সিস্টার ঈডিথের অত যত্ন ও পরিশ্রমের কাজটাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল তখন আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, লোকটি দীর্ঘদেহ সুপুরুষ—প্রকৃতির এই সুন্দর সৃষ্টিটি দেখে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। তার ভাবভঙ্গীগুলিও সুন্দর—প্রকাণ্ড মাথাটা শরীরের ওপর বেমানান নয়, তার মুখাবয়ব নিশ্চয়ই কোনকালে সুন্দর ছিল, কিন্তু নানা অত্যাচারে কলঙ্কিত হওয়াতে দেখলে সহসা বোঝাই যায় না যে, এককালে মুখখানি সুন্দর ছিল।

“যদিও এই নিষ্ঠুর কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে হো-হো ক'রে এক কুৎসিত হাসি হেসে উঠল, যদিও তার হলদে চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল,

তবু আমার মনে হ'ল সিস্টার ঈডিথ রাগ না ক'রে এই ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে, ভগবান তার কাছে নিতান্ত এক দয়ার পাত্রকে, ধ্বংসপথের এক হতভাগ্য যাত্রীকে পাঠিয়েছেন। দেখলাম প্রথমটা সে থমকিয়ে দাঁড়াল—যেন সে তাকে মারলে ; কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

"লোকটি চ'লে যাবার আগে সিস্টার ঈডিথ কেবল মাত্র একটি কথা বললে, পরের বছর নববর্ষের পর্ব্বদিনে তার নেমন্তন্ন রইল—সে এই আশ্রমে যেন নেমন্তন্ন রক্ষা ক'রে যায়। লোকটা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে সিস্টার ঈডিথ বললে, 'দেখ, আমি ভগবানের কাছে রাত্রে প্রার্থনা করেছি, যেন আমাদের আশ্রমের প্রথম অতিথিকে তিনি সমস্ত বছরটা নিরাপদে রাখেন—যেন তাকে আবার পর বছরের পর্ব্বদিনে আমরা আশ্রমে অতিথি পাই। তুমি আবার এখানে এসে দেখাবে যে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।'

"সিস্টার ঈডিথের কথার মানে বুঝতে পেরেই লোকটা বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল, 'আহা, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। ভগবানের দয়া। আমি আবার এসে তোমাকে দেখাব যে, তোমার এই পাগলামিতে সে ব্যাটার একটুও মাথা-ব্যথা নেই।'"

ডেভিড হল্‌মের সেই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মনে পড়িয়া গেল ; সে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। আজ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে আসিতে হইয়াছে , ক্ষণকালের জন্য তাহার নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হইল—যেন কোন অলৌকিক শক্তির হাতে সে পুতুলের মত চালিত হইতেছে, তাহার এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু সে এই দুর্ব্বলতাকে দূর করিতে চেষ্টা করিল ; না, সে কিছুতেই এই অত্যাচার সহ্য করিবে না—প্রয়োজন হইলে শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহ করিবে।

সিস্টার মেরী যতক্ষণ গত বৎসরের এই ঘটনার কথা বর্ণনা করিতেছিলেন, যুবকটি উত্তরোত্তর অধীর হইয়া উঠিতেছিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আপনি এখনও সেই পশুটার নাম করেন নি বটে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি সেই লোকটাই ডেভিড হল্‌ম।"

সিস্টার মেরী মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।

নিদারুণ হতাশায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "হা ঈশ্বর! সিস্টার মেরী, আপনি কেন তাকে এখানে আনবার জন্যে জেদ করছেন—সেই ঘটনার পরে আপনি তার কোনও উন্নতি দেখেছেন? মনে হচ্ছে, যেন আপনি তাকে এখানে আনিয়ে সিস্টার ঈডিথকে দেখাতে চান যে, ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা বিফল হয়েছে। তাঁকে এত ব্যথা দিচ্ছেন কেন, বুঝতে পারছি না।"

সিস্টার মেরী অস্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাঁহার চোখে ক্রোধও ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ—"

যুবকটি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আমরা প্রতিহিংসার বশে যেন কোনও কাজ না ক'রে বসি, এটা আমাদের দেখতে হবে। আমার অন্তরের দুষ্টবুদ্ধি আমাকে বলছে, আজ এই মুহূর্ত্তে ডেভিড হল্‌মকে ডেকে এনে দেখাতে যে, এক পবিত্র মহিমময় আত্মা শুধু তারই জন্যে আজ দেহত্যাগ করতে বসেছেন। আমি বুঝতে পারছি সিস্টার মেরী, আপনি লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, সেই রাত্রে ছেঁড়া কোটটা সেলাই করতে গিয়ে সিস্টার ঈডিথ এক ছোঁয়াচে ব্যারাম ধরিয়ে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমিও আপনাকে অনেক বার বলতে শুনেছি, সেই রাত্রির পর একদিনও সিস্টার ঈডিথ সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু এর কি কোনও প্রয়োজন আছে? আমরা যারা সিস্টার মেরীর সৎসঙ্গ

এতকাল ভোগ করছি, স্বয়ং আজও যারা তাঁর সম্মুখে বর্ত্তমান, তাদের কি এমন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত ?”

মহিলাটি টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া মুখ না তুলিয়াই ধীর শান্তভাবে বলিলেন, “প্রতিহিংসা ? কোনও লোককে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া কি প্রতিহিংসা নেওয়া যে, সে এককালে কি অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী ছিল আজ নিজের দোষে তা হারিয়েছে ? মরচে-পড়া লোহাকে আগুনের মধ্যে দিয়ে খাঁটি ক'রে নেওয়াকে কি তুমি প্রতিহিংসা মনে কর ?”

যুবকটি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “আপনি যা বলছেন তা আমি মেনে নিচ্ছি। ডেভিড হল্‌মের বিবেকের উপর অনুতাপের বোঝা চাপিয়ে আপনি তাকে পরিবর্ত্তিত করতে চান ! কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, এটা আমাদেরই গোপন রাগ ও প্রতিহিংসার ফল হতে পারে ? সিস্টার মেরী, আমরা কখন কি করি সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ভুল করা অসম্ভব নয়।”

সিস্টার মেরীর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। অন্তরের গভীর আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্ভাসিত শান্ত দৃষ্টি লইয়া যুবকটির দিকে তিনি চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—আজ রাত্রে আমার নিজের অন্তর আমাকে প্রতারিত করিবে না, আমি নিজের জন্য কিছুই কামনা করি না।

যুবক লজ্জিত হইয়া উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখে কথা জুটিল না। পরমুহূর্ত্তেই সে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার বহুক্ষণের রুদ্ধ আবেগ ফাটিয়া বাহির হইল, সে কাঁদিতে লাগিল।

মহিলাটি তাহাকে বাধা দিলেন না—তিনি নিঃশব্দে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবান, আজিকার ভয়াবহ রাত্রি শান্তিতে পার করিয়া দাও আমি তোমার দুর্ব্বলতম সন্তান, তোমাকে অতি সামান্যই বুঝি; আমাকে শক্তি দাও যেন আমার বন্ধুদের সাহায্য করিতে পারি।

সিস্টার ঈডিথের অসুখের সে-ই যে একমাত্র কারণ, বন্দী ডেভিড হল্‌ম এই অভিযোগ কানেও আনিল না। কিন্তু যখন যুবকটি উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, সে চমকিত হইয়া উঠিল; সে যেন একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার এই ভাব সে জর্জের নিকট গোপন করিল না। তাহার হৃদয় এই ভাবিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, ওই সুন্দর যুবকটির অসীম ভালবাসা পাইয়াও সিস্টার ঈডিথ তাহাকেই ভালবাসিয়াছে।

যুবকটি ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। সিস্টার মেরী প্রার্থনা শেষ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "গুস্তাভসন, সিস্টার ঈডিথ ও ডেভিড হল্‌ম সম্বন্ধে আমি এইমাত্র যা বললাম, সেই কথাই তোমাকে পীড়া দিচ্ছে, তা বুঝতে পারছি।"

কোটের হাতায় মুখ লুকাইয়া যুবক শুধু বলিল, "হাঁ।" তাহার সমস্ত দেহ বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল।

"গুস্তাভসন, আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যথা কোথায়। আমি আর একজনের কথা জানি যে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে সিস্টার ঈডিথকে ভালবেসেছে—সিস্টার ঈডিথও এই নিবিড় ভালবাসার কথা জেনে অবাক হয়েছে। তার ধারণা ছিল যে, তার চাইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এমন কোনও লোক না হ'লে সে হৃদয় দান করতে পারে না; ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার মতও হয়তো তাই। দুর্দ্দশাক্লিষ্ট হতভাগ্যদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার জন্যে আমরা প্রাণপাত করতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের নিবিড় ভালবাসা, যে ভালবাসায় পুরুষ ও স্ত্রী অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হয়, আমরা সেই অভাগ্যদের কাউকেই দিতে পারি না। তাই আমি যখন বলছি সিস্টার ঈডিথের মন অন্যত্র বাঁধা পড়েছে, তোমার মন ব্যথিত হচ্ছে।"

যুবকটি নড়িল না। সে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া

রহিল। ভূমিশায়িত অদৃশ্য লোকটি আরও স্পষ্টভাবে সকল কথা শুনিবার জন্য টেবিলের কাছে যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জর্জ অবিলম্বে তাহাকে নিরস্ত করিল, "ডেভিড, তুমি যদি নড়াচড়া কর, তা হ'লে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যা তুমি কল্পনাও করতে পার নি।" ডেভিড জানিত যে, লোকটা যাহা বলে তাহাই করে এবং তাহার অদ্ভুত ক্ষমতাও কম নয়; সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

সিস্টার মেরী সহসা অধীর আবেগে পাংশু মুখে বলিয়া উঠিলেন, "শাস্তি শাস্তি! গুস্তাভসন, আমরা কে যে তার বিচার করতে বসেছি! এটা কি সত্য নয় যে, হৃদয় যখন গর্ব্বান্ধ থাকে তখনই সে এই পৃথিবীর মহৎ ও ঐশ্বর্য্যবানকে প্রেমার্ঘ্য দেয়? কিন্তু যে হৃদয়ে করুণা ও নম্রতা ছাড়া কিছু নেই, নিষ্ঠুরতা ও অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে যে পড়েছে, যে সব চাইতে বিপথে গেছে, তাকে ছাড়া সে আর কাকে ভালবাসতে পারে?"

এই কথায় ডেভিড হল্‌মের রাগ হইল। সে মনে মনে বলিল, "আরে, এ তো আচ্ছা মজা, তোমার সম্বন্ধে লোকে কি বলছে না-বলছে, তাতে তোমার যায় আসে কি? তোমার কি ইচ্ছে যে, ওরা তোমার খুব গুণগান করবে?"

গুস্তাভসন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল, মেরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আমার দুঃখের শুধু এইমাত্র কারণ নয়।"

"হ্যাঁ গুস্তাভসন, আমি তা জানি। তুমি কি বলতে চাচ্ছ বুঝতে পারছি; কিন্তু সিস্টার ঈডিথ প্রথমটা জানত না যে ডেভিড হল্‌ম বিবাহিত লোক।" তারপর একটু ইতস্তত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "তার সমস্ত ভালবাসা ডেভিডকে সৎপথে আনবার জন্যে নিঃশেষিত হয়েছিল, না হ'লে এই অদ্ভুত ভালবাসার অন্য কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। আজ যদি ডেভিড হল্‌ম তার সামনে দাঁড়িয়ে অনুতপ্ত চিত্তে

ভগবানের করুণা প্রার্থনা করত, তা হ'লে সিস্টার ঈডিথ অপার্থিব সুখ পেত।"

যুবক আবেগে সিস্টার মেরীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল। তাঁহার শেষ কথায় সে আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে আমি যে-ভালবাসার কথা মনে করছি, এটা সে-ভালবাসা নয়।"

মহিলাটি যুবকের এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "সিস্টার ঈথিড তার হৃদয়ের গোপন কথা আমার কাছে কখনও প্রকাশ করে নি। হয়তো বা আমারই ভুল হচ্ছে।"

গুস্তাভসন গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি সিস্টার ঈডিথের নিজের মুখ থেকে আপনি কিছু না শুনে থাকেন, তা হ'লে আমার মনে হয় আপনার ভুলই হচ্ছে।"

দরজার পার্শ্বে বসিয়া ডেভিড হল্‌মও গম্ভীর হইল। কথাবার্ত্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া সে খুশি হইল না।

"গুস্তাভসন, আমি জোর ক'রে বলতে পারি না যে, প্রথম যখন সিস্টার মেরী ডেভিড হল্‌মকে দেখেছিল, তখন তার মনে শুধু দয়া ছাড়া আর কোনও ভাব জেগেছিল, এবং পরেও যে তাকে ভালবাসবার কোনও বিশেষ কারণ ঘটেছিল তাও নয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ সিস্টার ঈডিথের সঙ্গে তার দেখা হ'ত এবং বরাবরই সে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রায়ই অনেক স্ত্রীলোক এসে অভিযোগ ক'রে যেত ডেভিড হল্‌ম তাদের স্বামীদের নানা পাপ প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাজ করতে দিচ্ছে না; শহরে অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও পাপ বেড়ে চলেছে। যখনই এই হতভাগ্যদের সঙ্গে সে মিশত তখনই তাদের সর্ব্বনাশ হ'ত —অধিকাংশ অন্যায়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে মূলে ডেভিড হল্‌মকেই পাওয়া গেছে। সিস্টার ঈডিথ যে প্রকৃতির লোক—ডেভিডের এই

দুর্দ্দান্তপনাই তাকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করবার জন্য ঈডিথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই বন্য পশুকে সে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে তাড়া ক'রে ফিরছিল—সে যতই তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ততই ঈডিথ উৎসাহিত হয়ে তাকে যেন আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছে। তার বিশ্বাস ছিল যে, একদিন-না-একদিন সে জয়লাভ করবেই, কারণ তার নিজের শক্তি যে ডেভিডের শক্তির চেয়ে বেশি, সে বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিল না।"

তাঁহার সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সিস্টার মেরী, আপনার কি সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, সিস্টার ঈডিথ ও আপনি একটা তাড়িখানায় ঢুকে পতিত-আশ্রমের বিজ্ঞাপন বিলি ক'রে ফিরছিলেন? সেদিন সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌মকে একটা টেবিলে এক ছোকরার সঙ্গে ব'সে থাকতে দেখেছিলেন। ডেভিড হল্‌ম আপনাদের সম্বন্ধে কুৎসিত ঠাট্টা করছিল, লোকটা সেই কথা শুনে ডেভিডের সঙ্গে হাসছিল। সেই যুবকটিকে দেখে সিস্টার ঈডিথ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তার কানে কানে বলেছিলেন, অমনভাবে ধ্বংসের পথে নিজেকে ছেড়ে না দিতে। যুবকটি তাঁর কথার উত্তর দেয় নি কিংবা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও যায় নি, কিন্তু তাকে বহু কষ্টে তার সঙ্গীদের কাছে একটা কাষ্ঠ-হাসি হাসতে হয়েছিল। সে তাদের মধ্যে থেকে সবারই মত গ্লাসে মদ ঢেলে নিলে, কিন্তু তার ঠোঁট পর্য্যন্ত কিছুতেই সে গ্লাস তুলতে পারে নি। ডেভিড হল্‌ম এবং অন্যান্য সকলে তাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, সে সিস্টারের কথায় ভয় পেয়েছে। কিন্তু সিস্টার মেরী, ভয় পাওয়া দূরে থাক, সে তাঁর করুণা দেখে অভিভূত হয়েছিল। তিনি যে তার ওপর দয়া ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিতে দ্বিধা করেন নি, এইটাই সেই যুবকের মনে তীরের মত বিঁধেছিল; তার মনে এমন একটা বিপর্য্যয় ঘ'টে গেল যে, সে অন্য সকলকে ছেড়ে তাঁর পথে চলাই স্থির করেছিল।

এ ঘটনাটা যে সত্যি তা আপনি জানেন। আরও জানেন যে, এই হতভাগ্য যুবকটি কে।"

সিস্টার মেরী শান্তভাবে বলিলেন, "আমি তাকে জানি গুস্তাভসন, সে সেদিন থেকে আমাদের একান্ত বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। সেদিন সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌মের শয়তানিকে পরাস্ত করেছিল বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে নিজে পরাজিত হয়েছে। সেই পর্ব্বরাত্রে সে এমন ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল যে, তাকে সেদিন থেকে বরাবরই সর্ব্বনেশে কাশরোগে কষ্ট পেতে হয়েছে, আজও সেই রোগেই সে ভুগছে। এই অসুস্থতা তার প্রধান বাধা ছিল এবং হয়তো এইজন্যেই সে ঠিকমত লড়তে পারে নি।"

যুবকটি বাধা দিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আপনি যা বললেন, তাতে ক'রে তো বোঝা যায় না, সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌মকে ভালবাসতেন।"

"তুমি ঠিক বলেছ গুস্তাভসন, প্রথমটা তা বোঝা যায় নি বটে। পরে আমি কেন এই ভালবাসার কথা ভেবেছি তা বলছি। তুমি সেই দর্জ্জিমেয়েটির কথা জান, সে যক্ষ্মারোগে কষ্ট পাচ্ছিল। এই ব্যারামের বিরুদ্ধে সে লড়তে ত্রুটি করে নি—পাছে আর কেউ তার ছোঁয়াচ লেগে এই ব্যারাম ধরিয়ে বসে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা ভয়ানক সাবধানে থাকত। তার একমাত্র ছেলেকে সে এই ব্যারাম থেকে বাঁচাতে কত চেষ্টা করেছে। সে আমাদের একদিন বললে, একদিন রাস্তায় হঠাৎ তার বিষম কাশি পায়; সে সন্তর্পণে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের লোক তার কাছে গিয়ে তাকে গাল দিয়ে বললে যে, তার অত সাবধানে থাকার দরকার কি? সে বলেছিল, 'আমারও যক্ষ্মা আছে। ডাক্তার আমাকে সাবধান হতে বলে, কিন্তু আমি সাবধানে হব কেন? আমি সুবিধা পেলেই লোকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাশি, যেন তারাও ব্যারামে প'ড়ে শিগগির

স্বর্গরাজ্য দেখতে পায়। অন্য লোকে আমাদের চাইতে সুখে থাকবে কেন?' সে আর কিছু না ব'লে চ'লে যায়। কিন্তু দুর্ভাগা মেয়েটি এত ভয় পেয়েছিল যে, সমস্ত দিন সে জ্বরে ভুগতে থাকে। মেয়েটি বলেছিল লোকটা শতচ্ছিন্ন বস্ত্র প'রে থাকলেও দেখতে লম্বা ও সুন্দর। তার মুখটা তার ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছিল না বটে, কিন্তু সমস্ত দিন ধ'রে সে দেখেছিল দুটো ভীষণ জ্বলজ্বলে হলদে চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। তার ভয়ের সব চাইতে বেশি কারণ ছিল লোকটা মাতাল ছিল না আর তাকে পাগল ব'লেও বোধ হয় নি। তার কথায়বার্ত্তায় বোধ হয়েছিল যেন সমস্ত মানুষজাতটার ওপর তার ভীষণ ঘৃণা!

"লোকটার বর্ণনা শুনে সিস্টার ঈডিথ তাকে তৎক্ষণাৎ ডেভিড হল্ম ব'লে চিনে নিলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে তার হয়ে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে লাগল। সে মেয়েটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে, সে শুধু ভয় দেখিয়েছে, আসলে তার মতলব খারাপ নয়। সে বললে, 'তা ছাড়া অমন একজন সবল সুস্থ লোকের যক্ষ্মা আছে এ কথনই সম্ভব নয়। তোমাকে এমন ক'রে ভয় দেখিয়ে আমোদ করাটা তার খুবই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তার যক্ষ্মা থাকলেও লোককে অকারণে ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেবার মত রাক্ষস সে নিশ্চয়ই নয়।'

"আমরা প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলাম, আমরা বিশ্বাস করি লোকটা এত ভয়ানক যে, সে যা বলেছে তা করতে একটুও দ্বিধা করবে না। সিস্টার ঈডিথ আরও বেশি জোর দিয়ে তার পক্ষে কথা বলতে লাগল এবং আমরা তাকে এত জঘন্য চরিত্রের লোক ভাবছি দেখে আমাদের ওপর একটু বিরক্তও হ'ল।"

নিশ্চল জর্জের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল যে, সে আশপাশের সমস্ত ঘটনাই দেখিতেছে। সে নত হইয়া তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ডেভিড, আমার মনে হয় এই মেয়েটির কথাই ঠিক, যে মেয়েটি

তোমার বিরুদ্ধে এই অপবাদ অবিশ্বাস ক'রে তর্ক করেছে, সে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।"

সিস্টার মেরী বলিলেন, "গুস্তাভসন, হয়তো সিস্টার ঈডিথের এ ব্যবহার শুদ্ধমাত্র দয়া-প্রণোদিত এবং তার তুদিন পরের ঘটনাটাও হয়তো তাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সিস্টার ঈডিথ নিতান্ত বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরে এল। তার কর্ত্তব্যের পথে অজস্র বিঘ্ন দেখে সে হতাশ হয়ে পড়েছিল, এমন সময় ডেভিড হল্‌ম এসে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে নানা রকমের ঠাট্টা ক'রে বললে যে, এবার থেকে সিস্টার ঈডিথ শান্তিতে নিরুপদ্রবে থাকতে পারবে, কারণ এই শহর ছেড়ে সে চ'লে যাচ্ছে।

"আমি ভেবেছিলাম, এই সংবাদে সিস্টার ঈডিথ সুখী হবে, কিন্তু তার উত্তর শুনে বুঝলাম যে সে ভারী তুঃখিত হয়েছে। সে সহজ ভাবে বললে, ডেভিড শহরে থাকলে সে সুখীই হবে; তাতে ক'রে তাকে সৎপথে আনবার জন্যে সে আরও কিছুদিন চেষ্টা করতে পারবে।

"ডেভিড হল্‌ম বললে যে, সে এজন্যে তুঃখিত; কিন্তু এখানে আর সে কোনও রকমে থাকতে পারে না, সে একটা লোকের খোঁজে সুইডেন যাচ্ছে; লোকটাকে তার চাই-ই; তাকে না পেলে তার শান্তি নেই।"

"সিস্টার ঈডিথ এমন আগ্রহের সঙ্গে এই লোকটার খবর জিজ্ঞেস করলে যে, আমি সিস্টার ঈডিথের কানে কানে বলতে গেলাম, ওই জঘন্য পশুটার কথায় অমন বিশ্বাস যেন সে না করে। ডেভিড হল্‌ম সেটা লক্ষ্য করে নি। সে বললে যে, সে সেই লোকটির খোঁজ পেলেই জানাবে, তাকে যে আর তুনিয়াভোর টো-টো ক'রে ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াতে হবে না, এ শুনে নিশ্চয়ই সিস্টার সুখী হবে।

"এই ব'লে সে চ'লে গেল এবং সম্ভবত সে তার কথা রেখেছিল। অনেককাল আর তার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। আমরা আশা করেছিলাম যে, সিস্টার ঈডিথ আর ওর সম্বন্ধে চিন্তা করবে না, ও লোকটাও আর আমাদের কাছে আসবে না। আমার মনে হ'ত, সে যেখানে যাবে, সেখানেই শনিও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ইতিমধ্যে একদিন একটা মেয়ে আমাদের আশ্রমে এসে সিস্টার ঈডিথের কাছে ডেভিড হল্‌মের খোঁজ করলে। সে বললে যে, সে ডেভিড হল্‌মের স্ত্রী ছিল, তার মাতলামি আর অত্যাচার সইতে না পেরে তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে চুপিচুপি তার ছেলেপিলেগুলো নিয়ে স'রে প'ড়ে তাদের আগের বাড়ি থেকে অনেক দূরে এই শহরে এসেছে। ডেভিড হল্‌মও বিশেষ চেষ্টা করে নি এদের খুঁজে বের করতে। এখন মেয়েটি এক কারখানায় কাজ করে, মাইনে মন্দ পায় না, নিজের আর ছেলেদের স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ভদ্র—দেখলে অভক্তি হয় না। কারখানার মেয়ে-মজুরদের সে অনেকটা অধ্যক্ষের মত এবং যা তার রোজগার ছিল তা দিয়ে বেশ ভাল বাড়িতে দরকারী জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে সুখে থাকতে পারত। আগে যখন সে স্বামীর ঘর করত, তখন তার নিজের আর ছেলেদের পেটের খোরাকই ভাল ক'রে জুটত না।

"সে সম্প্রতি শুনেছে যে, তার স্বামীকে এই শহরে দেখা গেছে, আশ্রমের সিস্টাররা তাকে জানেন, সে তাই স্বামীর খবরাখবর নেবার জন্যে এসেছিল।

"গুস্তাভসন, তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে আর সিস্টার ঈডিথের সেদিনকার মূর্ত্তি দেখতে, তা হ'লে তা কখনও তুমি ভুলতে পারতে না।

মেয়েটি এসে যখন নিজের পরিচয় দিলে সিস্টার ঈডিথের মুখ

ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল, মনে হ'ল যেন সে মৃত্যুশোক পেয়েছে। কিন্তু সে অবিলম্বে সামলে নিলে, তার মুখ-চোখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; মনে হ'ল, সে নিজেকে সম্পূর্ণ জয় করেছে, নিজের ন্য পার্থিব কোনও জিনিস যেন তার কাম্য নেই। সে এমন চমৎকার 'রে ডেভিড হল্‌মের স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললে যে, মেয়েটি কাঁদতে গল। সিস্টার ঈডিথ তাকে একটিও অনুযোগের কথা বলে নি বটে, সে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে ব'লে তার মনে অনুতাপ জাগিয়ে দিয়েছিল। এমন কি তার কথাবার্ত্তা শুনে মেয়েটি নিজেকে নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ভাবতে লাগল; তার স্বামীর প্রতি তার প্রথম-বিবাহিত-যৌবনের ভালবাসা ফিরে এল। সিস্টার ঈডিথ মেয়েটির কাছ থেকে তাদের বিয়ের প্রথম দিককার সংসার-যাত্রাকালে তার স্বামী কেমন ছিল—সেসব কথা জেনে নিলে, স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের বাসনা তার মনে জাগিয়ে দিলে। তুমি মনে ক'রো না গুস্তাভসন যে, সিস্টার ঈডিথ হল্‌মের বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা গোপন রাখছিল—সে কেবল হল্‌মের মনে স্বামীকে তুলে ধরবার, রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছিল। স ইচ্ছায় তার নিজের অন্তর পূর্ণ ছিল।"

দরজার পাশে মৃত্যুযানের চালক পুনরায় নত হইয়া তাহার বন্দীকে লক্ষ্য করিল এবং নিঃশব্দে আবার দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পূর্ব্বতন বন্ধুর মুখে একটা নিবিড় অন্ধকার ভাব। জর্জ তাহা সহিতে পারিতে-ছিল না, সে মুখের আবরণ টানিয়া দিয়া সোজা ভাবে দেওয়ালে ঠেসান দাঁড়াইয়া রহিল।

সিস্টার মেরী বলিলেন, "সিস্টার ঈডিথের সঙ্গে কথপোকথনে হল্‌মের মনে স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে পাপের পথে অবাধে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে অনুতাপ জেগেছিল। এই ভাব সে এই প্রথম অনুভব করলে। বিশ্চি এই প্রথম দিনই তার স্বামীকে তার ঠিকানা জানতে দেওয়ার

কথা হয় নি বটে, তবে পরে সেটাও ঠিক হ'ল। গুস্তাভসন, আমি বিশেষ জোর ক'রে বলতে পারি না, সিস্টার ঈডিথ তার মত পরিবর্ত্তন করিয়ে তাকে বিশেষ কিছু ভরসা দিয়েছিল কি না! তবে আমি জানি যে, সে তার স্বামীকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে বলেছিল। সিস্টার ঈডিথ ভেবেছিল, হয়তো তাতে ক'রে হল্‌মের উপকার হবে। আমি বলতে বাধ্য যে, সে সিস্টার ঈডিথের উৎসাহে এ কাজ করেছিল; ডেভিড হল্‌ম যাদের চরম সর্ব্বনাশ সাধন করতে পারে তাদের সঙ্গে আবার মিলিত হ'ল। আমি এ বিষয়টা অনেক ভেবে দেখেছি ও এখনও ভাবছি। আমি এখনও বুঝতে পারি না যে, যদি হল্‌মের উপর তার নিবিড় ভালবাসা না-ই ছিল, তা হ'লে সে নিজের ঘাড়ে এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিতে স্বীকার পেল কেমন ক'রে?"

মহিলাটি বিশেষ জোর দিয়া শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী রমণীর ভালবাসার কথা শুনিয়া অদৃশ্যদেহধারী দুইজন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শান্ত হইল। যুবকটি চোখের উপর হস্ত আচ্ছাদিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভূমিশায়ী লোকটির মুখে এই ঘরে আনীত হইবার পূর্ব্বে যে ভয়াবহ ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল।

সিস্টার মেরী বলিলেন, "ডেভিড হল্‌ম কোথায় গেছে আমরা কেউই জানতাম না; কিন্তু সিস্টার ঈডিথ এক ভিখারীকে দিয়ে তাকে খবর পাঠাল যে তাকে সে তার স্ত্রী ও ছেলেদের খবর দিতে পারে। সে অবিলম্বে হাজির হ'ল। সিস্টার ঈডিথ স্বামী-স্ত্রীর মিলন করিয়ে দিলে, তাকে ভদ্র পোশাক পরবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে এবং শহরে এক রাজমিস্ত্রীর কাছে তাকে এক কাজও জুটিয়ে দিলে। সিস্টার ঈডিথ হল্‌মের কাছ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি চায় নি। সে জানত, ওই প্রকৃতির লোকদের প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান কৃষকের মত, যে বীজ

আগাছার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে তুলে মাটিতে সে পুঁতে দিলে; তার বিশ্বাস ছিল সে কৃতকার্য্য হবে।

"যদি তার শরীর অসুস্থ হয়ে না পড়ত তবে হয়তো সে কৃতকার্য্য হ'ত, কিন্তু গোড়াতেই সিস্টার ঈডিথের ফুসফুসের ব্যারাম হ'ল। সেটা যখন সেরে আসতে লাগল ও সে শিগগির সম্পূর্ণ সুস্থ হবে ব'লে আমরা আশা করলাম, তখনই সে আবার আক্রান্ত হ'ল ও আমরা তাকে স্বাস্থ্যাগারে পাঠাতে বাধ্য হলাম।

"ডেভিড হল্‌ম তার স্ত্রীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছিল, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই, তুমি তা বেশ জান। আমরা খালি সিস্টার ঈডিথকে এ বিষয়ে কিছু জানতে দিই নি। জানলে সে ব্যথা পেত, আমরা আশা করেছিলাম যে, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই দেহত্যাগ করবে, কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয়, সে সমস্ত জানে, কেমন ক'রে তা বলতে পারি না।

"ডেভিড হল্‌মের সঙ্গে তার যে অদ্ভুত অপার্থিব বন্ধন ছিল তা এত নিবিড় যে, আমার বিশ্বাস সে কোনও অলৌকিক উপায়ে ডেভিড-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার জানতে পারে এবং সে সমস্ত জানে ব'লেই আজ সমস্ত দিন তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ছটফট করছে। সে ডেভিডের স্ত্রী ও ছেলেদের অকথিত যন্ত্রণার কারণ হয়েছে এবং তার কৃতকার্য্যের প্রতিকার করবার আর বেশি সময় নেই। আর আমরাও এমন অসহায় যে, ডেভিডকে এখানে নিয়ে এসে তার মৃত্যুকালে কিছু সাহায্য করব, তাও পরছি না।"

যুবকটি প্রশ্ন করিল, "সিস্টার মেরী, তাতে লাভ হবে কি? তিনি এত দুর্ব্বল যে, তাকে কিছু বলবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।"

সিস্টার মেরী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তার হয়ে আমিই ডেভিডকে কথা বলব। মৃত্যু-শয্যাপাশে যদি আমি কথা বলি, তা হ'লে সে বোধ হয় তা শুনবে।"

"তাকে আপনি কি বলবেন? বলবেন কি সিস্টার ঈডিথ তাকে ভালবাসতেন?"

সিস্টার মেরী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বুকের উপর হস্ত রাখিয়া নিমীলিত নেত্রে উর্দ্ধমুখী হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ভগবান, দয়া ক'রে সিস্টার ঈডিথের মৃত্যুর আগে ডেভিড হল্‌মকে তার কাছে এনে দাও। তাকে বুঝিয়ে দাও সিস্টার ঈডিথ তাকে কত ভালবাসত! তার ভালবাসার আগুন যেন তার আত্মার কঠোরতাকে গলিয়ে দেয়। ভগবান, তার এই ভালবাসা কি ডেভিড হল্‌মের অন্তরকে গলাতে পারবে না? হে শক্তিমান, তুমি আমায় সাহস দাও, আমি যেন সিস্টার ঈডিথকে এই দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার চেষ্টা না করি—যেন তার প্রেমের আগুনে ডেভিডের আত্মা পূত হয়। ভগবান, এই প্রেম সে অনুভব করুক—আত্মার মধ্যে স্নিগ্ধ সমীরণ-প্রবাহের মত, দেবদূতের পক্ষ-বিধূনিত বাতাসের মত, পূর্ব্বাশার তমিস্রাবিদারী নবোদিত অরুণের মত। সে যেন না ভাবে যে, আমি তাকে তার কৃতকার্য্যের ফল দেখিয়ে প্রতিহিংসা নিচ্ছি। তাকে বুঝিয়ে দাও যে, সিস্টার ঈডিথ কি নিবিড়ভাবে তার অন্তরাত্মাকে ভালবেসেছে, যে আত্মাকে সে নিজেই পিষে নষ্ট করতে চেয়েছে। হে ভগবান!—"

সিস্টার মেরী সহসা চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন। যুবকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোট গায়ে দিতেছিল।

সে ধরা গলায় বলিল, "সিস্টার মেরী, আমি তাকে আনতে চললাম তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।"

ডেভিড হল্‌ম দরজার পার্শ্ব হইতে জর্জকে সম্বোধন করিয়া বলিল "জর্জ, এখনও কি যথেষ্ট হয় নি? যখন আজ প্রথমে এখানে এসেছিলাম তখন ওদের কথাবার্ত্তায় মুগ্ধই হয়েছিলাম, আমার মন নরম হয়েছিল—এইভাবে কথাবার্ত্তা চললে হয়তো অনুতপ্ত হয়ে পড়তাম, কিন্তু আমার

সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা না বলতে ওদের সাবধান করা তোমার উচিত ছিল।”

মৃত্যুযানের চালক উত্তর করিল না, ইঙ্গিতে ঘরের দিকে তাহাকে লক্ষ্য করিতে বলিল। খর্ব্বাকৃতি এক বৃদ্ধা ভিতরের ঘরের ক্ষুদ্র দরজা দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে নিঃশব্দে কথোপকথননিরত দুইজনের পাশে আসিয়া গভীর আবেগে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “সময় হয়ে এসেছে—এখনই বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-সম্ভাষণ

মৃত্যুশয্যায় শায়িত সিস্টার ঈডিথ সভয়ে অনুভব করিল, ধীরে ধীরে তাহার জীবন নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। তাহার শারীরিক কোন যন্ত্রণা ছিল না বটে, কিন্তু মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে প্রবল চেষ্টা করিতেছিল; রোগীর সেবায় রাত্রি জাগিতে গিয়া ঘুমের সহিত সে ঠিক এমনই যুদ্ধ করিত।

ঘুম দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিত, তোমার প্রলোভন খুব মধুর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি লোভ কাটাইয়া উঠিব। ক্বচিৎ কখনও দুই-এক মিনিটের জন্য সে ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, কিন্তু চিন্তাভারাক্রান্ত মনে অবিলম্বে জাগিয়া উঠিয়া আপনার কর্ত্তব্যে মন দিয়াছে।

আজ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া সে কত রকমের কল্পনা করিতে লাগিল। খুব ঠাণ্ডা একটা ঘর, তাহাতে একটি চওড়া পুরু বিছানা পাতা, পালকের মত নরম বালিশ, তুষার-শীতল বিশুদ্ধ হাওয়া অবাধে ঘরে

প্রবেশ করিতেছে—নিশ্বাস লইতে তাহার আর কোনও কষ্ট নাই; অপরিসীম আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই ঘরে এই লোভনীয় শয্যায় শুইয়া প্রগাঢ় ঘুমে মগ্ন হইয়া দেহের ক্লান্তি দূর করিতে সে ব্যাকুল, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছে পাছে তাহার এই সুখনিদ্রা না ভাঙে! তাই আজিও সে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তি ভোগ করিবার সময় এখনও তাহার আসে নাই।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া ঈডিথ ক্ষুব্ধ হইল; তাহার মুখে ব্যর্থ অনুযোগের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে অধিকতর উগ্র দেখাইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল, তোমরা কি নিষ্ঠুর! আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টাই তোমরা করিতেছ না আমি যখন সুস্থ ছিলাম, তখন বহুবার অসময়ে তোমাদের কাজে বাহির হইয়াছি; আমি যাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাই, তাহাকে তোমরা এখনও আনিতে পারিলে না!

সে নিমীলিত নেত্রে কিসের যেন প্রতীক্ষায় জাগিয়া ছিল; এমনই নিবিষ্টচিত্তে কান পাতিয়া ছিল যে, ঘরের ভিতরকার সামান্য শব্দও সে স্পষ্ট শুনিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল, পাশের ঘরে কোনও আগন্তুক প্রবেশ করিয়াছে ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। চকিতে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতরভাবে তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ও যে রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ওকে এখানে নিয়ে এস না!"

মা উঠিয়া মাঝের দরজা খুলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিলেন। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও ঘরে তো কেউ আসে নি মা, শুধু সিস্টার মেরী আর গুস্তাভসন ওখানে ব'সে আছে।"

রোগিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু

তাহার তখনও মনে হইতেছিল, যেন ঠিক দরজার পাশে বসিয়া কে অপেক্ষা করিতেছে! যদি তাহার জামা-কাপড়গুলি বিছানার কাছাকাছি তাহার নাগালের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে সে নিজে গিয়া তাহার সহিত কথা বলিত। মাকে কিছু বলিতে তাহার ভরসা হইতেছিল না; তিনি কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিবেন না।

অসহায় অবস্থায় শুইয়া শুইয়া সে বাহিরের ঘরে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল; অন্তত সে একবার ঘরখানি দেখিয়া আসিবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সে ওই ঘরে আসিয়াছে; সম্ভবত আগন্তুক ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই বলিয়া তাহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে মা আপত্তি করিতেছেন। হয়তো মা ভাবিতেছেন, উহার সহিত দেখা হওয়ায় কিছু ফল হইবে না; মৃত্যুকালে তাহার সহিত দেখা হওয়া না-হওয়ায় আমার কিছু যাইবে আসিবে না।

অনেক ভাবিয়া সে একটা চমৎকার উপায় স্থির করিল। "মাকে বলব, আমাকে ওই বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে, মরার আগে ঘরটি আর একবার দেখতে চাইব, মা তা হ'লে আর আপত্তি করতে পারবেন না।"

সে মাকে তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ভাবিতে লাগিল, মা তাহার চালাকি বুঝিতে পারিলেন কি না! সে ঘর পরিবর্ত্তন করিতে চায় বটে, কিন্তু হাঙ্গামা কম নয়।

মা বলিলেন, "এখানে কি খুব কষ্ট হচ্ছে ঈডিথ? অন্য দিন তো তুমি এখানে থাকতেই ভালবাসতে মা।"

পীড়িত সন্তানের খেয়াল পরিতৃপ্ত করাটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ঈডিথ মনে করিল, মা তাহাকে শিশু ভাবিয়া অবহেলা করিতেছেন। সেও শিশুর মত আবদার করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহিল।

সে বলিল, "মা, বড় ঘরে যেতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে। সিস্টার মেরী আর গুস্তাভসন আমায় ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবে। তুমি তাদের ডাক না। আমি বেশিক্ষণ ওখানে থাকব না।"

মা বলিলেন, "তুমি ও ঘরে গেলেই আবার এখানে আসবার জন্যে ছট-ফট করবে।" তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে উপবিষ্ট গুস্তাভসন ও সিস্টার মেরীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

সিস্টার ঈডিথ শৈশবাবস্থায় যে ছোট্ট চৌকিখানিতে শুইত, আজ তাহাতেই শায়িত ছিল বলিয়া সিস্টার মেরী, গুস্তাভসন ও তাহার মা অনায়াসে তাহাকে তুলিতে পারিলেন। বড় ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে রান্নাঘরের দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সেখানে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিল, সে ঠিক দেখিতেছে কি না! হতাশায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। আশৈশব পরিচিত মধুর স্মৃতিরঞ্জিত ঘরখানির দিকে একবারও না চাহিয়া সে চক্ষু মুদিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বোধ হইল যেন দরজার পাশে কেহ দাঁড়াইয়া আছে।

সে ভাবিল, "না, অসম্ভব, আমার ভুল হয় নি। ওখানটায় নিশ্চয় কেউ আছে—সে কিংবা আর কেউ।"

সে ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘরটি পরীক্ষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বোধ হইল, দরজার পাশে কি একটা দাঁড়াইয়া আছে; ছায়ার মতও পরিস্ফুট নয়, এ যেন উপচ্ছায়া।

মা অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার উপর ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এসে একটু আরাম পাচ্ছ ঈডিথ?"

ঈডিথ মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার কানে কানে বলিল, সে অত্যন্ত খুশি হইয়াছে। ঘরখানিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সে রান্নাঘরের দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

সে কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, দরজার পাশে সে কিসের

ছায়া দেখিল ; অথচ এটা বাহির করিতেই হইবে—এ যে প্রায় তাহার জীবনমরণের সমস্যা। সে ভাবিতে লাগিল।

তিনজনে ধরাধরি করিয়া চৌকিখানি ঘরের অপর প্রান্তে বসিবার ঘরে রাখিলেন। সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিটি যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, চৌকিটি তাহার দূরতম স্থানে রক্ষিত হইল। ঈডিথ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ঈডিথ অস্ফুটস্বরে মায়ের কানে কানে বলিল, "এখানটা দেখা হয়েছে মা ; এবার আমায় ওই ধারটায় নিয়ে চল না!"

ঈডিথ লক্ষ্য করিল, মাতা ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া অন্য দুইজনের মুখের পানে চাহিলেন ; তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। ঈডিথ ভাবিল চৌকাঠের পার্শ্বস্থিত ছায়ামূর্ত্তির নিকটে তাহাকে লইয়া যাইতে ইঁহারা ইতস্তত করিতেছেন। সে মূর্ত্তিটি কাহার সে বিষয়ে ক্রমশ তাহার ধারণা স্পষ্টতর হইতেছিল ; কিন্তু তাহার মনে কোনও ভয় জাগিল না ; সে তো তাহারই সঙ্গে মুখামুখি বোঝাপড়া করিতে চায়।

সে আবার কাতরভাবে মা ও বন্ধুদের দিকে চাহিল। বাধা দিতে তাঁহাদের মন সরিল না।

ঘরের ঠিক মাঝখানে আসিয়া ঈডিথ একটি অন্ধকার আকৃতির অস্পষ্ট আভাস পাইল ; তাহার হস্তস্থিত কাস্তেখানিও তাহার লক্ষ্য এড়াইল না। ডেভিড হল্‌ম সে নয়। সে কে, এতক্ষণে সে তাহা বুঝিল, এবং তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য মনস্থির করিল।

তাহাকে আরও কাছে যাইতে হইবে ; তাহার মুখে কাঙালের মত বেদনাকাতর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ইঙ্গিতে তাহাকে রান্নাঘরের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে বলিল। তাহার এই অস্থিরচিত্ততা দেখিয়া তাহার মা এত ব্যথিত হইলেন যে, তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। ঈডিথ একটু ম্লান হাসি হাসিল। তাহার মনে হইল, মা তাহার শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছেন। সে তখন নিতান্ত ছোট ; রান্নাঘরে

মা রান্না করিতেন ; সে স্টোভের সম্মুখে শান্তভাবে বসিয়া থাকিত আগুনের আঁচে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। বালিকা বসিয়া বসিয় স্কুলে এবং বাহিরে নূতন জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলির কথা অনর্গল বকিয়া যাইত আজ মা তাহার সেই শিশু-সন্তানকে যেন কোলে পাইয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর নিদারুণ শূন্যতা তাঁহার মনে হাহাকার তুলিতেছে।

মায়ের দুঃখে ঈডিথ দুঃখিত, কিন্তু মায়ের কথা বেশি ভাবিবার সময় নাই। জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, হয়তো মুহূর্ত্ত কয়েক আর অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যেই তাহার জীবনের আরব্ধ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিতে হইবে, অন্য দিকে মন দিবার তাহার অবসর কোথায় ?

রান্নাঘরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্ত্তিকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লোকটির দেহ সুকৃষ্ণ-আচ্ছাদনাবৃত, মস্তক ও মুখ টুপি দিয়া ঢাকা, হাতে একখানি কাস্তে। সিস্টার ঈডিথ নিঃসংশয়ে বুঝিল, সে কে।

সে মনে মনে বলিল, "তাই তো, এ যে দেখছি মৃত্যুদূত।" দূত একটু তাড়াতাড়ি আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইলেও সে দমিল না।

ঈডিথকে নিকটে আনীত হইতে দেখিয়া মৃত্তিকাশায়িত হস্তপদবদ্ধ মূর্ত্তিটি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিল, রোগিণীর দৃষ্টি হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে চায়। সে সভয়ে দেখিল, মেয়েটি ঘন ঘন দরজার দিকে চাহিতেছে এবং যেন সে কিছু দেখিয়াছে। ঈডিথ তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহার চরম অবমাননা হইবে। কিন্তু হল্‌মের সৌভাগ্যবশত ঈডিথের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল না, সে মাত্র জর্জ্জের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হল্‌ম দেখিল, মেয়েটি তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া ইশারা করিয়া জর্জকে ডাকিল। জর্জ তাহার মুখাবরণ আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া জড় প্রস্তরমূর্ত্তির মত তাহার কাছে গেল, তাহার মুখে বিন্দুমাত্র কোনও

ভাবের ছায়া ছিল না। ঈডিথ মৃদু হাসিয়া তাহাকে অস্ফুট ভাষায় অভিবাদন করিল। তাহার শয্যাপার্শ্বস্থিত জীবিতদের মধ্যে কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইল না। সে বলিল, "দেখ, তোমাকে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না। আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু আজ না। আমাকে আরও একদিন সময় দাও। ভগবান যে কাজের জন্যে আমায় সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তার আরও খানিকটা বাকি আছে; আমাকে সেটা শেষ করতে দাও।"

ডেভিড হল্‌ম সন্তর্পণে মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিল; দেখিল, তাহার অন্তরের শুচিশুভ্রতা তাহার ধ্বংসোন্মুখ দেহকেও একটা অপূর্ব্ব অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তাহাকে মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছে। সেই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের পায়ে মাথা আপনি অবনত হয়; ডেভিডের কাছে তাহা এমনই লোভনীয় মনে হইল যে, সে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

ঈডিথ জর্জকে বলিল, "তুমি বোধ হয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না, আর একটু কাছে স'রে এস; অন্যের অগোচরে আমি তোমাকে দু-চারটে কথা মাত্র বলব।"

জর্জ নত হইয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, তাহার মস্তকাবরণ প্রায় ঈডিথের মুখস্পর্শ করিল। সে বলিল, "তুমি যত আস্তেই কথা বল, আমি শুনতে পাব।"

ঈডিথ এমন অস্ফুট নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিল যে, মা, সিস্টার মেরী কিংবা গুস্তাভসন কেহই তাহার ঠোঁটের কাঁপুনি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না। কেবলমাত্র জর্জ ও ডেভিড হল্‌ম তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

সে বলিল, "আমি জানি না, তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছ কি না। কিন্তু আমার একান্ত প্রার্থনা, আমাকে আর একদিন সময়

দিতে হবে। আমার বড্ড দরকার। মৃত্যুর পূর্ব্বে একজনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, তাকে বোঝাতে হবে। তুমি জান না, আমি কি অন্যায় করেছি। আমার নিজের বুদ্ধি আর কল্পনার উপর বিশ্বাস ক'রে কি ভুলটাই না করেছি, তুমি যদি জানতে! এই অন্যায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি ভগবানের দরবারে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ মুখে!"

সেই চরমদিনের বিচারভয়ে তাহার চক্ষু আয়ত হইল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বলিতে লাগিল, "গোড়াতেই আমার বলা উচিত যে, যার কথা বলছি তাকে আমি ভালবাসি। তুমি কি বুঝতে পারছ? আমি তাকে ভালবাসি।"

মৃত্যুযানের চালক উত্তর দিল, "কিন্তু সিস্টার, লোকটা—"

সিস্টার ঈডিথ তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া বলিতে লাগিল, "এ কথা যখন বলছি, তখন বুঝতে পারছ আমার তাকে প্রয়োজন কতখানি। আমি যে ওই লোকটিকে ভালবাসি—এটা স্বীকার করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি এই ভেবে বিশেষ লজ্জিত, আমি এত নীচমনা হয়ে পড়েছি যে অন্যের বিবাহিত স্বামীকে ভালবেসেছি। এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে আমি অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু জয়লাভ করি নি। আমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করেছি, আমি এত হীন যে পতিতাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক না হয়ে আমি তাদেরই মত পতিত হয়েছি।"

মৃত্যুদূত এক হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার ললাট স্পর্শ করিল এবং কোনও কথা না বলিয়া মেয়েটির ব্যথিত ইতিহাস শুনিতে লাগিল।

"একজন বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসাটাই আমার চরম গ্লানি নয়, আমার সব চাইতে দুঃখ এই যে, আমি ভালবেসেছি একজন দুর্ব্বৃত্তকে আমি জানি না কেমন ক'রে তাকে আত্মসমর্পণ করলাম। হয়তো ভেবে-

ছিলাম ওর মধ্যেও কিছু সদ্‌গুণ চাপা প'ড়ে আছে। কিন্তু আমি বার বার প্রতারিত হয়েছি। আমি নিজে নিশ্চয় পাপী, নইলে বিপথে যাব কেন! হায় হায়, তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে মরতে চাই। নইলে আমি শান্তি পাব না। মরবার আগে আমি তার একটু পরিবর্ত্তন দেখে যেতে চাই।"

জর্জ সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি কি যথেষ্ট চেষ্টা কর নি?"

সিস্টার ঈডিথ চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরেই সে চক্ষু মেলিয়া জর্জের দিকে চাহিল। কি যেন নূতন আশায় তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি হয়তো ভাবছ, আমি নিজের জন্যে এত সব বলছি বা দুঃখ করছি। অন্য সবারই মত তুমিও হয়তো ভাবছ যে, তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আমি তার ভালমন্দের কথা ভাবছি না। না, আমি তারই কথা খালি ভাবছি। খানিকক্ষণ পরেই পৃথিবীর সকল মায়ার বাঁধন কেটে আমি চ'লে যাব; আমার নিজের জন্যে আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। আজকে একটা ঘটনার কথা তোমায় বলছি, তাতে বুঝতে পারবে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এত ব্যাকুল কেন।"

সিস্টার ঈডিথ আবার চোখ বুজিল এবং সেই অবস্থাতেই বলিতে লাগিল, "আজকের বিকেলের ঘটনা। আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারব না, ঘটনাটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল। এটা স্বপ্ন কি সত্য এখনও আমি ঠাহর করতে পারছি না। আজ বিকেলে আমি হাতে একটা টুকরি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, সম্ভবত কোন গরিব লোকের জন্যে খাবার নিয়ে চলেছিলাম। একটা বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম—সে বাড়িতে আর কখনও গেছি ব'লে মনে হয় না। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। আশেপাশে মস্ত মস্ত উঁচু বাড়ি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর যে বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি ব'লেই মনে হ'ল। আমি অবাক হয়ে

ভাবতে লাগলাম, খাবার নিয়ে সেই সমৃদ্ধ পল্লীতে আমি এলাম কেন! হঠাৎ দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট কুঁড়ে-ঘর। সম্ভবত মুরগী রাখার ঘর হিসারে সেটা তৈরি হয়েছিল; কিন্তু সম্প্রতি সেটাতে যে মানুষ বসবাস করছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দেয়ালে কাগজের আর কাঠের টুকরো পেরেক দিয়ে ঠোকা; গোটা দুই-তিন ছোট্ট জানলা। ছাদে লোহার পাতের দুটো চিমনি; তার একটা দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছিল; ঘরে নিশ্চয়ই লোক আছে। সম্ভবত ওইটাই গন্তব্য স্থান। একটা খাড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একটা পায়রার খোপের মত ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে দরজায় ডাকাডাকি না ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

"ঘরের মাঝখানে তিনটি স্ত্রীলোক গভীরভাবে কি যেন আলোচনা করছিল—আমাকে কেউ লক্ষ্য করলে না। আমি তাদের নজরে পড়বার অপেক্ষায় এক পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মনে হ'ল, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনে আমি সেখানে গেছি। ঘরখানার দুরবস্থা দেখে মনে হ'ল যেন কোনও খামার-বাড়ি। মানুষের বাসস্থান এমন বিশ্রী হতে পারে না। আসবাবপত্রের বিশেষ কোনও বালাই ছিল না—একখানি চৌকিও না। এক কোণে শতচ্ছিন্ন একটা তোষক পাতা ছিল; শোবার বিছানা হতে পারে। চেয়ার একটাও ছিল না, একটা সস্তা দেবদারু কাঠের ভাঙা টেবিল এক কোণে প'ড়ে ছিল।

"তিনজনের একজনকে হঠাৎ চিনতে পারলাম, সে ডেভিডের স্ত্রী। বুঝলাম কোথায় এসেছি। আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখন ওরা নিশ্চয়ই বাসা বদলেছে। কিন্তু ওদের অবস্থা এমন খারাপ হ'ল কি ক'রে কিছুতেই সেটা ঠিক করতে পারলাম না। আসবাবপত্র সব গেল কোথায়? সুন্দর সুন্দর ফুলের টবগুলি নেই। সেলাইয়ের কলটিই বা

কোথায় ? আরও সমস্ত জিনিস যা ডেভিডের বাড়িতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছিল, তার একটাও সেখানে ছিল না।

"ডেভিডের স্ত্রীকে দেখে চমকে উঠলাম—যেন হতাশার প্রতিমূর্ত্তি ; লজ্জানিবারণ করবার মতন বস্ত্রও তার ছিল না। গত বছর শীতের সময় তাকে যেমন দেখেছি, এখন তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে ধ'রে তার খবর জানবার জন্যে আকুল আগ্রহ হ'ল, কিন্তু দুটি অপরিচিত সম্ভ্রান্ত মহিলা তার সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি আলোচনা করছেন দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম ; গুরুতর কিছু যেন ঘটেছে মনে হ'ল। ব্যাপারটা অবিলম্বে বুঝে নিলাম ; ডেভিডের ছেলে দুটিকে কোনও অনাথ আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে ; বাপের যক্ষ্মার ছোঁয়াচ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, দুটি ছেলের কথা হচ্ছে কেন ! আমি জানতাম, ডেভিডের তিন ছেলে। অল্পপরেই কারণ বোঝা গেল। ডেভিডের স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে দয়ালু মহিলাদের একজন অত্যন্ত সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন যে, আশ্রমে তার ছেলেদের প্রায় বাড়ির মতই যত্ন হবে। ডেভিডের স্ত্রী বললে, 'ডাক্তার, আমি তা জানি। আমার এই দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন। ছেলেদের অন্য কোথাও না পাঠালে আমাকে এর চাইতে বেশি কাঁদতে হবে। আমার কোলের ছেলেটিকে এরই মধ্যে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। তার কষ্ট যখন দেখি তখন মনে হয় এ দুটিকে যদি কেউ দয়া ক'রে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান আমি সুখী হব এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'"

"ডেভিডের স্ত্রীর কথা শুনে অনুতাপে আমার মন ভ'রে গেল। ডেভিড হল্‌ম তার স্ত্রীর ও ছেলেদের কি সর্ব্বনাশটাই না করেছে ! আর এর জন্যে আসলে দায়ী আমি। আমিই তো পরামর্শ দিয়ে ওকে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করেছি। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আমি কাঁদতে লাগলাম। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, ঘরের আর তিনজন আমাকে লক্ষ্য করলে না।

"ডেভিডের স্ত্রী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আমি রাস্তায় গিয়ে ছেলেদের ডেকে আনছি। তারা কাছাকাছি কোথাও খেলা করছে।' আমার গা ঘেঁষে সে চ'লে গেল ; তার ছেঁড়া জামা আর শরীর আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি হঠাৎ বিহ্বলভাবে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার জামার কোণে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম—কথা বলবার শক্তি আমার ছিল না। এই মেয়েটির উপর যে অন্যায় আমি করেছি এই সামান্য অনুতাপে তার প্রতীকার হয় না। সে যেন আমাকে লক্ষ্য করে নি—এই ভাব দেখিয়ে চ'লে গেল। প্রথমটা ভারি অবাক হলাম পরে মনে হ'ল, সে আমাকে ক্ষমা করে নি। যে তার জীবনকে এমন ভাবে নষ্ট করেছে তার সঙ্গে কথা না বলাটা তার বিশেষ অন্যায় হয় নি।

"হতভাগিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই মহিলাদের একজন তাকে ডেকে বললেন, 'ছেলেদের ডাকবার আগে আর একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে হবে।' তিনি হাত-বাক্স থেকে একটা কাগজ বের ক'রে প'ড়ে শোনালেন। সেটা একটা ছাপা অনুমতিপত্র, তাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল যে, যতদিন তাদের বাড়িতে যক্ষ্মার ছোঁয়াচ থাকবে ততদিন এই ছেলেদের বাপ মা তাদের আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দিচ্ছেন। এই কাগজে ছেলেদের বাবা ও মা দুজনেরই সই চাই।

"ঘরটির অন্যদিকে আর একটা দরজা ছিল—সেদিক দিয়ে ডেভিড ঘরে ঢুকল। মনে হ'ল যেন সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবার সুযোগ খুঁজছিল। তার গায়ে সেই শতচ্ছিন্ন জামা—চোখে সেই শয়তানী দৃষ্টি তাকে দেখে মনে হ'ল যেন সমস্ত ঘটনাটি সে বেশ উপভোগ করছে—যেন এই দুঃখ-যন্ত্রণার দৃশ্যে সে খুশি হয়েছে। সে যে তার ছেলেদের কত ভালবাসে, একজনকেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে যা কষ্ট হচ্ছে, অন্য

দুজনকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না—ইত্যাদি কত কি ব'লে যেতে লাগল।

"ভদ্রমহিলা দুজন তার কথা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে না শুনে শুধু এই মাত্র বললেন যে, ছেলেদের দূরে না পাঠালে তাদের বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। ডেভিডের স্ত্রী ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে তার স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, শিকার যেমন আর্ত্ত-ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে শিকারীর দিকে চায়। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, যতটা অন্যায় করেছি ব'লে ভাবছিলাম তার চাইতে ঢের বেশি অন্যায় করেছি। যেন র ওপর ডেভিডের একটা গভীর ঘৃণা আছে। সে আমার কথায় সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করবার আশায় তার স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করতে চায় নি; শুধু স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করবার সুবিধা পাবার জন্যেই আবার সংসার করছে।

"পিতার স্নেহ সম্বন্ধে সে ভদ্রমহিলাদের মস্ত একটা বক্তৃতা দিলে। তাঁরা বললেন যে, ডাক্তারের পরামর্শমত চ'লে সে পিতৃস্নেহের পরিচয় দিক। ছেলেদের কাছে রেখে ব্যারাম ধরিয়ে দেওয়াটা পিতৃস্নেহ নয়। তারা বাড়িতে থাকলে তাদের ছোঁয়াচ লাগবেই। ডেভিডের মনের ক্রূর অভিসন্ধি ওঁরা টের না পেলেও আমি তা স্পষ্ট অনুভব করলাম। ছেলেদের মঙ্গলে তার কিছু যায় আসে না, আসলে সে তাদের কাছে রেখে কষ্ট দিতে চায়।

"স্বামীর এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে স্ত্রী উন্মত্তের মত ভয়ানক আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, 'ও খুনে, আমাকে আর ছেলেদের একেবারে মেরে না ফেলে ও ছাড়বে না। এমনই ক'রেই আমার ওপর ও শোধ নিচ্ছে।'

"ডেভিড হলুম বিষম বিরক্তিতে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'মোট কথা ও কাগজে আমি সই করছি না।' মহিলা দুজন রাগ ক'রে অনুরোধ ক'রে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ডেভিডের স্ত্রী

উত্তেজিত হয়ে তাকে গালাগালি দিতে লাগল। ডেভিডের মন গল্‌ না। সে শান্ত নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, ছেলেদের না হ'ে তার চলবে না। সব শুনে যন্ত্রণায় আমি অধীর হয়ে উঠলাম। মহিল দুজন রাগে লাল হয়ে উঠলেন, ডেভিডের স্ত্রী অকথ্য ভাষায় তাকে গা দিতে লাগল; আমি দুঃখে অভিভূত হয়ে কাঁদতে লাগলাম। ওরা তে কেউ ওকে ভালবাসে না, আমি ভালবাসি ব'লেই ব্যথা পেলাম। ঘরে কোণ থেকে ছুটে গিয়ে তাকে অনুরোধ করবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। কে যেন আমাকে ওই জায়গায় জোর ক'রে ধ'ে রেখেছে, এ রকম একটা অদ্ভুত ভাব আমার মনে এল। পরে ভাবলাম কি হবে এর সঙ্গে তর্ক ক'রে, একে বোঝাতে চেষ্টা ক'রে—একে সৎপথে আনার একমাত্র উপায় ভয় দেখানো। ওর স্ত্রী কিংবা আর দুজনে কেউ ওকে ভগবানের দোহাই পাড়ে নি, তাঁর ক্রোধ যে এই পাপের জন্যে তাকে দ'গ্ধে মারবে, সে কথাও কেউ বললে না। আমার মনে হ'ল, ঈশ্বরের বজ্র আমার হাতে, কিন্তু আমি তা প্রয়োগ করতে অক্ষম।

"ঘরের মধ্যে সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। মহিলা দুজন যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁদের কিংবা ডেভিডের স্ত্রীর চেষ্টায় কোনও ফল হ'ল না। ডেভিডের স্ত্রী নির্ব্বাকভাবে গভীর হতাশায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি কথা বলবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করলাম—মনের কথাগুলো যেন জিভকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি বলতে চাইলাম, 'শয়তান তুমি কি মনে কর তোমার মনের কথা আমরা কেউ বুঝি নি? আমি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসনের তলায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে ডাকছি। সেই পরম বিচারকর্ত্তার কাছে আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। তোমার সন্তানদের হত্যা করার চেষ্টার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষী দেব।'

"যখন এই কথা বলবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি, তখনই দেখি আমি

ডভিডের ঘরে দাঁড়িয়ে নেই, আমার মায়ের ঘরে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। তখন থেকে আমি ডেভিডকে কতবার ডেকে পাঠালাম, কিন্তু সে এখানে এল না।”

সিস্টার ঈডিথ যতক্ষণ এই গল্প বলিতেছিল, ততক্ষণ তাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। এখন সে আয়ত চোখ মেলিয়া গভীর বেদনার সহিত জর্জের দিকে চাহিল।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া সিস্টার ঈডিথ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, “দেখ, তার সঙ্গে একটিবার দেখা না হ’লে আমি মরতে পারব না, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এ অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইবে না—তার স্ত্রীপুত্রের কথা ভেবেও আমায় একটু সময় দাও।”

ডেভিড হল্‌ম অবাক হইয়া জর্জকে দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত লোক তা! মুমূর্ষু মেয়েটিকে একটি কথা বলিলেই তো চুকিয়া যায়! জর্জ তো বলিয়া দিলেই পারে যে, ডেভিড হল্‌মের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইয়াছে; এই দুনিয়ার লীলা-খেলাতে তার এখন ‘প্রবেশ নিষেধ’; স্ত্রীপুত্রের অনিষ্ট তো দূরের কথা! তা না, জর্জ আসল কথাটা গোপন রাখিয়া মেয়েটাকে আরও যন্ত্রণা দিতেছে—একেই তো বেচারা দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জর্জ জিজ্ঞাসা করিল, “সিস্টার ঈডিথ, ডেভিড হল্‌মের উপর তোমার কি কোনও জোর খাটবে মনে কর? সে অতি নির্ম্মম, হৃদয়হীন—সহজে তার মন গলবে না। তুমি আজ শুয়ে শুয়ে যে-ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছ সেটা আসলে হয়তো সত্যি নয়। তার প্রতিহিংসা কতটা বীভৎস হতে পারে—তার মনের রাগ কাজে খাটাতে পারলে সে কি করতে পারে, তুমি তারই পরিচয় পেয়েছ।”

সিস্টার ঈডিথ চীৎকার করিয়া উঠিল, “না, না, অমন কথা ব’লো না—আমার ভারী কষ্ট হয়।”

মৃত্যুযানের চালক বলিল, "আমি তাকে তোমার চাইতেও ভাল ক'রে জানি। ডেভিড হল্‌ম কেমন ক'রে এতটা অধঃপতনে গেল ইতিহাসও আমি জানি। সে বরাবর এমনটি ছিল না।"

সিস্টার ঈডিথ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "সেকথা শুনতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে—তুমি বল। হয়তো সমস্তটা শুনে আমি তাকে ভা ক'রে চিনতে পারব।"

জর্জ বলিতে লাগিল, "অনেকদিন আগের কথা। ডেভিড ত এ শহরে আসে নি ; তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, জেলখানা ে একজন কয়েদী খালাস পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ; জেলখানার দরজা তার জন্যে কেউ অপেক্ষা ক'রে ছিল না। মূঢ়ের মত, সে সেখাে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে তখনও একটু ক্ষীণ আশা জাগছিল—কে হয়তো আসবে তার এই দুঃখ-মুক্তির সময় অভিনন্দন জানাতে। ছা পাওয়াতে যে আনন্দ তার হচ্ছিল, সে একলা যেন সেটা উপভোগ করে পারছিল না ; এই সুখের সময় তার মন সঙ্গী খুঁজছিল। মদ খে মাতলামি করার জন্যে লোকটার কয়েদ হয়েছিল।

"লোকটার দুর্ভাগ্য—সে বাইরে এসেই একটা মর্ম্মান্তিক আঘা পেলে ; সে খবর পেলে যে, তার কয়েদ-অবস্থায় তার ভাই অধঃপতনে ধাপে ধাপে দ্রুত নামতে শুরু করে, শেষে একদিন মাতাল হয়ে একা লোককে খুন ক'রে বসে ; সম্প্রতি সে জেলে আছে। জেলখানায় ে ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানতে পারে নি ; জেলের ধর্ম্মযাজকই প্রথম তাে খবরটা দিয়ে তার ছোট ভাই যে কুঠরিতে আটক ছিল, সেখানে নি গেলেন। সে তখন হাতকড়া-লাগানো অবস্থায় চুপটি ক'রে ব'সে ছিল- জেলের কুঠরির ভেতরেও তাকে হাতকড়া দিয়ে রাখতে হয়েছিল, কার সে শান্তভাবে জেলে থাকতে চায় নি। ভাইয়ের কাছে নিয়ে গি যাজকটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে চিনতে পারছ কি ?' ভাইকে এ

অবস্থায় দেখে কয়েদ-খালাস লোকটা মর্ম্মাহত হ'ল; ভাইকে সে প্রাণ ভ'রে ভালবাসত। ধর্ম্মযাজক বললেন, 'এই লোকটাকে আরও বহুকাল জেলে থাকতে হবে, কিন্তু ডেভিড হল্‌ম, আমরা সবাই জানি, আসলে তোমারই এই শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, কারণ তুমিই ওকে প্রলোভন দেখিয়ে বিপথে নিয়ে গেছ; তুমি এমন ভাবে তার সর্ব্বনাশ করেছ যে, ভাল-মন্দ বোধ ওর একেবারে নষ্ট হয়েছে।'

"তার ভাই কয়েদঘরে ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত ডেভিড কোনরকমে নিজেকে সামলে ছিল, কিন্তু ভাই যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, এমন কান্না সে বড় হয়ে কাঁদে নি। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, বিপথে আর কখনও যাবে না। এর আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি, তার পাপের ফলে তার পরম স্নেহের পাত্র ভাইকে এভাবে যন্ত্রণাগ্রস্ত হতে হবে। ভাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে স্ত্রীর কথা ও তার ছেলেদের কথা ডেভিডের মনে প'ড়ে গেল। তার মনে হ'ল, তাদেরও নিশ্চয়ই দুরবস্থার একশেষ হয়েছে; সে দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করলে যে, তার নিজের দুষ্ট ব্যবহারে আর কখনও সে স্ত্রীপুত্রকে কষ্ট দেবে না। সেই রাত্রিতেই সে তার স্ত্রীর কাছে শপথ করবে, সে সম্পূর্ণ নতুন ক'রে জীবন গ'ড়ে তুলবে।'

"কিন্তু সে তার স্ত্রীকে জেলের দরজায় দেখতে পেলে না, রাস্তাতেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না। বাড়ি গিয়ে সে যখন দরজায় ঘা দিলে, তখনও তার স্ত্রী এসে তার অভ্যর্থনা করলে না—ডেভিড হতাশভাবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কই এমন তো কখনও হয় নি, সে যখনই বিদেশ গেছে স্ত্রী উৎকন্ঠিত চিত্তে তার প্রতীক্ষা করেছে—আজ একি হ'ল! নানারকমের বিপদের ভয়ে তার বুক দুরদুর করতে লাগল। সে কি তবে আর নেই—না, তা কখনই হতে পারে না, সে যখন জীবনের ধারা বদলে ফেলবার জন্যে মনস্থির করেছে, তখনই কি এতটা যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হবে?

"না, সে মিছে ভাবছে! সে জানত, তার স্ত্রী কোথাও যাবার সময় পাপোষের নীচে চাবি রেখে যেত, সে হাতড়িয়ে ঠিক জায়গায় চাবি পেলে। দরজা খুলে সে হতভম্ব হয়ে গেল—ভাবলে, সে স্বপ্ন দেখছে বুঝি! ঘরখানা প্রায় একেবারে খালি, সামান্য দু চারটে মাত্র জিনিস আছে—স্ত্রী বা ছেলেপুলেদের কোনও চিহ্ন নেই।

"তার মনে হ'ল, যেন বহুদিন সে ঘরে কেউ বাস করে নি, ঘরে আগুন জ্বালা হয় নি, খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই, জ্বালানি কাঠ—এমন কি জানলায় পরদা পর্য্যন্ত নেই। সে পাগলের মত তার প্রতিবাসীদের কাছে খবর জানতে গেল। সম্ভবত তার অবর্ত্তমানে সে অসুখে পড়ে; তাকে বোধ হয় কেউ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। প্রতিবাসীরা বললে, তার স্ত্রীর ব্যারাম-স্যারাম কিছু হয়েছিল ব'লে তো তারা জানে না, সে তো ভালই ছিল। তবে সে গেল কোথায়?—তারা সে খবর জানে না।

"ডেভিড দেখলে, তার এই দুরবস্থা দেখে তার প্রতিবাসীরা বেশ একটু আমোদ পাচ্ছে—তার দিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ছে না। তাদের ভাবটা—যাবে আবার কোন্ চুলোয়, সুবিধা পেয়ে মাগী ছেলেপুলে আর জিনিসপত্র নিয়ে ভেগেছে; স্বামী কয়েদখানা থেকে ফিরবে ব'লে তার ভারি মাথাব্যথা কি না! ডেভিডের চারদিকে সব কেমন খালি খালি বোধ হতে লাগল, যেন সে শূন্য মরুভূমির মধ্যে একলা প'ড়ে আছে। স্ত্রী কাছে ফিরে আসবে এই কল্পনায় তার মনে কি সুখটাই না হচ্ছিল—সে কি ব'লে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবে তা পর্য্যন্ত মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছিল। সত্যি সত্যি তার ভাল হবার ইচ্ছা হয়েছিল তার এক প্রাণের দোস্ত ছিল—লোকটা ভদ্রবংশের হ'লেও একেবারে ব'য়ে গিয়েছিল। সে মনে মনে শপথ করেছিল, তার সঙ্গে আর মিশবে না। অবিশ্যি সে যে শুধু তার বদ্‌স্বভাবের জন্যে তার কাছে যেত তা নয়—লোকটার পেটে বিদ্যেও ছিল অনেক। সে পরদিন থেকে তার

পুরানো মনিবের কাছে গিয়ে কাজ নেবে ব'লেও ঠিক করেছিল—তার ছেলেদের ও স্ত্রীর জন্যে সে ভূতের মত খাটবে; এবার থেকে, বউ ছেলে যাতে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে পারে, ভাল খেতে পারে, তার ব্যবস্থা করবে—তাদের একটুকুও অভাবে ফেলবে না। এমন সময় তার অকৃতজ্ঞ স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ ক'রে গেল!

"সে রাগে আর দুঃখে ছটফট করতে লাগল; এক-একবার তার মনে ভারি রাগ হতে লাগল; স্ত্রীর নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে সে গরগর করতে লাগল। হ্যাঁ, সে যদি ব'লে ক'য়ে সকলের সামনে চ'লে যেত তার কিছু বলবার ছিল না—সে তো যথেষ্ট সহ্য করেছে। তা না ক'রে সে চোরের মত পালিয়েছে—তাকে কোনও খবর না দিয়ে। শূন্য ঘরে তাকে এমনই ক'রে ফিরে আসতে হ'ল! একটু খবর দিয়ে গেলেই তো হ'ত; তা হ'লে ব্যাপারটা এত মর্ম্মান্তিক হ'ত না। এজন্যে সেই অকৃতজ্ঞ মেয়েটাকে ক্ষমা করা চলে না।

"তাকে তার সমস্ত প্রতিবাসীর সামনে অপদস্থ হতে হ'ল; লোকে তাকে দেখলেই মুচকি হেসে চ'লে যেত। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এই হাসি সে বন্ধ করবে। তার স্ত্রীকে সে খুঁজে বের করবেই—তার পর তাকে ঠিক এমনই ভাবে জব্দ করবে—না, এর চাইতে ঢের বেশি জব্দ করবে, তাকে সমঝিয়ে দেবে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কাকে বলে।

"সেই নিরানন্দ জীবনের এই হ'ল তার সান্ত্বনা—স্ত্রীকে একবার হাতে পেলে তার ওপর প্রতিহিংসা কেমন ভাবে নেবে তার মাথায় খালি সেই কথাই জাগতে লাগল। তারপর পুরো তিন বছর ধ'রে সে স্ত্রীর খোঁজে পাগলের মত ঘুরেছে; তার মনে পাক খেতে খেতে এই প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছাটা একটা ব্যারামে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে পথে পথে একলা ঘুরেছে—প্রতিদিন তার রাগ আর হিংসা বেড়েই চলেছিল।

একবার যদি স্ত্রীর দেখা পায় তা হ'লে তাকে কি ভাবে যন্ত্রণা দেবে তার নানারকম চমৎকার ফন্দিও সে বের ক'রে রেখেছিল।"

শীর্ণকায়া মুমূর্ষু ঈডিথ নিঃশব্দে মৃত্যুদূতের এই কাহিনী শুনিতেছিল—তাহার রক্তহীন মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাববিপর্য্যয় হইতেছিল; সে আর থাকিতে পারিল না; বেদনাকাতরকণ্ঠে সেই ছায়ামূর্ত্তিকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম থাম, আর ব'লো না, আমি আর সইতে পারছি না। হায় হায়, আমি কি ভীষণ অন্যায় করেছি! এর জবাবদিহি করব কেমন ক'রে ভেবে পাচ্ছি না। আমিই ওদের মিলন ক'রে দিলাম! স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হ'লে ওর পাপ এত বেশি হ'ত না।"

মৃত্যুযানের চালক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "থাক, আর বেশি বলবার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই—আর সময় চাওয়া বৃথা, তুমি এর কোনও প্রতিকার করতে পারবে না।"

ঈডিথ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না, আমি পারব, তুমি একটু সময় দাও। এমন ভাবে আমি মরতে পারব না—সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তোমায় অনুরোধ করছি। তুমি জান আমি তাকে ভালবাসি—এই মুহূর্ত্তে তাকে যত ভালবাসছি আর কখনও আমি এত ভালবাসি নি।"

ভূমিশায়িত ছায়ামূর্ত্তিটি চঞ্চল হইয়া উঠিল। যতক্ষণ তাহারা কথা বলিতেছিল, সে নির্নিমেষ নেত্রে সিস্টার ঈডিথকে দেখিতেছিল। তাহার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে যেন পান করিতেছিল—মুখের প্রত্যেকটি ভাব সে যেন মনে গাঁথিয়া লইতেছিল—যেন অজানা অনন্ত ভবিষ্যতের পথে ইহাই মাত্র তাহার সম্বল। ঈডিথ যাহা বলিয়াছে, যতই কেন তাহার বিরুদ্ধে হউক, সে মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে; ঈডিথের বেদনা, ঈডিথের সহানুভূতি তাহার জর্জ্জরিত হৃদয়ে প্রলেপের মত স্নিগ্ধতা আনিয়াছে। তাহার প্রতি তাহার মনে এক অজানিত ভাব উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিতেছিল, ইহার কি নাম সে জানে না; সে শুধু এইটুকু মাত্র বুঝিল, ইহার হাতে সে সব কিছু সহ্য করিতে পারিবে। এইটুকু মাত্র সে জানিল যে, তার মত একজন হতভাগ্য কাপুরুষকে ভালবাসিতে স্বর্গের দেবতারা পারেন কি না সন্দেহ,—অথচ যে তাহাকে মৃত্যুর কোলে টানিয়া আনিয়াছে তাহাকেই সে ভালবাসিয়াছে। যতবার ওই নারী তাহাকে ভালবাসে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ততবারই তাহার আত্মা এক অননুভূত আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়াছে, ইহার কল্পনাও সে কখনও করিতে পারে নাই। ডেভিড জর্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনেক চেষ্টা পাইল, কিন্তু জর্জ তাহার দিকে চাহিল না, উঠিতে চেষ্টা করিয়া সে অসহ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হইল।

সে লক্ষ্য করিল, সিস্টার ঈডিথ কি যেন দুর্ব্বিষহ বেদনায় শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সে দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জর্জের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেছে, কিন্তু জর্জের মুখ জড় পাষাণের মত ভাব-লেশশূন্য।

জর্জ অবশেষে বলিল, “সময় দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি জানি তুমি বৃথাই সময় চাইছ—তুমি কিছুই করতে পারবে না।”

এই বলিয়া মৃত্যুদূত জীবনের সমাপ্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য একটু আনত হইল—দেহ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আত্মাকে আহ্বান করিবার মন্ত্র।

সেই মুহূর্ত্তে ডেভিডের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি বহুকষ্টে মুমূর্ষু ঈডিথের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে আপনার বন্ধনমোচন করিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় যে অসহ্য বেদনা সে পাইয়াছে, তাহা কখনও মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনায় আনিতে পারে নাই। ইহার জন্য অনন্ত কাল তাহাকে যন্ত্রণা পাইতে হইবে, তা হউক, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য

সিস্টার ঈডিথ ব্যাকুল ; তাহার এই বেদনা ও প্রার্থনাকে সে বৃথা হইতে দিবে না। সে জর্জের অলক্ষ্যে সিস্টার ঈডিথের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল।

যদিও সেই রক্তমাংসবিহীন ছায়া-হস্তের স্পর্শানুভূতি জাগাইবার ক্ষমতা ছিল না—তবু সিস্টার ঈডিথ তাহার উপস্থিতি অনুভব করিল; ব্যাকুল আগ্রহে সে মুখ ফিরাইল; দেখিল, তাহারই পাশে নতজানু হইয়া তাহার প্রেমাস্পদ—তাহার ওষ্ঠ মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস ডেভিডের ছিল না, কিন্তু তাহার যে অদৃশ্য স্পর্শহীন হাতখানি তাহার হাতে আলিঙ্গনবদ্ধ ছিল—তাহার দ্বারাই তাহার প্রেম, তাহার কৃতজ্ঞতা এবং তাহার অন্তরের নিবিড় প্রীতি ব্যক্ত হইতেছিল।

রোগিণীর মুখ অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; সে তাহার মা ও বন্ধুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল ; এতক্ষণ তাহাদিগের কাছে সে একটিও বিদায়ের কথা বলিবার অবসর পায় নাই ; তাহার এই দৃষ্টি যেন তাহার এই অপূর্ব্ব ভাগ্য-পরিবর্তনের আনন্দে মাতার ও সখীদের সহানুভূতি কামনা করিতেছিল। সে মাটির দিকে হস্ত নির্দ্দেশ করিল—তাঁহারা যেন তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তাহার আনন্দের ভাগ পাইতে পারেন, যেন তাঁহারা দেখিতে পান যে তাহার ডেভিড আসিয়াছে—সে তাহারই পদতলে অনুতপ্তচিত্তে বসিয়া।

সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণাবরণাচ্ছাদিত মৃত্যুদূত তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "স্নেহের বন্দী, কারাগার ত্যাগ করিয়া আইস।"

সিস্টার ঈডিথ শয্যায় এলাইয়া পড়িল—একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

ডেভিড হল্‌মকেও যেন সেই মুহূর্ত্তে কে টানিয়া লইয়া গেল—যে অদৃশ্য অথচ ক্লেশকর বন্ধনে সে বদ্ধ ছিল, তাহা আবার তাহার হাত দুইখানিকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পা মুক্ত রহিল। জর্জ ক্রোধজড়িত স্বরে

বলিল, এই অবাধ্যতার জন্য তাহাকে অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইত, পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে এবার সে তাহাকে মাপ করিল।

সে বলিল, "আমার সঙ্গে এখনই চ'লে এস—এখানকার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, আমরা যাকে নিতে এসেছিলাম সে এসেছে।"

জর্জ্জ প্রবল বলে ডেভিডকে টানিয়া লইয়া চলিল। ডেভিডের মনে হইল, উজ্জ্বলকায় কাহারা যেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল—যেন সিঁড়িতে তাহাদের দেখা গেল, বাইরের পথেও যেন তাহারা ছিল, কিন্তু জর্জ্জ এমনই বেগে তাহাকে লইয়া যাইতেছিল যে, সে কিছুই ঠিকমত বুঝিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পরে

ডেভিড হল্‌ম হতাশভাবে মৃত্যুযানের ভিতর পড়িয়া রহিল। নিদারুণ ক্রোধে তাহার সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল,—এ ক্রোধ পৃথিবীর আর কাহারও বিরুদ্ধে নয়, নিজের উপরে তাহার রাগ হইতেছিল। সে কি একটু আগে পাগল হইয়া গিয়াছিল? নহিলে, সিস্টার ঈডিথের পদতলে মুখ গুঁজিয়া অনুতপ্ত, ক্ষুব্ধ পাপীর মত ব্যবহার সে করিল কেন? ছি ছি, জর্জ্জ কি মনে করিল! সে নিশ্চয় তাহার এই দুর্ব্বলতায় হাসিয়াছে। পুরুষ যদি পুরুষ নামের যোগ্য হইতে চায়, নিজের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত হইলে তাহার চলিবে না—সে তো জানিয়া শুনিয়া জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। একটা সামান্য মেয়ে তাহাকে ভালবাসে—এই কথা শুনিয়াছে বলিয়াই কি তাহার জীবনের অন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে হইবে? তাহার হঠাৎ এরূপ মতিভ্রম ঘটিল কেন?

সেও ভালবাসিল নাকি? কিন্তু সে নিজে তো মরিয়াছেই—মেয়েটাও এইমাত্র মরিয়া গেল! মড়ার সঙ্গে মড়ার প্রেমটাই বা কেমনতর?

শহরের বাহিরে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরিয়া জর্জের খোঁড়া ঘোড়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বাড়ির সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া আসিতে লাগিল, রাস্তার আলো অনেকখানি দূরে দূরে দেখা যাইতে লাগিল তাহারা প্রায় শহরের প্রান্তসীমায় আসিয়া পড়িয়াছে, একটু পরেই বাড়ি কি রাস্তার আলো আর দেখা যাইবে না।

শহরের পথের শেষ আলোটির সন্নিকটবর্ত্তী হইতেই ডেভিডের মনে একটা অবসন্নতা আসিল—শহর ছাড়িয়া যাইবার জন্য একটা অস্পষ্ট ব্যথা সে অনুভব করিল; যেন সে এমন কোনও জিনিস ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে যাহা তাহার অত্যন্ত প্রিয়। তাহার কষ্ট হইতে লাগিল।

যে মুহূর্ত্তে মনে মনে সে এই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জীর্ণ গাড়িখানার চাকার বীভৎস কান্না আর কাঠের ঘর্ঘর শব্দকে ছাপাইয়া কাহার যেন কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল—সে ঘাড় তুলিয়া ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল।

জর্জ যেন কাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে—সেও সম্ভবত এই গাড়িরই একজন আরোহী। ইহাকে এতক্ষণ ডেভিড লক্ষ্য করে নাই।

শুধু একটু মৃদু মধুর স্বর—যেন অন্তরের নিবিড় ব্যথায় অতি ক্ষীণ ভাবে কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছিল। ডেভিড চমকিয়া উঠিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

সে বলিতেছিল, "আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। তাকে আমার অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু সে শুনল কই? রাগে আর হিংসায় জর্জ্জরিত হয়ে সে ওই প'ড়ে রয়েছে। আমাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, সম্ভবত, আমার কথাও সে শুনতে পাচ্ছে না, তুমি দয়া ক'রে আমার হয়ে তাকে ব'লো যে, তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু

আমাকে এখান থেকে এখুনই নিয়ে যাবে—আমার এই মূর্ত্তি নিয়ে তার সামনে আর কখনও উপস্থিত হতে পারব না।"

জর্জ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু যদি সে কোনও দিন অনুতপ্ত ও ব্যথিত হয়?"

গভীর বেদনায় কম্পমান কণ্ঠে অদৃশ্য ঈডিথ বলিয়া উঠিল, "তুমিই তো এইমাত্র বললে অনুতাপ সে কখনও করবে না—কিছুরই জন্যে নয়। তাকে ব'লো যে, আমার ইচ্ছা ছিল অনন্তকাল আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব, কিন্তু তা আর হ'ল কই! এই মুহূর্ত্ত হতে আমরা চিরকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হব।"

জর্জ আবার প্রশ্ন করিল, "তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য যদি কখনও সে প্রায়শ্চিত্ত করে?"

ব্যথাকাতর কণ্ঠে ঈডিথ বলিল, "তাকে জানিও এর বেশি আর তার সঙ্গে যাবার অধিকার আমার নেই। আমার হয়ে তাকে তুমি আমার বিদায়-সম্ভাষণ দিও।"

জর্জ ছাড়িল না, তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সে যদি নিজেকে সৎপথে চালিত ক'রে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হয়ে যায়?"

দূর হইতে একটি আর্ত্তকণ্ঠের অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল, "তাকে ব'লো আমি তাকে ভালবাসব—অনন্তকাল। আর কোন আশা আমি দিতে পারি না।"

এই কথোপকথন শুনিতে শুনিতে ডেভিড নতজানু হইয়া বসিল। সে সহসা প্রবল চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইয়া কি যেন ধরিতে গেল—ঠিক কিসের দিকে সে হস্ত প্রসারণ করিল, সে নিজেই বুঝিল না, কিন্তু অনুভব করিল যেন তাহার হস্ত কি স্পর্শ করিল, তাহার শিথিল মুষ্টি ভেদ করিয়া কি যেন একটা অসীম শূন্যে মিলাইয়া গেল, তাহার মনে হইল তাহা যেন অত্যুজ্জ্বল আলোক-শিখা—যেন এক স্বপ্নাতীত সৌন্দর্য্যের শিখা।

নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া লইয়া ডেভিড এই অদৃশ্য পলাতক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে ধাবমান হইতে চাহিল, কিন্তু সামান্য শৃঙ্খল বা বন্ধনের অতিরিক্ত কি যেন একটা অশরীরী শক্তি তাহাকে বাধা দিল, সে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পড়িয়া রহিল।

প্রেম আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিল ; কিন্তু এ প্রেম অশরীরী আত্মার অনন্ত নিবিড় প্রেম। পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেম ইহার ক্ষুদ্র অনুকরণ মাত্র। সিস্টার ঈডিথের মৃত্যুশয্যার পাশে এই প্রেম একবার তাহার চিত্তে ঝলকিয়া উঠিয়াছিল। তখন হইতেই এই অন্তরাগ্নিতে সে তিলে তিলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। আগুন জ্বলিতেছে—বহ্নিমান কাষ্ঠখণ্ড অঙ্গারে পরিণত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে, কেহ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ডেভিডের মনেও এই অগ্নিশিখা সবেগে দাহকার্য্য সমাধা করিতেছিল ; ডেভিডের সমস্ত দেহ অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিতে করিতে সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ডেভিডের অন্তরের এই প্রেমাগ্নিশিখা এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলে নাই বটে, কিন্তু সেই সামান্য আলোকেই সে দেখিল তাহার প্রিয়তমা অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে মিলাইয়া গেল ; সে শক্তিহীন পঙ্গুর মত পড়িয়া রহিয়া হতাশায় দগ্ধ হইতে লাগিল, এই দেবাত্মার অনুসরণ করিবার ইচ্ছাও সে মনে আনিতে পারিল না ; তাহার সান্নিধ্য লাভ করিবার অধিকার তাহার কোথায় ?

নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মৃত্যুযানখানি চলিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বেই গভীর গগনস্পর্শী অরণ্য—পথ অত্যন্ত অপ্রশস্ত ; বনের বৃক্ষচূড়া ভেদ করিয়া আকাশের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছিল না। হল্‌মের মনে হইল, গাড়ি অতি ধীরে চলিতেছে। গাড়ির চাকার আওয়াজ বীভৎসতর শুনাইতে লাগিল—এই একটানা শব্দের মাঝে ডেভিড নিজের

অন্তরের অন্তস্তল খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল—হায়, সে কি নিঃসহায় শক্তি-হীন ! এই অনন্ত যাত্রা তাহার কবে সমাপ্ত হইবে ?

জর্জ সহসা লাগাম টানিয়া ধরিল, গাড়িখানি থামিয়া গেল, চাকার কর্কশ শব্দও থামিল। ডেভিড একটু আরাম পাইয়া মৃত্যুযানের চালকের দিকে চাহিল। জর্জ মর্মভেদী কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "যে যন্ত্রণা আমি অহরহ পলে পলে অনুভব করিতেছি, যে নিদারুণ ক্লেশ ভবিষ্যতে আমাকে পাইতে হইবে—এ সব কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু আমাকে অনিশ্চয়তার চরম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর। আমি কোথায় চলিয়াছি আমাকে জানিতে দাও। হে ঈশ্বর, তুমি যে আমাকে মর-জগতের অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়াছ, সেজন্য তোমাকে নমস্কার। আমি সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও তোমাকে বন্দনা করিব, কারণ তুমি আমাকে অনন্ত জীবন পাইবার অধিকার দিয়াছ।"

আবার গাড়ি চলিল—চাকার কান্না শুরু হইল। মৃত্যুদূতের কাতর প্রার্থনা ডেভিডের মনকে স্বপ্নাবিষ্ট করিয়া তুলিল—সে এই কথাগুলি ভুলিতে পারিতেছিল না। সে জীবনে এই প্রথম তাহার বন্ধুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইল।

সে ভাবিল, জর্জের সাহস আছে বটে, যদিও এই কদর্য্য পেশা হইতে মুক্তি পাইবার কোনও আশা তাহার নাই, তবুও সে একবারও অনুযোগ করিল না।

এই যাত্রার আর শেষ ছিল না ; তাহারা কি অনন্ত পথের পথিক হইয়াছে !

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, ডেভিডের মনে হইল যেন তাহারা এক দিন এক রাত্রি ধরিয়া পথ চলিয়াছে। এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়িল—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ যেন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নীল আকাশের কোলে কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র রাত্রির যাত্রা শুরু করিয়াছেন।

ঘোড়ার গতি এমন কমিয়া আসিল যে মনে হইল যেন সেই প্রান্তরের উপর দিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে। প্রান্তরটি যখন অতিক্রান্ত হইল ডেভিড চাঁদের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হইতে কতখানি সময় লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! চাঁদ যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব?

গাড়ি চলিতে লাগিল—অরণ্য ও প্রান্তর ভেদ করিয়া অজানিত, অনির্দ্দিষ্ট পথে। বহুক্ষণ পরে পরে ডেভিড আকাশে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল চন্দ্রদেব কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জকে ছাড়িয়া গিয়াছেন কি না। সে বিস্মিত হইয়া প্রতিবারেই দেখিল চন্দ্র নিশ্চল হইয়া যথাস্থানেই রহিয়াছে।

ডেভিড অবাক হইল। এইমাত্র সে যে ভাবিল তাহারা এক দিন এক রাত্রি পথ চলিয়াছে, তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব হয়! রাত্রির অবসানে ভোর হইয়া আবার সন্ধ্যা আসে নাই—সেই এক অনন্ত রাত্রিই তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা চলিয়াছে বটে, কিন্তু সময়ের যেন পরিবর্ত্তন হয় নাই; সৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে না। অনন্ত নীলাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থির।

সহসা তাহার জর্জের কথা মনে পড়িয়া গেল। জর্জ বলিয়াছিল যে, তাহার সময় সাধারণ মানুষের হিসাব অনুযায়ী চলে না, তাহা অনন্তকাল প্রসারিত; এক মুহূর্ত্তেই সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারে। সে সভয়ে বুঝিতে পারিল যে, সে যে ভাবিয়াছে সে এক রাত্রি ও এক দিন পথ চলিয়াছে, মানুষের হিসাবে হয়তো তাহা এক নিমেষের ব্যাপার!

শৈশবে সে একজন লোকের সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছিল, সে নাকি একবার স্বর্গে বেড়াইয়া আসিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে বলিয়াছিল যে, স্বর্গে একশত বৎসর মানুষের ঠিক একদিনের মত কাটিয়া যায়।

হয়তো মৃত্যুযানের চালকেরও এক দিন মানুষের সহস্র বৎসরের সমান। জর্জের প্রতি সহানুভূতিতে আবার তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, জর্জ যে মুক্তি চাহিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বেচারাকে বহু বৎসর এই ভয়ঙ্কর গাড়ি চালাইতে হইয়াছে।

একটা খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া গাড়ি চালাইয়া উঠিতে উঠিতে তাহারা দেখিতে পাইল যে, আর একজন কেহ তাহাদের অপেক্ষাও মন্থর-গতিতে পথ চলিতেছে এবং তাহারা অবিলম্বে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

পথ চলিতেছিল জরাগ্রস্ত, বয়সভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধা। সে একটা মোটা শক্ত লাঠির উপর ভর দিয়া রাস্তা অতিবাহন করিতেছিল এবং তাহার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এমন একটা ভারি বোঝা বহন করিতেছিল যে, তাহার ভারে সে এক পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা পথ ছাড়িয়া দিল; মনে হইল মৃত্যুশকটকে প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। গাড়িখানি যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে রাস্তার এক পার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরেই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য সে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। পথ চলিতে চলিতে গাড়িখানি কিরূপ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সেটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় শীঘ্রই সে আবিষ্কার করিল যে, যানবাহী ঘোড়াটি একচক্ষু ও বৃদ্ধ, তাহার সাজ খণ্ড খণ্ড দড়ি ও বার্চগাছের নমনীয় শাখাগ্র-ভাগ দিয়া বাঁধা, গাড়িখানি জীর্ণ এবং চাকা দুইটির অবস্থা এমন যে সদাসর্ব্বদাই ভয় হয় কখন সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া যাইবে।

আরোহীরা তাহার কথা শুনিতে পাইবে কি না সে সম্বন্ধে বৃদ্ধার কোনও খেয়াল ছিল না; সে নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া বলিল, এই প্রকারের গাড়ি-ঘোড়া লইয়া যে কেহ বাহির হইতে পারে, এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমি ভাবিতেছিলাম যে আমাকে গাড়িতে

উঠাইয়া কিছুদূর পৌছাইয়া দিতে বলিব, কিন্তু ঘোড়া বেচারা যথাশক্তি টানিয়া কোন রকমে অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি, তাহার উপর আমি উঠিলেই হয়তো গাড়িটি ভাঙিয়া পড়িবে।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই জর্জ নিজের আসন হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাড়ির ও ঘোড়ার অশেষ প্রশংসাবাদ করিতে শুরু করিল; বলিল, "গাড়ি ঘোড়া তুমি যত মন্দ ভাবিতেছ, ততটা মন্দ নহে। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল গম্ভীরনাদী সমুদ্রের উপর দিয়া আমি এই গাড়ি চালাইয়া গিয়াছি। তুফানে বড় বড় জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার গাড়ির কিছুই করিতে পারে নাই।" শুনিয়া বৃদ্ধা কিছু হতবুদ্ধি হইল। ভাবিয়া ঠিক করিল শকটচালক তাহার সহিত রহস্য করিতেছে, সুতরাং সেও অবিলম্বে ঢিলটির বদলে পাটকেলটি মারিতে ছাড়িল না।

বলিল, "বোধ হয় এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা স্থলপথ অপেক্ষা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রেই ভাল গাড়ি চালাইতে পারে; তাহাদের স্থলপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় না, আমার এই রকম ধারণা।"

চালক উত্তর করিল, "আমি খনির গভীর গহ্বর দিয়া পৃথিবীর অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আমার ঘোড়া মোটেই হোঁচট খায় নাই। চতুর্দ্দিকে অগ্নিপরিবেষ্টিত প্রজ্বলিত নগরের মধ্য দিয়া গাড়ি লইয়া গিয়াছি; কোন অগ্নি নির্ব্বাপকই সেই নিবিড় ধূম্রজাল ও প্রচণ্ড অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে কোনদিনই সাহস করে নাই, কিন্তু আমার ঘোড়া বিন্দুমাত্রও না ভড়কাইয়া সেই আগুনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা জবাব দিল, "কোচোয়ান ভায়া, তুমি বোধ হয় একজন বুড়ীর সহিত রহস্য করিবার লোভ সামলাইতে পারিতেছ না।"

শকটচালক বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কখন কখন নিজের কার্য্যে আমাকে এমন এমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে

হইয়াছে, যেখানে পথের রেখামাত্র নাই, কিন্তু আমার অশ্ব পর্ব্বত-প্রাচীর এবং গভীর খাদ লঙ্ঘন করিয়া সেই সব দুর্গম স্থানে গিয়াছে। অথচ তাহাতে আমার গাড়িখানির কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। এমন এমন জলাভূমির উপর দিয়া আমাকে গমনাগমন করিতে হইয়াছে, যে সকল জলাভূমিতে এমন কোন কঠিন স্থান নাই, যাহা একটি শিশুরও ভার বহন করিতে সক্ষম। মনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ তুষাররাশির মধ্য দিয়াও আমাকে যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কোন কিছুই আমার গতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। সুতরাং গাড়ি ও ঘোড়া সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণই নাই।"

বৃদ্ধা তাহার কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, "বেশ বেশ, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এই গাড়ি-ঘোড়া লইয়া যে তুমি সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তুমি দেখিতেছি একটা রীতিমত বড়লোক, তোমার যখন এমন গাড়ি-ও-ঘোড়াভাগ্য!"

শকটচালক গম্ভীর ও গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমি সেই শক্তিমান পুরুষ যাহার সমগ্র মানবজাতির উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব। তাহারা বিশাল সৌধে, কিংবা কদর্য্য অন্ধকার ঘরে, যেখানেই বাস করুক না কেন সকলকেই আমি আমার শাসনাধীনে লইয়া আসি। আমিই আজীবন-দাসকে তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিই। আমিই রাজা-মহারাজাকে তাহাদের সিংহাসন হইতে বলপূর্ব্বক নামাইয়া লইয়া আসি। এমন কোন সুরক্ষিত নগর-নগরী নাই, যাহার উচ্চ প্রাচীর আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না; মানুষ এমন কোন গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নয় যাহা দ্বারা আমার দুর্ব্বার গতি রোধ করিতে পারে। আমিই নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির তপ্তনীড়ে নিশ্চিন্ত লোকদের বিষম আঘাত করি, আবার আমিই দুঃখভারে নিপীড়িত দুর্ভাগাদের প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী করি।"

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি পূর্ব্বেই বলি নাই যে, আমার একজন খুব জাঁদরেল লোকের সহিত দেখা হইয়াছে। তা তুমি যখন এত বড় বাহাদুর এবং তোমার গাড়ি যখন এতই সুন্দর, তখন তুমি বোধ হয় তোমার গাড়িতে আমাকে উঠাইয়া লইতে আপত্তি করিবে না। আমি নূতন বর্ষ উপলক্ষে আমার একটি কন্যার বাড়ি যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার রাস্তা ভুল হইয়াছে এবং বোধ হয় আমাকে সমস্ত রাত্রিটাই রাজপথে কাটাইতে হইবে, যদি না তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য কর।"

শকটচালক উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "না না, আমাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিও না, আমার গাড়ি অপেক্ষা পদব্রজেই তুমি অধিক সুখে যাইবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "এ কথাটা তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার মনে হয় আমাকে বহন করিতে হইলে তোমার ঘোড়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার গাড়ির পশ্চাদভাগে আমি আমার বোঝাটা রাখিতে চাই। তুমি বোধ হয় আমাকে এইটুকু সাহায্য করিবে।"

বৃদ্ধা উত্তর কিংবা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বোঝাটি নামাইয়া গাড়ির তলদেশে স্থাপন করিল। কিন্তু বোঝাটি এমন নিরালম্বভাবে মাটিতে পড়িয়া গেল, যেন বোধ হইল উহাকে সে উর্দ্ধগামী ধূমরাশি কিংবা চলমান কুজ্ঝটিকার উপরে সংস্থাপন করিয়াছিল।

বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই শকটখানিও তাহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, কারণ সে চালকের সহিত কথোপকথন ও রহস্য করিবার কোন চেষ্টাই না করিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু এই কথোপকথনের ফলে জর্জের প্রতি হলমের সহানুভূতি

বৃদ্ধি হইল। সে মনে মনে বলিল, "নিশ্চয়ই জর্জকে অনেক দুঃখ কষ্ট বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে। উহার যে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-বেদনা

সেই অনন্ত অন্ধকারে তাহারা যেন নিরুদ্দেশযাত্রা করিয়াছিল। ডেভিড মূর্চ্ছাপন্নের মত স্থির হইয়া পড়িয়া জর্জের ও আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। গাড়িখানি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিতেই তাহার চমক ভাঙিল। একটি প্রশস্ত কক্ষে জর্জ তাহাকে লইয়া গেল। সেই ঘরের জানালাগুলি প্রায় ছাদসংলগ্ন; প্রত্যেকটি অর্গলবদ্ধ। স্তিমিত-আলোকে শ্রীহীন দেওয়ালগুলি কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল; কোথায়ও কারুশিল্পের চিহ্নমাত্র নাই। দেওয়ালের ধারে ধারে খাটিয়ার উপর সারি সারি শয্যা সজ্জিত, একটি ছাড়া সকলগুলিই শূন্য পড়িয়া আছে। তীব্র ঔষধের গন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। একটি শয্যায় আকণ্ঠ আবৃত কে একজন শয়ন করিয়া—সম্ভবত কোনও রোগী; কারারক্ষীর পোশাক-পরিহিত এক ব্যক্তি শয্যাপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ডেভিড বুঝিতে পারিল, সে কোনও কারাগারের হাসপাতাল-গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

রোগীর বয়স বেশি হইবে না, তাহার শীর্ণ ক্লান্ত মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই ডেভিড তাড়িতাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জর্জের প্রতি তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল—সহসা তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। নিদারুণ ক্রোধে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল, ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত সে যেন এখনই জর্জের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সে

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন জর্জ? ওই শয্যাশায়িত ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট যদি তুমি কর তাহা হইলে আমাকেও চিরশত্রু করিবে। সাবধান, এখান হইতে ফিরিয়া চল।"

মৃত্যুদূত ডেভিডের এই উচ্ছ্বাসে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিল মাত্র। "ডেভিড, উহাকে দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না, কাহার নিকট আসিয়াছি—"

"বেশ, এখন ফিরিয়া চল, নতুবা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুদূত ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। তাহার অনলবর্ষী দৃষ্টির তীব্রতায় ডেভিড সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া ক্ষান্ত হইল; অন্তরের ক্রোধ দারুণ ভয়ে রূপান্তরিত হইল।

জর্জ বলিল, "স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার আমাদের নাই, ডেভিড্—নির্ব্বিবাদে হুকুম তামিল করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। শান্তভাবে সব দেখিয়া যাও, কিছু আদেশ করিও না।"

মস্তকের আবরণ টানিয়া জর্জ স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিরুপায় ডেভিড হল্‌ম্ শুনিল, কারাগারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোগী কারারক্ষীর সহিত আলাপ করিতেছে। সে কান পাতিয়া রহিল।

"দেখ কোতোয়াল সাহেব, তোমার কি মনে হয় আমি আবার ভাল হব?" তাহার কণ্ঠ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, কিন্তু অবসাদ বা ব্যথার চিহ্নমাত্র তাহাতে ছিল না।

কারারক্ষী একটু ইতস্তত করিয়া দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই হল্‌ম, তুমি ভাল হবে বইকি, মনে একটু জোর এনে এই জ্বরটাকে ঝেড়ে ফেলে দাও—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না না, জ্বরের কথা নয় কোতোয়াল সাহেব, তোমার কি মনে হয় আমি জেলের বাইরে যেতে পারব? মানুষ-খুনের দায়ে কয়েদ হ'লে কেউ কি কখনও ছাড়া পায়? ছাড়া পেলেও সমাজে ঠাঁই পায়?"

"পায় বইকি, হল্‌ম—তা ছাড়া তুমিই তো বল বাইরে অন্তত এক জায়গায়ও তোমার আশ্রয় মিলবে।"

বন্দীর মুখ এক অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ডাক্তার আজ আমাকে দেখে কি বললেন?"

"কিছু ভয় নেই হল্‌ম, আর কোনও বিপদ নেই। ডাক্তার শুধু বললেন, 'আহা বেচারাকে যদি জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় ও এখুনি সেরে উঠবে'।"

রোগী দুই বাহু মেলিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস লইতে লইতে বলিল, "ও! এই জেলের বাইরে।"

"দেখ, ডাক্তার আমার কাছে প্রায়ই যা বলে আমি তাই তোমাকে বলছি, তুমি যেন আবার গত বারের মত পালিয়ে জেলের বাইরে যেতে চেয়ো না—তাতে তোমার কয়েদ আরও বাড়বে বই তো না।"

"সে ভয় নেই কোতোয়াল সাহেব, আমি এখন চালাক হয়েছি। আমি খালি ভাবছি, শেষ হয়ে যাক এই পর্ব্বটা, আবার নূতন ক'রে জীবন গ'ড়ে তুলি—আবার ভাল হই।"

অন্যমনস্ক কারারক্ষী গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, নতুন জীবন গড়তে হবে।"

ডেভিড হল্‌ম ভ্রাতার এই ব্যাকুলতা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না; উদ্বেলিত বক্ষে ভ্রাতার মৃত্যুবেদনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। হায় রে, ফুলের মত শুভ্র ছিল যে সুন্দর সরল হাস্যলাস্যময় কিশোর বালক, তাহার এ দুর্দ্দশা কে করিল; মৃত্যুমুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিল কে!—এই ভয়াবহ কারাগার!—ডেভিড আর সহিতে পারিল না।

রোগীর আজ যেন কথার বিরাম ছিল না। "দেখ কোতোয়াল সাহেব, তুমি কি—" কারারক্ষীর মুখে একটু বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া সে কথা

শেষ না করিয়াই বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা বলাটা কি বে-আইনী হচ্ছে ?"

"না না, আজ রাত্রে তুমি যত খুশি বকতে পার।" রোগী যেন ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "আজ রাত্রে!" "হাঁ, আজকে যে নতুন বছরের পর্ব্বদিন।"

ডেভিড ভাবিল, রোগীর জীবনের আজ অবসান হইবে ভাবিয়াই নিশ্চয়ই কারারক্ষী আজ উহার প্রতি এত করুণা প্রকাশ করিতেছে। নিরুপায় ডেভিড অসহ্য ব্যথায় পীড়িত হইতে লাগিল।

"আচ্ছা সাহেব, তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে যে, গত বার পালানোর পর ফিরে যখন এলুম তখন আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ ? তখন থেকেই আমাকে নিয়ে তোমাদের আর একটুও কষ্ট পেতে হয় নি।"

"হাঁ, তা দেখেছি বটে, তুমি তখন থেকেই কচি ছেলের মতই শান্ত ভাবে আছ ; একটু বিরক্তির কারণ কোনদিন ঘটে নি, কিন্তু আবার যেন পালাবার চেষ্টা ক'রো না!"

"আচ্ছা, তোমরা কি কখনও ভেবেছ এমন পরিবর্ত্তন আমার হ'ল কেমন ক'রে ? তোমরা হয়তো মনে করেছিলে যে, পালিয়ে গিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমার শরীর খুবই খারাপ হয়েছিল, তাই।"

"হাঁ হাঁ, আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে।"

"ভুল বুঝেছিলে কোতোয়াল সাহেব। কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি কখনও ভরসা ক'রে সেকথা তোমাদের বলি নি, আজ সব বলব ; তোমায় শুনতে হবে।"

"কিন্তু তুমি যে আজ বড্ড বেশি কথা বলছ হল্‌ম, তোমার শরীর খারাপ হবে যে।" এই কথায় রোগীর মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া কারারক্ষী একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, "তোমার কথা শুনতে আমি একটুও বিরক্ত হচ্ছি না—আমি তোমার শরীরের জন্যেই বলছি।"

রোগী এ কথা কানে না তুলিয়াই বলিল, "আচ্ছা, আমি যে নিজের ইচ্ছায় ফিরে এলুম, এতে কি তোমরা অবাক হও নি? আমার খোঁজ পাবার সাধ্যি তোমাদের কারও ছিল না, তবু আমি একদিন সর্দ্দার কন্স্টেব্লের ঘরে গিয়ে নিজেই ধরা দিলুম। আমার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জান কি?"

"আমি ভেবেছিলুম যে, জেলের বাইরে তোমার দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না, বোধ হয়—"

"তা কতকটা বটে, প্রথম কদিন খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি ঝাড়া তিন সপ্তাহ পালিয়ে ছিলুম। তিন সপ্তাহ ধ'রে আমি বনে জঙ্গলে শীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াই নি নিশ্চয়।"

"আমার মনে হচ্ছে হল্ম, তুমি নিজেই যেন এই ওজুহাত দেখিয়েছিলে।"

রোগী ভারী কৌতুক অনুভব করিল। "মাঝে মাঝে কর্ত্তাদের অমনই ক'রে ফাঁকি দিতে হয় বইকি, নইলে আমার বিপদের সময় যারা সাহায্য করেছিল তাদের নিয়ে টানাটানি প'ড়ে যাবে যে। তুমিই বল, যারা আমার জন্য অত করলে, তাদের বিপদে ফেলা কি উচিত?"

"এর উত্তর তো আমি দিতে পারি না হল্ম।"

রোগী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায় রে, আমি সেরে উঠে এই জেল থেকে যদি একবার ছাড়া পাই, আমার সেই বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে একবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলি,—বনের ধারে তাদের ঘর, চমৎকার লোক তারা।"

রোগী হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া ব্যাকুলভাবে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কারারক্ষী এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল, দেরাজ হইতে একটা ঔষধের শিশি তুলিয়া তাহা খালি দেখিয়া আরও খানিকটা ঔষধ আনিবার জন্য সে উঠিয়া গেল।

কারারক্ষী কক্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুদূত তাহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া মুখাবরণ উন্মোচন করিল। ডেভিড হল্‌ম তাহার প্রিয়তম ভ্রাতার সন্নিকটে জর্জকে বসিতে দেখিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু রোগীর এ দিকে নজর ছিল না। প্রবল জ্বরের ঘোরে সে পড়িয়া ছিল, কিছু লক্ষ্য করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিল, কারারক্ষীই বুঝি তাহার নিকটে বসিয়া আছে।

"বনের ধারে ছোট্ট একটি কুঁড়ে"—প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে রোগী হাঁপাইতে লাগিল।

মৃত্যুযানের চালক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কথা বলতে তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে; তোমায় আর কথা বলতে দেব না। তুমি যা বলতে চাচ্ছ কর্ত্তারা তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানেন; তবে তোমাকে কিছু বুঝতে দেন নি বটে।"

গভীর বিস্ময়ে রোগীর দৃষ্টি আয়ত হইল। জর্জ বলিতে লাগিল, "তুমি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইছ হল্‌ম, আচ্ছা, তবে শোন। তুমি কি ভাবছ বনের ধারের সব শেষ কুঁড়েখানায় একদিন একটা ছোকরা লুকিয়ে ঢুকে কি করেছিল—এ খবর আমরা পাই নি! সে ভেবেছিল, ভেতরে কেউ নেই, তাই না? পাশের জঙ্গলেই সে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিল, যখন দেখলে ঘরের কর্ত্রী দুধ আনতে বাইরে বেরিয়ে গেল, ছোকরা চুপি চুপি কুঁড়েয় ঢুকল। সে ভেবেছিল বাড়ির কর্ত্তা নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়েছে আর ছেলে-পিলের গলা যখন শোনা যায় নি—তখন বাড়িতে সে বালাই নেই।"

রোগী এত দূর বিস্মিত হইল যে, সে শয্যায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি এত খবর কি ক'রে জানলে কোতোয়াল সাহেব?"

মৃত্যুদূত খুশি হইয়া বলিল, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক হল্‌ম, তোমার বন্ধুদের জন্যে কিছু ভয় নেই, জেলের পেয়াদারাও মানুষ। আচ্ছা,

আমি আরও যা জানি বলি শোন। ছেলেটি ঘরে ঢুকেই ভয়ে চমকে উঠল। কুঁড়ে খালি নয়, একটা কচি ছেলে ব্যারামে প'ড়ে ছিল, একটা মস্ত বিছানায় শুয়ে তার দিকে মিটমিট ক'রে চেয়ে দেখছিল। আগন্তুক আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বিছানার ধারে যেতেই রোগী চোখ বুজে মড়ার মত প'ড়ে রইল। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলে, 'ঠিক দুপুরবেলা তুমি শুয়ে আছ কেন, খোকা? তোমার অসুখ করেছে?' কোনও উত্তর নেই। ছেলেটি আবার বললে, 'দেখ খোকা, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ, লক্ষ্মী ছেলেটির মত চট ক'রে আমায় ব'লে দাও তো কোথায় একটু খাবার পাব—তা হ'লেই আমি চ'লে যাব।' কিন্তু রোগী তবুও চুপচাপ। আগন্তুক একটা কাঠি দিয়ে তার নাকে সুড়সুড়ি দিতেই সে হাঁচি শুরু করলে আর হেসে ফেললে। প্রথমটা সে আগন্তুকের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, তারপর আবার হাসি। বললে, 'আমি মড়ার মত প'ড়ে থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেব ভেবেছিলুম।' 'তা তো দেখলুম, কিন্তু তার কি দরকার ছিল খোকা!' খোকা বললে, আমার বড্ড ভয় হয়েছিল, দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমার কোমরে ভয়ানক ব্যথা, উঠতে পারি না।'

"রোগী তার এই সঙ্গীকে পেয়ে খুশিই হ'ল।"

মৃত্যুদূত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল "এ গল্প তুমি আর শুনতে চাও না, কি বল?"

হলুম বলিল, "না না, বেশ লাগছে শুনতে, তুমি বল। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না—"

"এটা তেমন অদ্ভুত নয় হলুম। জর্জ ব'লে একজন ভবঘুরের নাম শুনেছ তো? একবার ঘুরতে ঘুরতে সে এই গল্পটা শুনেছিল—সেই হয় তো জেলখানার কারও কাছে গল্প ক'রে থাকবে।"

মুহূর্তের জন্য উভয়েই নীরব। একটু পরে রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, তারপর তাদের কি হ'ল ?"

"আগন্তুক ছোকরা আবার খাবার কোথায় জিজ্ঞেস করলে, 'ভিখিরীরা তোমাদের বাড়ি এসে মাঝে মাঝে খেতে চায়—কি বল, খোকা ?' খোকা বললে, 'হ্যাঁ, চায় বইকি।' 'তোমার মা নিশ্চয়ই তাদের খেতে দেন—কেমন কি না ?' 'বাড়িতে খাবার থাকলে নিশ্চয়ই দেন।'

"'আমি তাই তো বলছি খোকা, আমিও একজন গরিব ছেলে, কিছু খাবার চাইছি। কোথায় আছে বল, যতটুকু দরকার তার বেশি নেব না।' খোকা মুরুব্বিয়ানাচালে আগন্তুকের দিকে চেয়ে বললে, 'দেখ একজন কয়েদী নাকি জেল থেকে পালিয়ে এই বনে লুকিয়ে আছে, মা তাই সমস্ত খাবার-টাবার চোর-কুঠরিতে চাবি দিয়ে রেখেছে।' 'চাবিটা কোথায় আছে আমায় বল না, খোকা। নইলে আলমারি ভেঙে আমাকে খাবার নিতে হবে।' একটু কৌতুকের সঙ্গে হেসে খোকা ব'লে উঠল 'সে বড় সহজ হবে না। আলমারির তালা ভারি শক্ত।'

"আগন্তুক চাবির খোঁজে কুঁড়েটা তোলপাড় ক'রে দিলে, কিন্তু চাবি পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে রোগী বিছানায় উঠে ব'সে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে বললে, 'একদল লোক কিন্তু এদিকে আসছে মায়ের সঙ্গে।' পলাতক বন্দী এক লাফে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খোকা বললে, 'বাইরে গেলেই ধরা পড়বে বন্ধু, তার চাইতে চোর-কুঠরিতে লুকিয়ে ব'সে থাক।' 'খোকা, চোর-কুঠরির চাবি তো পাই নি।' 'এই নাও'—ব'লে বালিশের নীচে থেকে সে চাবি বের ক'রে দিলে।

"পলাতক আসামী চাবি নিয়ে চোর-কুঠরির দিকে দৌড়ে গেল, খোকা বললে, 'তালা খুলে চাবিটা ফেলে দাও আমার কাছে, তুমি ভেতর থেকে দরজা এঁটে ব'সে থাক। আগন্তুক নিমিষের মধ্যে ভেতরে ঢুকে দর বন্ধ ক'রে দিলে। রোগীর বুক তখন ধড়াস ধড়াস করছিল, পাছে

আসামী লুকবার আগেই লোকগুলি এসে পড়ে। বাইরের দরজা খুলে গেল, একদল লোক ভেতরে ঢুকল, তার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি কেউ এসেছিল একটু আগে?' খোকা বললে, 'হ্যাঁ মা, তুমি যাওয়ার পরেই একজন এসেছিল বটে।' মা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, 'সর্ব্বনাশ, তার পর?'

"চোর-কুঠরির ভিতর ব'সে আগন্তুকের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল, আচ্ছা পাজী ছোকরা তো। তাকে এমনই ক'রে জাঁতিকলে ফেলে ধরিয়ে দেওয়া! সে ভাবলে একবার চোর-কুঠরি থেকে ছুটে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। তখনই কে একজন জিজ্ঞেস করলে, 'সে গেল কোন্ দিকে?' খোকা জবাব দিলে, 'বাইরে তোমাদের সব আসতে দেখে সে কোন্ দিক দিয়ে যেন পালিয়ে গেল।'

"মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কিছু নিয়ে যায় নি তো?' 'না মা, আমার কাছে খাবার চাইলে, আমি খাবার দোব কোথা থেকে?' 'তোমাকে মার-ধোর কিছু করে নি তো?' 'না মা, আমার নাকে সুড়সুড়ি দিয়েছিল বটে, আমি হেসে উঠেছিলাম।' 'তাই না কি?' মাও হাসতে লাগলেন, তাঁর ভয় দূর হ'ল।

"কে একজন গম্ভীর গলায় ব'লে উঠল, 'হাঁ ক'রে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকলে তো চলবে না? লোকটা যখন এখানে নেই, তখন অন্যত্র খুঁজতে হবে।' সবাই বাইরে চ'লে গেল। বাইরে থেকে কে আবার জিজ্ঞেস করলে, 'লিসা, তুমি কি বাড়ীতেই থাকবে?' মা বললেন, 'হ্যাঁ, বার্নাডকে ছেড়ে আজ আর বের হব না।'

"পলাতক বাইরের দরজা বন্ধ হবার শব্দে বুঝতে পারলো শুধু মা আর ছেলে এখন ঘরে আছে। সে তখন কি করবে ভাবছে, এমন সময় চোর-কুঠরির ধারে পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। ছেলেটির মা আস্তে আস্তে বললেন, 'ভেতরে কে আছ বেরিয়ে এস, আর কোনও ভয় নেই।'

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসে একটু থতমত খেয়ে বললে, 'খোকাই আমাকে এখানে লুকুতে বলেছিল—'।

"সমস্ত ব্যাপারটা খোকার কাছে ভারি মজার বলে মনে হচ্ছিল সে খুশি হ'য়ে হাততালি দিয়ে উঠল। মা বললেন, 'চুপটি করে শুয়ে থেকে থেকে ওর মাথায় মাঝে মাঝে এমন দুষ্ট বুদ্ধি খেলে—এর প'র ওকে সামলান মুশকিল হবে।' পলাতক বুঝলে যে আর তাকে পুলিসে দেওয়া হবে না। সে আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'ঠিক, ও ভারি চালাক, চাবিটা কিছুতেই ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারি নি। ওই বয়সের এমন চালাক ছেলে আমি আর দেখি নি।' মা বুঝলেন এই খোসামুদির অর্থ কি, তবু তিনি খুশি হলেন। অতিথিকে তিনি বিশেষ যত্ন ক'রে খাবার দিলেন। খোকা তার কাছ থেকে তার জেল-পালানোর গল্প শুনতে চাইলে। পলাতক আসামী আগাগোড়া ঠিক ঠিক যা হয়েছিল ব'লে গেল। গল্প শেষ হতেই সে উঠতে চাইলে, বার্নার্ডের মা বললেন, 'আজ রাত্রে বাইরে গিয়ে কাজ নেই, এখানে থেকে তুমি বার্নার্ডের সঙ্গে গল্প কর, তোমার খোঁজে আজ এত লোক বেরিয়েছে যে, তুমি বাইরে গেলেই ধরা পড়বে।'

"আগন্তুকের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল, সে শান্তভাবে বার্নার্ডকে নানা গল্প বলতে লাগল।"

জর্জ অত্যন্ত শান্তভাবে রোগীর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "এমন সময় বাড়ির কর্ত্তা ফিরে এলেন। ঘরের ভিতরে একটু অন্ধকার। গৃহকর্ত্তা প্রথমটা ভাবলেন, তাঁদেরই প্রতিবেশী পিটার, বার্নার্ডের কাছে ব'সে তাকে গল্প বলছে। তিনি বললেন, 'কে হে, পিটার নাকি?' বাবার ভুল দেখে ছেলেটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, 'না বাবা, পিটার নয়, তার চাইতেও ভাল লোক। আমার কাছে এসে শুনে যাও।' তিনি বালকের কাছে গিয়ে তাহার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই সে তার কানে কানে বললে, 'এ সেই জেল-

পালানো আসামী।” বার্নার্ডের বাবা চমকে উঠে বললেন, ‘তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ খোকা, ওকথা বলে না।’ খোকা বললে, ‘সত্যি বাবা, এই তো এতক্ষণ আমি গল্প শুনছিলাম, ও জেল থেকে কেমন ক’রে পালিয়েছিল; কেমন ক’রে তিন রাত্তির ধ’রে জঙ্গলের ভেতর একটা ভাঙা গুদোমে লুকিয়েছিল। আমি ওর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি।’

“বার্নার্ডের মা ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট প্রদীপ জেলে ফেললেন। আগন্তুক ততক্ষণে বাইরের দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির কর্ত্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, ‘আমি সমস্ত ঘটনাটা শুনতে চাই, তুমি নির্ভয়ে আমাকে বল।’ তার পর সবাই ব’সে গল্প করতে লাগল। সমস্ত শুনে বুড়ো কর্ত্তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বিশেষ ভাবে আসামীকে লক্ষ্য ক’রে দেখলেন। তাঁর মনে হ’ল, আসামী অত্যন্ত অসুস্থ, এই শরীরে যদি সে আর এক রাত্রিও সেই গুদোমে রাত কাটায়, তা হ’লে নিশ্চয়ই মারা পড়বে।

“তিনি বললেন, ‘পথে-ঘাটে এমন অনেক লোক ঘুরে বেড়ায় যারা তোমার চাইতেও ঢের ভয়ঙ্কর, অথচ তাদের তো কেউ ধরে না, তারা নির্ব্বিবাদে চলছে ফিরছে।’ আগন্তুক লজ্জিত হয়ে ব’লে উঠল, ‘আমি কিন্তু আসলে মন্দ নই। নেশার ঝোঁকে রেগে গিয়েই তো—।’ পাছে বার্নার্ড এ সব শোনে এই ভেবে বাড়ির কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ব’লে উঠলেন, ‘আমি তা আগেই বুঝতে পেরেছি ছোকরা।’

“কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই যেন ব’সে ব’সে কি ভাবতে লাগল। বার্নার্ডের বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন, অন্য সকলে তাঁর দিকে চেয়ে চুপ ক’রে রইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, ‘আমি জানি না, আমি অন্যায় করছি কি না; কিন্তু তোমার মত আমিও ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব না, বার্নার্ড ওকে পছন্দ করেছে।’

"ঠিক হয়ে গেল যে, পলাতক সেখানেই রাত্রিবাস ক'রে ভোরবেলা উঠে অন্য কোথাও যাবে ; কিন্তু সেই রাত্রেই সে ভীষণ জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ল ; সকালে উঠে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা তার ছিল না। সুতরাং আরো দিন পনেরো তাকে সেখানেই থাকতে হয়েছিল।"

দুই ভাই অবাক-বিস্ময়ে এই গল্প শুনিতে লাগিল। রোগীর নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণা যেন তিরোহিত হইয়া গেল : সে নিশ্চিন্ত-আরামে শুইয়া শুইয়া অতীতের সুখস্মৃতিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। ডেভিডের মন তখনো সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে। তার মনে হইল ইহার অন্তরালে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন বিপদ লুকান আছে। সে বারবার ইঙ্গিতে তাহার ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টিত হইল ; কিন্তু রোগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না।

মৃত্যু-দূত বলিতে লাগিল, "পলাতক কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, অথচ ডাক্তার ডাকবার উপায় নেই, ওষুধ আনবার জো নেই—কারণ তাহ'লেই লোক-জানাজানি হবে। সম্পূর্ণ বরাতের ওপর রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এসময়ে যদি কোনো প্রতিবেশী বেড়াতে আসত, বার্ণার্ডের মা দরজার বাইরেই তাকে ব'লে দিতেন, 'বার্ণার্ডের গায়ে গুটি গুটি কি সব বেরিয়েছে, আমার ত ভারি ভয় করছে। বুঝি বা—' বাকীটুকু শুনবার জন্যে আর কেউ সেখানে দাঁড়াত না।

"প্রায় পনের দিন পরে রোগী একটু একটু ক'রে সুস্থ হ'তে লাগল, সে ভাবলে, আর না, এদের ঘাড়ে বোঝা হ'য়ে আর থাকা নয়, এবার বিদায় নিতে হবে। কোথায় যাবে তার ঠিক ছিল না, দূর বিদেশে কোথায়ও।

"কিন্তু, সে সময় বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী তাকে নিয়ে যে-সব আলোচনা করতেন তাতে তার মনে গভীর রেখাপাত করত। একদিন বার্ণার্ড তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, এর পরে সে কোথায় যাবে। সে বললে,

তাকে আবার জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হবে। বার্ণার্ডের মা বললেন, 'জঙ্গলে জঙ্গলে পশুর মত ঘুরে বেড়ানোর চাইতে আমি সমস্ত দোষ স্বীকার ক'রে পুলিশের কাছে ধরা-দেওয়াটা বেশী পছন্দ করতাম, জঙ্গলে ওভাবে ঘুরে বেড়ানোতে কি কোনো সুখ আছে?' অতিথি বললে, 'কিন্তু জেলেও ত দুঃখ কম নয়!' বার্ণার্ডের মা বললেন, 'কিন্তু ধরা যখন পড়তেই হবে, নিজে থাকতে ধরা দেওয়াই কি ভাল নয়?'

" 'কিন্তু, আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, এখন ধরা দিলে আরো কিছু দিন জেল খাটতে হবে যে!'

" 'আমার মনে হয় তোমার পালানোটাই ভুল হয়েছিল।'

"পলাতক গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠল, 'না আমার তা মনে হয় না— আমি বোধ হয় জীবনে এত ভাল কাজ কিছু করিনি।'

"এই কথা ব'লে সে বার্ণার্ডের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাসলে। বার্ণার্ডও তার কথার সমর্থন ক'রে হেসে উঠল। অতিথির মন খুসীতে ভ'রে গেল; তার ইচ্ছা হ'ল বার্ণার্ডকে বিছানা থেকে তুলে কাঁধে ক'রে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসে। বার্ণার্ডের মা বললেন, 'তুমি যদি এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও তাহ'লে বার্ণার্ডের সঙ্গে কি তোমার কখনো দেখা হবে? তোমার সুখ-শান্তি কিচ্ছু থাকবে না।'

"আসামী বললে, 'জেলের কষ্ট তার চাইতেও বেশী।'

"বাড়ীর কর্ত্তা এতক্ষণ আগুনের ধারে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিশেষ পরিচিত হ'য়ে উঠেছ; কিন্তু এভাবে তোমাকে আমাদের পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। তুমি যদি খালাস পেয়ে আসতে তা হ'লে অন্য কথা ছিল।' পলাতকের হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, বুঝিবা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এঁরা তাকে পীড়াপীড়ি করছেন—যাতে ভবিষ্যতে জানাজানি হ'লে তাঁদের কোনো বিপদে না পড়তে হয়। সে

বললে, 'আমার শরীরটা বেশ ভালই বোধ হচ্ছে, কাল ভোরে উঠেই আমি চ'লে যাব, আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না।' কর্ত্তা বললেন, 'ভয়ের কোনো কথাই হচ্ছে না, তুমি যদি খালাস পেতে, তাহ'লে, তোমাকে আমার পরিবারভুক্ত ক'রে নিয়ে আমি সুখী হ'তাম, তুমি আমার চাষবাসের কাজ দেখতে পারতে।'

"একজন জেল-পালানো আসামীর ওপর এই দয়া দেখে অতিথির মন গ'লে গেল; কিন্তু জেলে ফিরে যাওয়ার অনেক বাধা। সে চুপ ক'রে বসে রইল।

"বার্ণার্ডের অসুখ সেদিন খুব বেড়েছিল, পলাতক বললে, 'ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।' বাড়ীর কর্ত্তা বললেন, 'সেখানে ওকে অনেকবার পাঠিয়েছি, কোনো ফল হয়নি, নিয়মিত সমুদ্র-স্নান ছাড়া এ রোগ ভাল হ'বার কোনো উপায় নেই; কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! আমরা গরীব—অসহায়; তাই চুপ করে সব সহ্য করছি।' আসামীর মনে হ'ল—এ সময় যদি সে কিছু সাহায্য করতে পারত, কি সুখেরই না হ'ত! সে আশা করতে লাগল, ভবিষ্যতে সে বার্ণার্ডের বাবাকে সাহায্য করবে, যেন তাঁরা বার্ণার্ডকে সমুদ্র-স্নানের জন্য পাঠাতে পারেন!

"এই দুঃখকর প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে আসামী হঠাৎ কর্ত্তার দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, 'একজন জেল-খালাস লোককে কি চাকরী দেওয়াটা আপনার উচিত হবে?' কর্ত্তা বললেন, 'তাতে কিছু আটকাবে না, ছোকরা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি হয়ত পাড়াগাঁয়ে থাকতে ভালবাস না—সহরকে তুমি বুঝি বেশী পছন্দ কর!' পলাতক বললে, 'সহরকে আমি ঘৃণা করি, আমি জেলখানা-ঘরের কোণে ব'সে ব'সে খালি মাঠ আর বনের কথা ভেবেছি।'

"বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী খুসী হ'য়ে উঠলেন। কর্ত্তা বললেন, 'তোমার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন দেখবে তোমার মনের ভার অনেক লাঘব

হয়েছে, তুমি তখন নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলতে পারবে।' গিন্নী বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

"পলাতকের মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা অজানা ভাবের উদয় হ'ল। সে বললে, 'বার্ণার্ড একটা গান করবে কি?—না থাক, তোমার শরীরটা ভারি খারাপ।' বার্ণার্ড বললে, 'না না, আমি গাইছি।' মাও ছেলেকে অনুমতি দিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে সন্তুষ্ট ক'রে দাও, বার্ণার্ড।' আসামীর ভয় হ'ল, অসুস্থ শরীরে গাইতে গিয়ে বার্ণার্ডের শরীর আরও খারাপ না হয়। সে ভাবলে ওকে বারণ ক'রে দেয়, কিন্তু বার্ণার্ড তখন মধুর কণ্ঠে গান শুরু করেছে। আসামীর সমস্ত অস্থিরতা দূর হ'ল। তার মনে হ'ল চিরজীবনের জন্যে কয়েদী থাকলেও সে আর কষ্ট পাবে না—সে শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র করবে! একটা অস্পষ্ট ব্যথা তার মনে ধীরে ধীরে জাগতে লাগল; সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। কিন্তু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াতে লাগল! তার মনে হ'ল, তার জীবনের কোনো মূল্য আছে ব'লে সে মনে করেনি, কিন্তু, আজ যদি সে বার্ণার্ডকে রোগমুক্ত করবার জন্যে কিছুও করতে পারত! •

"পরদিন সে বিদায় নিলে! কেউ জিজ্ঞেস করলে না, সে কোথায় যাবে। সকলে বললে—'আবার ফিরে এস।'"

মৃত্যুদূতকে বাধা দিয়া রোগী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তারা তাই বলেছিল, বন্ধু। আমার ক্ষুদ্র জীবনের এইটিই একমাত্র মূল্যবান স্মৃতি, একমাত্র সম্পদ।" তাহার চক্ষু ছাপাইয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "তুমি এ ঘটনা জান দেখে আমি সুখী হচ্ছি। বার্নার্ড সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলছি, তুমি শোনো। হায়, আজ যদি আমি মুক্তি পেতাম, যদি তার কাছে গিয়ে একবার বলতে পারতাম—তাহ'লে আমার মত সুখী আজ কেউ হ'ত না!"

জর্জ বাধা দিয়া বলিল, "শোন হল্‌ম, আমি তোমাকে তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি, আজ রাত্রে, এখুনি। কিন্তু এভাবে নয়, এবেশে নয়—তুমি কি তাতে রাজী হবে? তোমার জীবনের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার যদি আজ সমাপ্তি ঘটে, যদি তোমাকে আজ রাত্রে আমি অনন্ত স্বাধীনতা দান করি—তুমি কি তা নেবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে জর্জ তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিল, তাহার কাস্তেখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল।

রোগী বিস্মিত আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া তাহাকে দেখিল। জর্জ বলিতে লাগিল, "হল্‌ম, আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ? আমি পৃথিবীর সকল কারাগারের দ্বার উন্মোচন করতে পারি, আমি তোমায় বিশ্বের সকল বাধা, সকল বিপদের ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারি।"

রোগী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "তুমি কি বলছ আমি বুঝেছি, কিন্তু, তাতে কি বার্ণার্ডের উপর অন্যায় করা হবে না? তুমি ত জান আমি ফিরে এসেছিলাম শুধু ন্যায়-মত শাস্তি ভোগ ক'রে খালাস পাবার জন্যে —খালাস পেয়ে বার্ণার্ডকে সাহায্য করবার জন্যে।"

জর্জ বলিল, "তুমি তার জন্যে ক্ষমতার অতিরিক্ত ত্যাগ-স্বীকার করেছ এবং তারই পুরস্কার-স্বরূপ তোমার শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে —আমি তোমাকে বহুমূল্য স্বাধীনতা দিতে এসেছি। বার্ণার্ডের কথা তুমি আর ভেব না।"

"কিন্তু, আমার যে তাকে সমুদ্রস্নানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল! আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তখন তার কানে কানে ব'লে এসেছিলাম—ফিরে এসে তাকে আমি সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে যাব। ছোট ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভাঙ্‌তে নেই।"

জর্জ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "তাহ'লে তুমি স্বাধীনতা চাও না, হল্‌ম।"

পীড়িত বালক মৃত্যু-দূতের বসনাগ্রভাগ ধারণ করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি স্বাধীনতা চাই—তুমি যেয়ো না; তুমি জান না, আমি মুক্তির জন্যে কেমন ব্যাকুল হ'য়ে আছি, শুধু যদি জানতাম, আমি গেলে আর কেউ বার্ণার্ডকে দেখবে!—কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই।"

সে হতাশভাবে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে গিয়া ডেভিডকে দেখিতে পাইল। আশান্বিত হইয়া সে বলিল, "ওইত ডেভিড ওখানে রয়েছে—যাক্‌, বাঁচা গেল। আমি ওকে বলছি, ও যেন বার্ণার্ডকে সাহায্য করে।"

জর্জ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তোমার দাদা ডেভিড, একটা শিশুর ভার দেবে তাকে! যে নিজের ছেলের যত্ন করে না, সে পরের ছেলের সাহায্য করবে!"

রোগী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যাকুলভাবে ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডেভিড, আমি আমার সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর ও বাধাহীন সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। তুমি জান ডেভিড, আমি এতকাল এখানে বন্দী ছিলাম! স্বাধীনতার জন্যে আমি কাতরভাবে প্রতীক্ষা কর্‌ছি; কিন্তু মুক্তি পেতে গেলে সেই ছেলেটির উপর অবিচার করা হবে, আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম!"

ডেভিড হল্‌ম কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "অস্থির হ'য়ো না, ভাই। আমি শপথ করছি, ওই ছেলেটি এবং আর আর যারা তোমার সাহায্য করেছিল আমি তাদের সাহায্য করব। তুমি যাও—মুক্ত হও—স্বাধীন-লোকে বিচরণ কর। আমি তাদের দেখব। তোমার কারাগার ছেড়ে বাইরে যাও।"

ডেভিডের শেষ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মস্তক শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

জর্জ বলিল, "ডেভিড, তুমি এইমাত্র মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করলে। চল

এখান থেকে চ'লে যাই, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। মুক্ত আত্মা যেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বারা পীড়িত না হয়—আমরা বদ্ধ অন্ধকারের জীব !”

*   *   *   *

সেই বীভৎস শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুযান চলিয়াছে। ডেভিড ভাবিল, এই ভয়াবহ কর্কশ শব্দ ভেদ করিয়া জর্জ তাহার কথা শুনিতে পাইবে কি না! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সিস্টার ঈডিথ ও তাহার ভ্রাতার মৃত্যু-মুহূর্ত্তে তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য জর্জকে ধন্যবাদ দিবে। তাহার কার্য্যভার লইতে সে প্রস্তুত নহে বটে, কিন্তু তাহার সৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে দোষ কি ?”

এই চিন্তা ডেভিডের মনে উদিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুযানের চালক লাগাম টানিয়া গাড়ী থামাইল। বোধ হইল যেন ডেভিডের মনের কথা সে জানিতে পারিয়াছে।

জর্জ বলিল, “আমি একজন সামান্য চালক মাত্র, কিন্তু, মাঝে মাঝে দুই একজনকে সাহায্য করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আমি অসহায়। এই দুই জনকে জীবনের প্রান্ত হইতে মরণের কূলে পার করিয়া দিতে আমাকে বেগ পাইতে হয় নাই—একজন, একান্ত-ভাবে স্বর্গলোক কামনা করিয়াছিল, অন্য জনের এই মর্ত্ত্যলোকে কোনও বন্ধন ছিল না। ডেভিড, আমি এই বিকট-দর্শন গাড়ী চালাইতে চালাইতে কতবার কামনা করিয়াছি—আমার অভিজ্ঞতা, মৃত্যু-পরপার-লব্ধ আমার বাণী পৃথিবীর মরণশীল লোকেদের নিকট যদি ব্যক্ত করিতে পারিতাম ! মানুষ তাহা পরম আশ্বাসবাণী বলিয়া গ্রহণ করিত।”

ডেভিড শান্তভাবে বলিল, “আমি তাহা কল্পনা করিতে পারি।”

“ডেভিড, ক্ষেত্র যখন পরিপক্ক শস্যে শোভা পায় তখন শস্য আহরণ করিবার কোনো ব্যথা নাই, কিন্তু অপরিপক্ক, অর্দ্ধবিকশিত শস্য-ক্ষেত্রের

উপর যখন অস্ত্র চালনা করিতে হয় তখন মন যন্ত্রণায় পীড়িত হয়। এই কষ্টকর কাজ আমাকে বহুবার করিতে হইয়াছে। অনিচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই—প্রভুর হুকুম তামিল করিতেই হইবে।"

ডেভিড বলিল, "আমি তোমার কষ্ট জানি, জর্জ।"

"ডেভিড, মানুষ যদি জানিত যে যাহাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে, জীবনের দেনা-পাওনা চুকাইয়া পরপারের যাত্রার জন্য যাহারা প্রস্তুত, পৃথিবীর বন্ধন যাহারা ছেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত্যু-লোকে বহন করিতে কোনো কষ্ট নাই; যদি তাহারা জানিত, যাহাদের কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, আরম্ভই হয় নাই, কিম্বা যাহাদের অধিকাংশ কর্ত্তব্য অসমাপ্ত, সংসারের স্নেহ-মায়ার শৃঙ্খল যাহাদের নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে সহসা জীবন হইতে মৃত্যুতে লইয়া যাওয়া কি কঠিন, কি যন্ত্রণাদায়ক তাহা হইলে হয়ত তাহারা মৃত্যু-দূতের কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা পাইত।"

"তোমার কথা আমি বুঝিলাম না, জর্জ।"

"একটা কথা মনে রাখিও, ডেভিড। তুমি যতক্ষণ আমার সহযাত্রী হইয়াছ ইহারই মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছ, রোগ ও দারিদ্র্যের জন্য মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। আমিও সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইহাই লক্ষ্য করিতেছি। রোগে অপরিপক্ক, অপরিণত শস্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মানুষ যদি রোগ ও দারিদ্র্য দূর করিতে পারে, তাহা হইলে মৃত্যুদূতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসে।"

"জর্জ, তুমি কি এই বাণী মানুষকে শুনাইতে চাও?"

"না, আমি জানি মানুষ একদিন অধ্যবসায়-বলে বিজ্ঞানের সহায়তায় রোগ ও দারিদ্র্যকে পরাভূত করিবে। এইসব ভয়ঙ্কর জীবনঘাতী জিনিসকে সম্পূর্ণ নষ্ট না করিলে তাহাদের পরিত্রাণ নাই। কিন্তু আমার বাণী ইহা নয়।"

"তবে মানুষ মৃত্যুদূতের কষ্ট লাঘব করিবে কেমন করিয়া?"

"মানুষ পৃথিবীর ও নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন ভবিষ্যতে আসিবে, যখন দারিদ্র্য, মাদকতা এবং জীবের যাবতীয় জীবনঘাতী মহামারীগুলি লোপ পাইবে; কিন্তু সেদিনও মৃত্যুদূতের বোঝা লাঘব না হইতে পারে।"

"তোমার বাণী তবে কি, জর্জ?"

"ডেভিড, নববর্ষের প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই। মানুষ আজ নিদ্রা হইতে এই চিন্তা লইয়া জাগরিত হইবে, যেন নববর্ষে তাহাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়—যেন তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের হয়। কিন্তু আমি তাহাদের জানাইতে চাই যে, প্রণয়দ্বন্দ্বে সফলতা, শক্তি-সঞ্চয়, দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভই বড় কথা নহে। আমি চাই তাহারা যেন তাহাদের সমস্ত চিত্ত সংহত করিয়া যুক্তকরে প্রতিনিয়ত তাহাদের ভগবানের কাছে এই একটি মাত্র প্রার্থনা করিতে পারে—'হে পরমেশ্বর! আমার জীবন, মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার আত্মা পরিণতি লাভ করে।'"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাগরণ

বহু অজানিত পথ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুযানখানি একটি গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। জর্জ গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ডেভিডকেও নামিতে ইঙ্গিত করিল। সেই অত্যন্ত পরিচিতস্থানে জর্জকে আসিতে দেখিয়া ডেভিড চমকিত ও বিরক্ত হইল। জর্জ নিঃশব্দে ডেভিডকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। ডেভিড আর হস্তপদবদ্ধ অবস্থায়

ছিল না, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিনাবাক্যব্যয়ে জর্জের সহযাত্রী হইয়াছিল। সহসা বিতৃষ্ণায় তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল—মরণোন্মুখ কেহ নিশ্চয়ই এখানে নাই! অথচ জর্জ অকারণে তাহাকে তাহার নিজ গৃহে তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের সম্মুখে আনিল কেন? সে রাগত হইয়া এ-বিষয়ে জর্জকে প্রশ্ন করিতে যাইবে, জর্জ হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে নিষেধ করিল।

সেই কক্ষে তুইটি স্ত্রীলোক কি যেন একটা গভীর আলোচনায় নিবিষ্ট ছিল। ডেভিড দেখিল, মুক্তিফৌজের একজন সিস্টার তাহার স্ত্রীকে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন; তাহার স্ত্রী এমনই কাতর ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইতেছিল।

ডেভিডের স্ত্রীকে আশ্বাস ও সাহস দিবার জন্য সিস্টারটি বলিলেন, "দেখ, মিসেস হলম, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার তুঃখের রাত্রি প্রভাত হতে চলেছে। তুমি শুনে হয় তো আশ্চর্য্য হচ্ছ। আমার মনে হয়, ডেভিড তোমার উপর তার চরম অত্যাচার করেছে; তুমি ফিরে আসার পর তার মনে যে-প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা হয়েছিল, তা সম্ভবত তার নেওয়া হয়ে গেছে। মুখে বলেছে বটে যে, তোমার ছেলেদের সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, হাসপাতালে যেতে দেবে না, কিন্তু একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় লোকে যে সব সর্ব্বনেশে কথা বলে, কাজে তা সত্যি সত্যি করে না। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

ডেভিডের স্ত্রী বলিল বটে, "সিস্টার, আপনার এই সহানুভূতির জন্যে অনেক ধন্যবাদ" কিন্তু তাহার ভাবে বোধ হইল যেন সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয় নাই। সিস্টার হয় তো তেমন লোকের কথা জানেন না যে মুখে যাহা বলে, কাজেও তাহা করিয়া উঠিতে পারে, সে-কাজ যতই ভয়ানক হউক না। কিন্তু সে তো তেমন একজনের কথা জানে।

সিস্টার ডেভিডের স্ত্রীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হতাশ হইয়া ভাবিলেন, ইহাকে ভরসা দিবার চেষ্টা এখন বৃথা। তবু বলিলেন, "মিসেস হলম,

একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার। কয়েক বছর আগে স্বামীকে ছেড়ে তুমি যখন পালিয়েছিলে, সেটা খুব বড় একটা পাপ কাজ না হ'লেও তোমার অন্যায় হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নাই। তার ফল এখন তোমাকে পেতে হচ্ছে। অবিশ্যি, যথেষ্ট শাস্তি তুমি ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছ। তুমি চ'লে যাওয়ার পর থেকেই তার পাপের মাত্রা বেড়ে বেড়ে তাকে এতটা পাষাণ ক'রে ফেলেছে। যা হবার তা হয়ে গেছে, শাস্তিও পেয়েছ ঢের, এখন নিশ্চয়ই তোমার শুভদিন আসছে। যে ঝড় তখন উঠেছিল এক নিমেষে তা শান্ত হবার নয়। তবে সিস্টার ঈডিথের কল্যাণ-চেষ্টা আর তোমার সহ্যগুণের ফল এবার পাবে ব'লেই আমার মনে হয়।"

ডেভিডের স্ত্রী, সিস্টারের এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন অনেকখানি ভরসা পাইয়া, মুখ তুলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "যদি আপনার কথা সত্যি ব'লে বিশ্বাস করতে পারতাম!"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সিস্টার বলিলেন, "আমার কথা সত্যি হবে বোন, কালকে তোমার জীবনের এক পরিবর্ত্তন ঘটবে। তুমি দেখবে নতুন বছরের সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনও নতুন হয়ে গ'ড়ে উঠবে।"

ডেভিডের স্ত্রী অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, "নতুন বছর? ও, হ্যাঁ, তাই বটে, আমি সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম সিস্টার। রাত কটা হ'ল?"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিস্টার বলিলেন, "ভোর হতে আর দেরি নেই, প্রায় দুটো বাজে।"

"তা হ'লে সিস্টার আপনি এবার শুতে যান। আমার মন অনেকটা শান্ত হয়েছে, আমার কাছে থাকবার আর দরকার নেই।"

কিন্তু সিস্টারের সন্দেহ তখনও দূর হয় নাই। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেভিডের স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "মিসেস হল্‌ম, আমার এখনও মনে হচ্ছে তুমি শান্ত হও নি, তোমার এই বাইরের শান্তির অন্তরালে তোমার যেন কি মতলব আছে।"

ডেভিডের স্ত্রী উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "না সিস্টার, আপনি আমার জন্যে একটুও ভাববেন না ; আমি জানি, আজ অনেক রূঢ় কথা বলেছি, কিন্তু মনের সে অবস্থা আমার কেটে গেছে।"

সিস্টার তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্যি সত্যি মনের সমস্ত ভার ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারবে ? তিনি তোমার মঙ্গল করবেন নিশ্চয়ই।"

ডেভিডের স্ত্রী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি পারব, নিশ্চয়ই পারব।"

"ভোর পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হ'ত না বোন, তবে তুমি যখন বলছ যে তুমি প্রকৃতিস্থ হয়েছ—"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সিস্টার, আপনি আজ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। ডেভিড এবার এল ব'লে। আপনি যান।"

আরও দুই-একটি কথা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ডেভিড বুঝিতে পারিল, তাঁহার স্ত্রী মুক্তিফৌজের সিস্টারকে দরজা খুলিয়া দিতে ও বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতে গেল।

মৃত্যুদূত ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডেভিড, সব শুনলে তো ? তুমি কি লক্ষ্য করলে যে, বাইরে মানুষ যে বিষয়ে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা কামনা করে, তার পূর্ণ আশ্বাস তার নিজের মধ্যেই থাকে ? চিরজীবন সুস্থ দেহে, সুখসাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বেঁচে থাকবার পূরো ইচ্ছাটা তার অন্তরেই আছে, বাইরের আশ্বাসে সে কেবল জোর খোঁজে।"

জর্জের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেভিডের স্ত্রী ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে এইমাত্র যে প্রতিশ্রুতি দিল তাহা রক্ষা করিবে। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সে একটি চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল।

হঠাৎ সদর-দরজায় কি যেন একটা শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল। মনে মনে বলিল, "নিশ্চয়ই ডেভিড আসছে।"

সে অধীরভাবে জানালার ধারে ছুটিয়া গিয়া নীচে অন্ধকার উঠানে দেখিবার চেষ্টা করিল। মিনিট দুই সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীচে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সে যখন ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল তখন তাহার মুখভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আরক্ত মুখখানি দারুণ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; চক্ষু ও ওষ্ঠের উপর কে যেন ছাই লেপিয়া দিয়াছে। তাহার সমস্ত অবয়ব যেন কঠিন হইয়া গিয়াছিল, ঠোঁট দুইটি প্রবল আবেগে কাঁপিতেছিল।

সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "না না, এ অসহ্য।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অধীর পদক্ষেপে কক্ষের ঠিক মাঝখানে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঈশ্বরেই বিশ্বাস করব, লোকে ভাবে, আমি বুঝি কখনও তাঁর কাছে প্রার্থনা করি নি, তাঁকে ডাকি নি! বিশ্বাস আমি করছি তাঁকে, কিন্তু তাঁর করুণা পেতে হ'লে কি করতে হয় তা তো জানি না!"

তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির না হইলেও তাহার ব্যথিত আর্ত্তনাদ ক্রন্দন বলিয়াই মনে হইল। সে এমন গভীর হতাশায় পীড়িত হইতেছিল যে, নিজের কাজের ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

ডেভিড হল্‌ম সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল।

ডেভিডের স্ত্রী স্খলিত পদে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সন্তান দুইটি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। কিঞ্চিৎ আনত হইয়া তাহাদের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান, এরা এত সুন্দর কেন?"

ধীরে ধীরে সে নতজানু হইয়া সেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট কাতরস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "না না, আর থাকা

নয়। আমি যাব, এদের ফেলে রেখে যাব না।" সে গভীর প্রীতির সহিত ছেলেদের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাছারা, তোদের মায়ের ব্যবহারের জন্যে রাগ করিস না রে, এ ছাড়া আর কোনও পথ আমি দেখছি না।"

সহসা বাহিরের দরজায় আবার যেন কি একটা শব্দ হইল। স্ত্রীলোকটি সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যখন সে বুঝিল যে কেহ নহে, তখন আশ্বস্ত হইয়া এক অস্বাভাবিক ব্যথা-কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "না না, আর দেরি না, ডেভিড আবার এসে পড়বে—তার আগেই সব চুকিয়ে ফেলি।"

"আর নয়" বলিয়াও সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই অর্দ্ধ অন্ধকার কক্ষে পায়চারি করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল, "কেন জানি না কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে,—না না, তাতে লাভ হবে কি? যেমন সব দিনগুলো গেছে কালও তেমনই কাটবে। কালকে ডেভিড যে হঠাৎ ভাল হয়ে উঠবে এ তো বিশ্বাস হয় না।"

ডেভিড হল্‌মের সহসা মনে পড়িয়া গেল, গির্জাসংলগ্ন ঝোপের ভিতর তাহার মৃতদেহের কথা। হয় তো অল্পকাল মধ্যেই সেটাকে গোর দেওয়া হইবে। তাহার ইচ্ছা হইল, কেহ তাহার স্ত্রীকে এই খবরটা জানাইয়া দিক, ডেভিডের হাতে আর কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

দূরে কোথায় যেন দরজা খোলার শব্দ হইল, ডেভিডের স্ত্রী এবারেও ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। উনানের নিকট গিয়া সে ভিতরে কিছু কাঠ গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল, "ডেভিড এসে আমাকে এ ভাবে দেখলেই বা ক্ষতি কি? তার অপেক্ষায় রাত জাগবার জন্যে একটু কফি তৈরি করছি বই তো নয়।"

এই কথা শুনিয়া ডেভিড অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইল। সে পুনরায় এই ভাবিয়া অবাক হইতে লাগিল, জর্জ সেখানে তাহাকে লইয়া আসিল কেন! মরণাপন্ন বা অসুস্থ সেখানে তো কেহ নাই।

মৃত্যুদূত আপাদমস্তক আবৃত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে এত দূর চিন্তান্বিত বোধ হইতেছিল যে, ডেভিড ভাবিল, "জর্জকে প্রশ্ন করা বৃথা। সম্ভবত সে আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে শেষবার দেখা করাতে নিয়ে এসেছে। শেষবারই তো! ওদের দেখতে না পেলে কি আমি দুঃখিত হব? কিছু মাত্র না। তার মনে তো একজন ছাড়া আর আজ কারও স্থান নেই।" ভাবিতে ভাবিতে সে সন্তানদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার ছোট ভাইয়ের কথা, সে একটি ছোট্ট বালককে ভালবাসিয়া তাহারই জন্য কারাবরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। নিজের প্রতি ডেভিডের একটু ধিক্কার জন্মিল। হায়, হায়! সে আপন সন্তানদেরও ভালবাসিতে পারে নাই!

তাহার অন্তঃকরণ স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। সে কামনা করিল, যেন ইহারা সংসারে ভাল ভাবে চলিতে পারে। তাহাদের পিতার কথা তাহারা ভাবিবে কি? কেন ভাবিবে? কাল যখন তাহারা তাহাদের হতভাগ্য পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিবে, তাহাদের আনন্দ হইবে নিশ্চয়ই। ডেভিড ভাবিতে লাগিল, বড় হইয়া ইহারা কি ভাবে জীবন যাপন করিবে —সৎভাবে কি? আজ তাহার সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজেকে চিন্তিত হইতে দেখিয়া ডেভিড একটু বিস্মিত হইল। কে জানে হয়তো বা তাহারা পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিবে! কিন্তু হায়, তাহারা কি জানিবে, তাহাদের দুর্ভাগ্য পিতা জীবনে সুখী ছিল না। ডেভিডের অত্যন্ত দুঃখ হইল, সময় থাকিতে ইহাদের জন্য যদি সে সামান্য মাত্র ভাবিত! যদি সে আবার ফিরিয়া আসিতে পায়, তাহা হইলে ছেলেদের সৎপথে চলিতে শিখাইবে।

ডেভিড আজ নিজের মনকে যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বগত বলিল, "তাই তো, যে স্ত্রীকে আমি এত ঘৃণা করেছি—তার প্রতি তো

আজ মনে কোনও বিদ্বেষ নেই! জীবনে বহু দুঃখ তাকে পেতে হয়েছে—এর পরে যেন সেও সুখী হয়। তার সুখের একমাত্র অন্তরায় ছিলাম আমি, আমি চ'লে গেলে সে সম্ভবত সুখী হবে।"

ডেভিড সহসা চমকিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ নিজের চিন্তায় এমন বিভোর ছিল যে, স্ত্রীর দিকে তাহার কোনও লক্ষ্য ছিল না; নিদারুণ ব্যথায় তাহার মুখ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইল।

উনানের ধারে তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া। উনানের উপরের কেটলি-স্থিত জলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "জল ফুটতে শুরু হয়েছে—আর বেশি দেরি নেই। সব শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল, কিসের মায়া আমার?"

সে পার্শ্বস্থিত কুলুঙ্গি হইতে একটা চা-দানি লইয়া তাহাতে কিছু কফি-পাতা ফেলিল। তারপর তাহার জামার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র মোড়ক বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সাদা গুঁড়া লইয়া চা-দানিতে ফেলিয়া তাহাতে জল ঢালিল।

ডেভিড মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল, ইহার অর্থ তলাইয়া দেখিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহার হইতেছিল না। যেন ডেভিডকে সম্মুখে দেখিতেছে এই ভাবে তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "ডেভিড, এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার, এই গুঁড়োটুকুই আমাদের তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। ছেলেদের তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি যেতে পারব না। আর ঘণ্টাখানেক তুমি বাইরে থাক—তারপর বাড়ি এসে বোধ হয় তুমি খুশিই হবে।"

ডেভিড আর সহ্য করিতে পারিল না। মৃত্যুদূতের নিকট ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "জর্জ, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ না? এ যে সর্ব্বনাশ করতে বসেছে!"

মৃত্যুদূত শান্তভাবে বলিল, "দেখছি বই কি, ডেভিড। আমি

তো এই জন্যেই এখানে উপস্থিত রয়েছি, আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে।"

"না না, তুমি বুঝছ না জর্জ, ও তো শুধু একা মরতে যাচ্ছে না, ছেলেদেরও যে ও—"

"হ্যাঁ ডেভিড, ছেলেদেরও"—

"না না, তা হতে দিও না, জর্জ। এর কি কোনও প্রয়োজন আছে? তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও, আর কোনও ভয় নেই ওর।"

"আমার কথা তো ও শুনতে পাবে না ডেভিড, ও যে এখনও বহু দূরে আছে।"

"কিন্তু জর্জ, তুমি কি এমন কিছু ঘটাতে পার না, যাতে ও বুঝতে পারে, ওর বিপদ কেটে গেছে।"

"না ডেভিড, জীবিতদের ওপর আমার কোনও প্রভুত্ব নেই।"

ডেভিড হল্‌ম তবু হাল ছাড়িল না। সে জর্জের সম্মুখে নতজানু হইয়া জোড়হস্তে বলিল, "জর্জ, তুমি কি ভুলে গেলে, আমি একদা তোমার বন্ধু ছিলাম। আমার উপর একটু করুণা কর, এই সর্ব্বনাশ ঘটতে দিও না—ওই ক্ষুদ্র শিশুরা তো সম্পূর্ণ নির্দোষ!"

উত্তরের অপেক্ষায় সে জর্জের মুখের পানে চাহিল। জর্জ কেবলমাত্র মাথা নাড়াইয়া জানাইল—সে অপারগ।

"জর্জ, আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব। মৃত্যুযানের চালক হতে এর আগে আমি অস্বীকার করেছি, আমি রাজি আছি তোমার এই কাজ নিতে, শুধু তুমি এ দৃশ্য আমাকে আর দেখিও না। ওরা কত ছোট তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, জর্জ! আমি যে এক্ষুনি ওদের কল্যাণ কামনা করছিলাম—ওরা যেন সৎপথে চলতে পারে। হায় হায়, আমার স্ত্রী কি আজ পাগল হয়ে গেল! ও বুঝতে পারছে না, কি ভয়ঙ্কর কাজ করছে। জর্জ, ওকে দয়া কর"

মৃত্যুদূত নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডেভিড হতাশ হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, আমি কত অসহায়! আমি কার কাছে প্রার্থনা করব—জানি না। তুমি ভগবান, বা যীশুখ্রীষ্ট যেই হও, আমি আজও তোমায় চিনি না। এই অন্ধকারে মৃত্যুলোকে আগন্তুক আমি, আমাকে বল দাও, আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি কি ভাবে তোমাদের কৃপা ভিক্ষা করব।

"না না, আমি একজন অসহায়—বহু পাপে পাপী। জীবন-মৃত্যুর দেবতা যিনি, তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষার অধিকারও আমার নেই। আমি জীবনে তোমার সকল নীতিকে অবহেলা করেছি, সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমাকে তুমি অনন্ত অন্ধকারে নিক্ষেপ কর—আমাকে নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দাও, শুধু এই তিনটি নিরীহ প্রাণীকে রক্ষা কর।"

এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া ডেভিড শান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শুধু তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল, "যাক, গুঁড়োটা জলে ঠিক মিশেছে, জলটা শুধু ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা মাত্র, তারপর—"

জর্জ এতক্ষণে আনত হইয়া অনাবৃত মস্তকে ডেভিডের কাছে মুখ লইয়া গেল। মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত মুখখানি অপার্থিব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সে বলিল, "ডেভিড, তোমার প্রার্থনা যদি সত্যি হয়, ওদের রক্ষা করবার উপায় এখনও আছে; তুমি নিজে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে আশ্বাস দাও, বল, তোমার দ্বারা তাদের আর কোনও অমঙ্গলের ভয় নেই।"

"কিন্তু, তা কেমন ক'রে হবে জর্জ, আমার কথা ও কি শুনতে পাবে?"

"না, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নয়, ডেভিড হল্‌মের যে মৃতদেহ গির্জ্জার ঝোপে প'ড়ে আছে, তুমি তাতে ফিরে যাও। তুমি কি যেতে পারবে?"

ভয়ে আতঙ্কে ডেভিড শিহরিয়া উঠিল। এই মর্ত্ত্য-মানবজীবন তাহার

নিকট অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হইল, সে যেন আলো-বাতাসহীন কঠিন কারাগার! সে যদি আবার মানুষের দেহ ধারণ করে, তাহা হইলে হয় তো তাহার আত্মার পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সে যে এই নূতন লোকে বহু আশা লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে!

তবু সে দ্বিধা করিল না। বলিল, "যদি আমার সে স্বাধীনতা থাকে, আমি যাব। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমাকে মৃত্যুযানের—"

জর্জের মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি ঠিক ভেবেছ ডেভিড, তোমাকে এই বছরটা মৃত্যুযানের চালক হতে হবে—তবে যদি কেউ তোমার হয়ে এ কাজ করে, তা হ'লে—"

ডেভিড হতাশ হইয়া বলিল, "তেমন বন্ধু আমার কে আছে জর্জ, আমার মত হতভাগ্যের জন্যে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি কে নেবে?

"ডেভিড, অন্তত একজনের কথা আমি জানি, যে তোমাকে ধর্ম্মপথ-বিচ্যুত করেছে ব'লে আজও অনুতাপ করে। সে স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ত্তব্যভার মাথায় পেতে নিতে রাজি আছে, কারণ সে এটুকু জেনে খুশি হবে যে ভবিষ্যতে তোমার অসদ্‌ব্যবহারে আর কখনও তাকে পীড়িত হতে হবে না।"

তাহার কথার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার অবসর না দিয়াই জর্জ শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্য বিকীর্ণ করিয়া ডেভিডের মাথার উপর নত হইয়া বলিল, "বন্ধু ডেভিড হলম্‌, জীবনের আর অপব্যবহার ক'রো না। আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। তুমি যাও, দেরি করার আর সময় নেই।"

"কিন্তু, জর্জ, তুমি কি—"

মৃত্যুদূত সহসা গম্ভীর হইয়া হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল, এই আদেশ অমান্য করিবার শক্তি ডেভিডের ছিল না। নিমেষমধ্যে সে মস্তকের আবরণ টানিয়া দিয়া, কর্কশ, উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "বন্দী, কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুদূতের বাণী

ডেভিড হল্‌মের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। সে বাহুতে ভর দিয়া অবাক বিস্ময়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। রাস্তার আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দশমীর খণ্ড চাঁদের ম্লানরশ্মিতে অন্ধকার অনেকখানি দূর হইয়াছে। ডেভিড অবিলম্বে বুঝিতে পারিল যে, সে তখনও গির্জ্জা-সন্নিহিত ঝোপের মধ্যে পড়িয়া, নীচে শিশিরসিক্ত দগ্ধ তৃণদল, উর্দ্ধে ঘন সন্নিবিষ্ট লেবুশাখার নিবিড় অন্ধকার।

ডেভিড কিছু ভাবিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করিল না, বহুকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল, সমস্ত শরীর হিমে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। তবু কোন প্রকারে ভূমিশয়ন হইতে আপনাকে উত্তোলন করিয়া ডেভিড গির্জ্জার ভিতরের পথ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দুই পা চলিতেই তাহার এমন অবস্থা হইল যে, কোনপ্রকারে একটি বৃক্ষকাণ্ড আশ্রয় করিয়া সে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডেভিডের মনে হইল, তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, বুঝি যথাসময়ে সে গৃহে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার পর হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহার কোনটি অলীক কল্পনা বা মিথ্যাস্বপ্ন বলিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারিল না—সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ সত্যবৎ তাহার অন্তরে স্পষ্ট হইয়া আছে।

ডেভিড মনে মনে বলিল, "মৃত্যুদূত আমার বাড়িতে অপেক্ষা করছে, —দেরি করলে চলবে না!"

গাছের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু দারুণ দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

গভীর হতাশায় পীড়িত হইয়া ডেভিড একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, হায় হায়! বাড়িতে যথাসময়ে সে বুঝি পৌঁছিতে পারিল না! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড চকিতে অনুভব করিল কি যেন তাহার ললাট স্পর্শ করিল। ঠিক যে কি ডেভিড তাহা স্পষ্ট বুঝিল না; সম্ভবত কাহার হস্ত, কিংবা ওষ্ঠ অথবা বসনাঞ্চলের স্পর্শ মাত্র হইবে; সে যাহাই হউক, ডেভিডের অন্তরাত্মা অসহ্য পুলকে কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে ডেভিড বলিয়া উঠিল, "সে ফিরে এসেছে, আমার কাছে থেকে আমায় রক্ষা করছে।" সে বিমুগ্ধচিত্তে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যেন তাহার প্রেমাস্পদের নিবিড় প্রেম অনুভব করিল। তাহার হৃদয় এই ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল যে, এই দুঃখবেদনাপরিপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঞ্ছিতার প্রেম তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে।

সেই শান্ত রজনীতে জনমানবহীন পথে সহসা সে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। ডেভিড চকিত হইয়া দেখিল, মুক্তিফৌজের টুপি-পরিহিত কোন রমণীমূর্ত্তি সেই পথে আসিতেছে। সেই মূর্ত্তি তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ডেভিড তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আমাকে একটু সাহায্য করুন না।"

ডেভিডের স্বর সিস্টার মেরীর পরিচিত; তিনি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিতে লাগিলেন।

ডেভিড আবার বলিল, "সিস্টার মেরী, আমি মাতাল হই নি, আপনার ভয় নেই, আমি ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি—দয়া ক'রে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন না!"

ডেভিডের কথা সিস্টার মেরী বিশ্বাস করিলেন বলিয়া বোধ হইল না ; তবুও তিনি নীরবে ডেভিডের নিকটে আসিয়া মাটি হইতে তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিলেন ও তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

আবার ডেভিড তাহার গৃহ অভিমুখে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার গতি কি মন্থর! কে জানে, হয়তো এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গেল! এই চিন্তা মনে উদিত হইতেই ডেভিড স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "সিস্টার মেরী, আমার ওপর একটু দয়া করুন। আপনি একলাই আমার বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে যদি বলেন——"

সিস্টার মেরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তার কি কোনও প্রয়োজন আছে? তুমি মাতাল হয়ে এর পূর্ব্বে বহুবার বাড়ি ফিরেছ, তার তো এসব গা-সহা হয়ে গেছে।"

ডেভিড কথা বলিল না, দন্তদ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া সে চলিতে লাগিল; গতি বৃদ্ধি করার ব্যর্থ প্রয়াসে সে হাঁপাইয়া উঠিল; শীতে আড়ষ্ট তাহার দেহ আর চলিতে চায় না।

কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার মনের ভিতর নানা ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। সিস্টার মেরীকে একটু দ্রুত তাহার গৃহে না পাঠাইলে চলিবে না। ডেভিড বলিল, "সিস্টার মেরী, আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখলাম, সিস্টার ঈডিথ এই নশ্বরদেহ ছেড়ে চ'লে গেলেন—আমি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়েছিলাম, আমার স্ত্রী ও ছেলেদের আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার স্ত্রী আজ প্রকৃতিস্থ নেই। সিস্টার মেরী, আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি না যান, সে হয়তো নিজের অনিষ্ট করবে।"

বহু কষ্টে ধীরে ধীরে সে কথাগুলি বলিল। সিস্টার মেরী কোনও উত্তর দিলেন না—তাঁহার তখনও ধারণা ছিল যে, তিনি এক মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছেন। তবু তিনি তাহাকে সাহায্য করিয়া পথ চলিতে

লাগিলেন। ডেভিড আর অনুরোধ করিল না ; সে বুঝিতে পারিল, আজ যে সিস্টার মেরী তাহাকে সাহায্য করিতেছেন তাহাতেই হয়তো তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কারণ তিনি তো তাহাকেই সিস্টার ঈডিথের মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানেন !

হোঁচট খাইয়া চলিতে চলিতে এক নূতন ভাবনা ভাবিয়া ডেভিড শিহরিয়া উঠিল—সত্যই তো, বাড়িতে স্ত্রীই বা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কেন ? সেও তো ভাবিবে আমি মাতাল হইয়া ফিরিয়াছি—সিস্টার মেরীকে কোনও—

বাড়ির সদর-দরজায় আসিয়া তাঁহারা থামিলেন। সিস্টার মেরী ফটক খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আশা করি, এখন তুমি নিজেই যেতে পারবে।" বলিয়াই তিনি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

ডেভিড ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সিস্টার মেরী, আর একটু দয়া করুন। আমার স্ত্রীকে একটা হাঁক দিয়ে বলুন—আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে।"

সিস্টার মেরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রূঢ়ভাবে বলিলেন, "ডেভিড হল্‌ম, অন্য কোনও দিন হয়তো তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আজ রাত্রে তোমাকে সাহায্য করার কথা ভাবতেই আমার মন তেতো হ'য় উঠছে। আজকে আর কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই।"

কান্নায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; তিনি দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া বহুকষ্টে উঠিতে উঠিতে ডেভিড ভাবিল—বৃথা এই চেষ্টা। অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া সে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কেন ? হতাশ হইয়া সিঁড়ির উপরেই বসিতে গিয়া ডেভিড আবার চমকিয়া উঠিল—সেই সুশীতল কোমল স্পর্শ তাহাকে সঞ্জীবিত

করিল, তাহার ঈপ্সিতার প্রেমসান্নিধ্য অনুভব করিয়া সে যেন বল পাইল ও অবশেষে সিঁড়ির শেষ ধাপে উপস্থিত হইয়া দরজা খুলিল।

ঠিক সম্মুখে তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া, তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দিবার জন্য দরজায় খিল দিতে আসিয়াছিল। যখন দেখিল, আর উপায় নাই, ডেভিড ঘরে ঢুকিয়াছে, তখন সে উনানের ধারে গিয়া ডেভিডের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন কিছু লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

ডেভিড ভাবিল, "যাক, ও এখনও সর্ব্বনাশ করতে পারে নি—আমি খুব সময়ে এসে পড়েছি।" সহসা তাহার ছেলেদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাদিগকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যুদূত যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, ডেভিড সেদিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া অনুভব করিল, যেন জর্জ তাহার হাতে হাত দিয়া চাপ দিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, 'ধন্যবাদ জর্জ'—তাহার গলা কাঁপিয়া উঠিল, অশ্রুতে তাহার চক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল।

কোনও রকমে টলিতে টলিতে টলিতে সে ঘরের মাঝখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল—যেন কোনও হিংস্র পশু ঘরে ঢুকিয়াছে, এখনই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

ডেভিড ব্যথিত হইয়া ভাবিল, "হায় রে, এও ভাবছে আমি মাতাল হয়ে এসেছি।"

আবার এক হতাশার ভাব তাহার চিত্তকে অধিকার করিল। ডেভিড অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল, তাহার বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘরের মধ্যে শয্যা প্রস্তুত ছিল, তবু সে ভরসা করিয়া শুইতে পারিল না। কে জানে, সেই অবসরে তাহার স্ত্রী তাহার সাংঘাতিক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবে কি না! জাগিয়া থাকিয়া তাহার দিকে নজর রাখিতে হইবে।

ডেভিড বলিল, "সিস্টার ঈডিথ আজ মারা গেছেন ; আমি এতক্ষণ তাঁর কাছেই ছিলাম। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তোমার ও ছেলেদের আর কোনও কষ্ট দেব না। কালই তুমি ওদের আশ্রমে পাঠিয়ে দিও।"

তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "কেন মিথ্যে বলছ, ডেভিড? গুস্তাভসন এসে ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসনকে—সিস্টার ঈডিথের মরার খবর দিয়ে গেল। সে তো বললে, তুমি সেখানে যাও নি।"

ডেভিড আর সহ্য করিতে পারিল না—উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে নিজেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইল। সে বুঝিতে পারিল, যে ভাবের রাজ্যে সে এতক্ষণ বিচরণ করিতেছিল, তাহা মৃত্যুর পর-পারে অবস্থিত। সেখানকার কথা এখানে বলা বৃথা! সেই মৃত্যুলোকের চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিল। সে যে আপনার দুষ্কর্ম্মরচিত এই দুর্ভেদ্য আবরণ হইতে আর বাহির হইতে পারিবে না—এই ধারণা তাহাকে অবশ করিয়া দিল ; যে অশরীরী আত্মা তাহার মাথার উপরে থাকিয়া তাহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছিল, তাহার সহিত মিলিত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সহজে পরিতৃপ্ত হইবে না—এই চিন্তায় তাহার অশ্রু বাধা মানিল না।

ব্যথিত ডেভিড তাহার স্ত্রীর স্বরে চমকিয়া উঠিল। গভীর বিস্ময়ে সে আপনার মনেই বলিতেছিল, "ডেভিড কাঁদছে! আশ্চর্য্য, ডেভিড কাঁদছে!" চিন্তাক্লিষ্ট মনে সে ডেভিডের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডেভিড, তুমি কাঁদছ কেন?"

ডেভিড অশ্রুসজল মুখখানি তুলিয়া আপনার অন্তরের গভীর বেদনা চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "আমি ভাল হব,—আমার জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলব ; কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না—কান্না ছাড়া এখন আমার কি গতি আছে?"

সংশয়ব্যাকুলভাবে স্ত্রী বলিল, "কিন্তু ডেভিড, তোমার কথা বিশ্বাস করা যে কঠিন। তবু তোমার কান্না দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে—আর কোনও ভয় আমার নেই।"

তাহার এই নূতন বিশ্বাসের প্রমাণ দিবার জন্যই যেন ডেভিডের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাহার জানুর উপর আপনার মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

ডেভিড ব্যথিত হইয়া বলিল, "তুমিও কাঁদছ ?"

"ডেভিড, আমি যে কান্না চেপে রাখতে পারছি না। আমাদের দুজনের চোখের জলে আজ সকল দুঃখ ধুয়ে যাক।"

সেই শুভমুহূর্ত্তে ডেভিড সহসা অনুভব করিল, তাহার শীতল ললাটে কাহার যেন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতেছে। তাহার কান্না রুদ্ধ হইল। এক অলৌকিক আনন্দোচ্ছ্বাস তাহার অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত করিতে লাগিল।

মৃত্যুদূতের কৃপায় এই রজনীতে সে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা তাহার স্মরণ হইল। সে তাহার প্রথম কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছে—এখন তাহার ভাইয়ের শেষ অনুরোধটি পালন করিতে হইবে—সেই রুগ্ন বালকটিকে সাহায্য করিতে হইবে। সিস্টার মেরী প্রভৃতিকে দেখাইতে হইবে যে, সিস্টার ঈডিথ অপাত্রে তাহার প্রেম ন্যস্ত করেন নাই; নিজের গৃহকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া এবং মানব-সমাজের কাছে মৃত্যু-দূতের বাণী প্রচার করিয়া তাহার সকল কর্ত্তব্য সমাপনান্তে সে তাহার বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

ডেভিড বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, একমুহূর্ত্তে যেন তাহার বয়স অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; যেন সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ধৈর্য্যের সীমা নাই—পৃথিবীতে কোনও কিছুকে মানিতে তাহার বাধিবে না। তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন বিলুপ্ত হইয়াছে।

শীর্ণ হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ডেভিড মৃত্যুদূতের প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিল—

"হে ঈশ্বর, আমার জীবন মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার আত্মা পরিণতি লাভ করে।"

সমাপ্ত

